অশোক বা প্রিয়দর্শী

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

অশোক

বা

প্রিয়দর্শী।

অশোক

বা

প্রিয়দর্শী।

‘ধম্মপদ’ নামক পালিগ্রন্থের অনুবাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাঙ্গালার পরীক্ষক, Psychology of Buddhism এবং
‘বিশাখাচরিত’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী।

সিটি বুক সোসাইটি,

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা।

46

উৎসর্গ

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন-শিক্ষিত-কুলগৌরব-লোকহিত ব্রতব্রত

মাননীয় বিচারপতি

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

সি. এস. আই., এম. এ., ডি. এল., ডি. এস. সি.,

এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এস. ই.,

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

চিহ্নস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

অর্পিত হইল।

সূচী।

—*—

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

চিত্রসূচী।

ভিক্ষুবেশে অশোক।

ভূমিকা।

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স সর্ব্ব প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সান্দ্রাকোটাসের অভিন্নতা জগৎ সমক্ষে বিঘোষিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে সিংহলের সুবিখ্যাত অনারবেল জর্জ্জ টর্ণার (Honble George Turnour) দীপবংশ ও মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই আলোচনার ফলস্বরূপ অশোক সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে সর্ব্বপ্রথম সেই সকল প্রকাশ করেন। এই সময়েই এদেশে জেম্‌স প্রিন্সেপ্ ভারতের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব উদ্ধার কল্পে নিযুক্ত হন। সর্ব্বপ্রথম তিনি দিল্লী ও এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধার পূর্ব্বক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি অনুমান করেন যে, উক্ত স্তম্ভলিপিদ্বয়ে উল্লিখিত প্রিয়দর্শী এবং সিংহলের রাজা দেবানম্ প্রিয় তিষ্য একই ব্যক্তি ; ক্রমে ক্রমে যখন অবশিষ্ট অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার করিতে থাকেন, তখন তাঁহার এই ধারণা দূরীভূত হয়। জর্জ্জ টর্ণার ও জেম্‌স প্রিন্সেপ্ এই উভয় ব্যক্তির চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নতা সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতেই দেশে বিদেশে অশোক সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। গত ৭৪ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। জার্ম্মণ,

ফরাসী, রুষীয় প্রভৃতি ভাষায় অশোক সম্বন্ধে বহুবিধ গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বুল্‌হার, সেনার, ওল্ডেনবার্গ, বুরনফ, বস্‌সলীফ্‌, কোপ্পেন, স্তানিস্‌লাস্ জুলিএন্, ল্যাসেন, শ্লেঘেল্, লামা তারানাথ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ অশোক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজদিগের মধ্যে কানিংহাম, ডাউসেন, এল্‌ফিন্সটোন, উইলসন্, আরস্কাইন পেরি, রিসডেবিডস্, ফার্‌গুসন, ওয়াডেল, টমাস, ফ্লিট্ প্রিন্সপ্‌, প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ও বঙ্গদেশের ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আর. সি. দত্ত, বোম্বায়ে ডাক্তার ভাণ্ডারকার, ভগবান লাল ইন্দ্রজি প্রভৃতি অশোক সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটি, বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ও ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি নামক মাসিক পত্রে উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ দ্বারা নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অশোক সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ভিন্সেণ্ট-স্মিথ্‌ (Vincent Smith)। গত দশ বার বৎসর ব্যাপিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে অশোকযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা করিতেছেন। ইনি সর্ব্ব প্রথম অশোক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ইংরাজিতে একখানি অশোকের জীবনী প্রকাশিত করিয়াছেন, এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই Vincent Smithর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি অশোকের সমগ্র অনুশাসনাবলীর একখানি ইংরাজি অনুবাদ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত

করিয়াছেন। Vincent Smithর পুস্তক প্রকাশিত হইবার প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন এম্. এ., বাঙ্গালায় একখানি অশোকচরিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর অশোক সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্‌ব্যতিরেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন (নূতন ও পুরাতন) সাহিত্য, সুলভ সমাচার (প্রাচীন) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে অশোকচরিত আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি সুবিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ এম্. এ., কর্ত্তৃক অশোক সম্বন্ধে দুই খানি দৃশ্যকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকে কিম্বা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদির মধ্যে কোথাও কিন্তু বিস্তৃত ভাবে অশোকের জীবনী, তাঁহার শাসন প্রণালী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচিত হয় নাই। সেই জন্য বিস্তৃত ভাবে অশোকযুগের একখানি ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছা বহুদিন হইতেই ছিল। কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি গত তিন বৎসরের চেষ্টা ও পরিশ্রমে অশোকের জীবনী ও অশোকযুগের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করিয়া দেশবাসিগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

অশোকযুগের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে গত ৭৫ বৎসর ব্যাপিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বিভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, সেই সকলের একটি সারসঙ্কলন করা আবশ্যক, কিন্তু

উহা কার্য্যে পরিণত করা বহুতর সময় সাপেক্ষ। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংগৃহীত ও প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা রহিয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র নাই। পুস্তক খানিকে সকল প্রকারে পূর্ণাঙ্গ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছি. কিন্তু অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণ সে সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। যদি কখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সুযোগ হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সংস্করণে যে সকল ত্রুটি রহিয়া যাইল, সেই সকল যাহাতে না থাকে, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। মধ্যে মধ্যে ছাপার ভূলও রহিয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও উহা হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। বড় ইচ্ছা ছিল মনের মত করিয়াই অশোকযুগের স্মরণীয় অতীত গৌরবকাহিনী বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ হইব, কিন্তু আমি বড়ই অকিঞ্চন, সে সামর্থ্য আমার নাই। পুস্তকখানি প্রণয়নে বহু পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, এক্ষণে পাঠকগণ ইহা সাদরে গ্রহণ করিলে, কৃতজ্ঞতার সহিত সেই পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

এই পুস্তক প্রণয়নে অনেক মহাত্মার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। বাবু কুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত ও মদীয় স্নেহভাজন শ্রীমান ললিত-মোহন কর কাব্যতীর্থ, এম. এ., এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি যথাসময়ে তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে পুস্তক প্রকাশে আরও বিলম্ব হইত। সংস্কৃত কালেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ পুস্তকখানি আদ্যো-পান্ত দেখিয়া দিয়াছেন ও বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞ

বাবু শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ., ও ইহার অধিকাংশ ভাগ দেখিয়া দিয়াছেন। উভয়েই স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার সংশোধন করিয়াছেন। সুলেখক ও সুকবি বাবু নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রায় আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রধান অনুবাদক রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ., উপক্রমণিকা অংশটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন ও কোথায় কোন বিষয় কিরূপে সন্নিবিষ্ট হইলে ভাল হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন। শ্রীমান তিনকড়ি দে বি. এ., ও শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ মিশ্র এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক অধ্যায় ও মগধের প্রাচীন ইতিহাস অংশের জন্য মদীয় শ্রদ্ধেয়বন্ধু সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পি, এচ, ডির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বন্ধুগণও প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং পুস্তকাদি সংগ্রহ বিষয়ে ও নানাবিধ পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা
২১ ভাদ্র ১৩১৮।

উপক্রমণিকা

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক মহাপুরুষের অলৌকিক প্রভাবে ভারতের অতীত কাহিনী পুণ্যময়ী ও গৌরবময়ী হইয়াছিল। যিনি রাজপুত্র হইয়াও উদাসীন ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন, যৌবনে যিনি নবজাত শিশুপুত্র, প্রণয়িনী স্ত্রী ও রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যিনি জরামরণসঙ্কুল সংসারে শান্তিময় বৈরাগ্যপ্রদ নির্ব্বাণ গাথা গৃহে গৃহে প্রচার করিয়াছিলেন, এখনও পৃথি-বীর এক তৃতীয়াংশ জনসমাজ যাঁহার পূজা করিয়া থাকে,সেই পুণ্যশ্লোক ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের পাদস্পর্শে ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল।

বৈদিক হিংসাবহুল ধর্ম্মতত্ত্ব যখন উপেক্ষিত হইয়া শুষ্ক ক্রিয়া-কলাপে পরিণত হয়, তখন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে শাক্যসিংহ নিষ্কাম কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই নবধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও তাৎকালীন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুগকেই ইতিহাস বৌদ্ধযুগ বলিয়া অভিহিত করে। ভগবান বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের প্রায় দুই শত বৎসর পরে যে নরপতির অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ, প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, অপ্রতিহত রাজশক্তি ও সার্ব্বজনীন দয়া সেই বৌদ্ধযুগের ইতিহাসকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে, যাঁহার করুণোদ্দীপ্ত উজ্জ্বল প্রতিভামণ্ডিত প্রতিমা ভারতের অতীত ইতিহাস পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, দেশে দেশে যুগ

যুগান্তের পর আজিও যাঁহার কীর্ত্তি দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বের অতীত ঘটনাবলী নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী" সম্রাট অশোকের ঘটনা-বৈচিত্রময়ী জীবনী কীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে একবার আমরা মগধের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিব।

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন। মগধের রাজধানী তখন রাজগৃহ। মহাভারতে মগধাধিপতি জরাসন্ধের রাজধানী * গিরিব্রজ বলিয়া উল্লিখিত আছে। গিরিব্রজপুরই কুশাগারপুর বা প্রাচীন রাজগৃহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ নিপুণ শিল্পী মহাগোবিন্দ † গিরিদুর্গবেষ্টিত এই সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিম্বিসার এই নগর ত্যাগ করিয়া ঐ গিরির পাদমূলে নবরাজগৃহ নামে এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। মগধ অতি প্রাচীনদেশ। ঋগ্বেদে ‡ কীকট নামে একটী দেশের উল্লেখ আছে, অনেকে বলিয়া থাকেন উহা মগধের প্রাচীন নাম। রামায়ণে ও মহাভারতে মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর নামে উক্ত হইয়াছে। তপঃপরায়ণ ব্রহ্মবংশোদ্ভব মহানুভব কুশের

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, শ্লোক ৭৯৮-৮০০। রামায়ণ, আদিকাণ্ড; হরিবংশ, পঞ্চম অধ্যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম সাহেব গয়া হইতে ৩৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান গির্য্যেক্ (Giryek) প্রাচীন গিরিব্রজের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

† বিমানবত্থু নামক পালি গ্রন্থের টীকায় বর্ণিত আছে।

‡ ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল।

ঔরসে বিদর্ভ দেশীয়া পত্নীর গর্ভ্ভে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বসু। এই বসুই গিরিব্রজপুর প্রতিষ্ঠা করিয়া অমোঘ বীর্য্যে রাজত্ব করেন। রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে "এই পরিদৃশ্য-মান * ভূখণ্ড সেই মহাত্মা বসুর রাজ্য। পুরোবর্ত্তী পাঁচটী পর্ব্বত ইহার চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। মগধদেশে প্রবাহিতা সুমাগধী নাম-ধেয়া রমণীয়া নদী উক্ত পাঁচটী পর্ব্বতের মধ্যে মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। (রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৪ অধ্যায়।)

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন, প্রবল পরাক্রম মহারাজ জরাসন্ধের বিনাশসাধন ও তৎকর্ত্তৃক বন্দী রাজগণকে কারামুক্ত করিবার উদ্দেশে গিরিব্রজপুরে গমন করেন। তৎকালে গিরিব্রজপুরের অতি মনোহারিণী বর্ণনা মহাভারতে বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ ভীমার্জ্জুন গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করতঃ পূর্ব্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরে গোধন-সমাকীর্ণ হ্রদ তড়াগাদিযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন। বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ, ঐ দেখ! বিবিধ পশুসমাকীর্ণ বাপীতড়াগাদি-যুক্ত, সুরম্য হর্ম্ম্যে অলঙ্কৃত উপদ্রবশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচ পর্ব্বত সকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখা সমুদায়ে সুশোভিত, সুগন্ধযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনো-

* মগধ রাজ্য।

হর লোধ্রবন-রাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে সংশিতব্রত মহাত্মা গৌতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কাক্ষীব প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জ্জুন! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গৌতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ! গৌতমের আশ্রম সমীপে পরম রমনীয় অশ্বত্থ ও লোধ্রবণ-রাজি জন্মিয়াছে। ঐ দেখ! অর্ব্বুদ পর্ব্বত, শক্রব্যাপী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বস্তিক ও মণিনাগের আলয়। মনু মগধ রাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান জরাসন্ধকে যথেষ্ঠ অনুগ্রহ করিয়াছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে ঐ দূরাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে।" (মহাভারত, জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩১।)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে প্রাচীন গিরিব্রজপুরের দুই-তৃতীয়াংশ মাইল উত্তরে নবনির্ম্মিত রাজগৃহ নগর অবস্থিত। তিনি বলেন যে মহাভারতে উক্ত পাঁচটী পর্ব্বত এই নগরকে বেষ্টন করিয়া প্রাকারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং যখন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন নুতন রাজগৃহের অন্তঃপরিখা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বহিঃপরিখা ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। রাজগৃহ এক্ষণে গয়ার অন্তর্গত রাজগির নামে অভিহিত হইয়া একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বহন করিয়া রহিয়াছে। উপরে যে পঞ্চ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে,

এক্ষণে তাহা যথাক্রমে বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও শোণগিরি নামে বিখ্যাত হইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কুতুহল চরিতার্থ করিতেছে।

প্রবাদ আছে বৃজি নামক এক জাতি হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। ইহাদিগকে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা তুরানিয়ান * নামে অভিহিত করেন। বৃজিগণ বীরত্ব হুঙ্কারে উত্তর বিহার অধিকার করিয়া বৈশালীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই নূতন জাতির আক্রমণ হইতে মগধ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য রাজা অজাতশত্রু খৃঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে গঙ্গাতীরে পাটলি গ্রামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে যে পরে অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব † ঐ স্থানে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মহাপরি নিব্বাণ সুত্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থে পাটলিপুত্র নগরের পূর্ব্বনাম পাটলিগ্রাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দসহ পাটলিগ্রাম অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন উক্ত স্থান সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, তাহা মহাপরি নিব্বাণসুত্তে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "ভগবান্ বিশুদ্ধ অলৌকিক ও দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে সহস্র সহস্র দেবতা পাটলিগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর ভগবান্ রজনীর অবসানে উত্থিত হইয়া

* R. C. Dutt's Ancient Civilisation, vol II, p 221.

† মহাবংশের মতে উদয়াশ্ব মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্র।

আয়ুষ্মান্ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে আনন্দ পাটলিগ্রামে কে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে? আনন্দ উত্তর করিলেন "ভগবন্! মগধরাজের সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই অমাত্য বৃজিজাতির পরাভবের নিমিত্ত পাটলিগ্রামে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। অনন্তর বুদ্ধদেব বলিলেন হে আনন্দ! মগধ রাজের সুনীধ ও বর্ষকার নামক দুই অমাত্য বৃজি জাতির ধ্বংসের নিমিত্ত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহ মন্ত্রণা করিয়াই যেন পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই স্থান কালক্রমে পাটলি পুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং সভ্যতা ও বাণিজ্য বিষয়ে ইহা শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। কিন্তু হে আনন্দ! অগ্নি জল ও গৃহবিচ্ছেদ এই ত্রিবিধ কারণে পাটলিপুত্রের ধ্বংস হইবে।" (মহাপরি নিব্বাণসুত্ত, ১ম ভাণবার।)

মৌর্য্যবংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকালে ভাগীরথী ও শোণ এতদুভয়ের সঙ্গমতটে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল। অধুনা এই স্থান পাটনা ও বাঁকিপুরের কিয়দংশের অন্তর্গত। এই পাটলিপুত্র নগরকে গ্রীক্‌গণ "পালিবোথ্রা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন গ্রীকবীর সেলুকাস নিকেটারের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে পাটলিপুত্র নগরের পরিধি অন্যূন ২৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে উহা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া ১২ মাইলে পরিণত হয়। উত্তরে ভাগীরথী, দক্ষিণে অত্যুন্নত বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে স্রোতস্বিনী চম্পাবতী এবং পশ্চিমে হিরণ্যবতী বা হিরণ্যবাহ, এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিস্তীর্ণ ভূভাগ মগধ দেশ নামে খ্যাত ছিল। ইহার ব্যাস প্রায় ৩২০০ ক্রোশ। ৮০০০ গ্রাম মগধের অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ সমগ্র ভারতের নাম মগধ অর্থাৎ পুণ্যবান্ ও পূজ্যগণের বাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ও তাহার পরবর্ত্তীকালেও মগধ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল। এই মগধের অন্তর্গত নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষ মূলে ভগবান্ দশবল বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই মগধের অন্তর্গত কুক্কুটপাদ পর্ব্বতশীর্ষে উপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শাক্যমুনি অনেক সময় তাঁহার অমৃতময় উপদেশ বিতরণ করিয়াছিলেন। এই মগধের অন্তর্গত রাজগৃহ নগরে বুদ্ধদেব রাজা বিম্বিসারকে তাঁহার প্রদর্শিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অদ্যাপিও বুদ্ধগয়া, কুক্কুটপাদ, রাজগৃহ, কুশাগারপুর, নালন্দ, ইন্দ্রশীলগুহও কপোতিক বিহার প্রভৃতি স্থানগুলি তীর্থরূপে পরিণত হইয়া দেশ বিদেশের পূজা ও ভক্তি গ্রহণ করিতেছে। মগধের ধ্বংসাবশেষের সহিত প্রাচীন ভারতের পুণ্যময়ী স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের সুবিখ্যাত গ্রন্থকারগণ মগধ সাম্রাজ্যের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা কালে সর্ব্ব প্রথমেই মগধরাজকে উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কুশপুত্র বসুই গিরিব্রজপুরের স্থাপনকর্ত্তা। রামায়ণে ইনি গিরিব্রজপুরের আদি নরপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কোন্ কোন্ রাজবংশ গিরিব্রজপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার কোন পৌর্ব্বাপর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথের নাম দৃষ্ট হয়। যথাক্রমে বৃহদ্রথবংশীয় ২৪ জন রাজা মগধে

রাজত্ব করেন। মন্ত্রী সুনিক বৃহদ্রথবংশীয় শেষরাজা রিপুঞ্জয়কে নিহত করিয়া নিজ পুত্র প্রদ্যোতকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রদ্যোতবংশের পাঁচজন নৃপতি মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহাদের রাজত্বকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৯২০ হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে অনুমান করেন ১৩৮ বৎসর কাল ইহারা রাজত্ব করেন। প্রদ্যোতবংশের পর * শিশুনাগবংশীয় দশজন নৃপতি ধারাবাহিকক্রমে রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৭৮২। শিশুনাগবংশীয় এই দশ জন রাজা ৩৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। ভগবান বুদ্ধদেবের ও জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক ও নূতন রাজগৃহ নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিম্বিসার এই শিশুনাগবংশ সম্ভূত। ইনিই ইঁহার রাজত্বকালে অঙ্গরাজ্য জয় পূর্ব্বক মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিশুনাগবংশের শেষ নরপতি মহারাজ মহানন্দী শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে নন্দমহাপদ্ম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই নন্দ মহাপদ্ম নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অষ্টপুত্র ধারাবাহিকক্রমে মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইহার পরে সুপ্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের নৃপতিগণ ভরতের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। এই স্থানে শিশুনাগ, নন্দ ও মৌর্য্য রাজগণের একটি বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।

* বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে প্রদত্ত শিশুনাগ ও নন্দবংশের রাজত্ব কালের সীমা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। উক্ত পুরাণদ্বয়ের মতে শিশুনাগ ও নন্দবংশের রাজত্বকাল ৩৩২ ও ১০০ বৎসর। কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা শিশুনাগবংশের রাজত্ব কাল ২৩৯ ও নন্দবংশের রাজত্ব কাল ৪০ বৎসর মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর সময়ে শিশুনাগবংশীয় ও খৃঃ পূঃ ৩৬১ বৎসরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের রাজা ছিল।

শিশুনাগ, নন্দ ও মৌর্য্য রাজাদের বংশ-তালিকা।

মহাবংশ।	দিব্যাবদান।	বিষ্ণুপুরাণ।	জৈনস্থবিরাবলীচরিত।
বিম্বিসার	বিম্বিসার	শিশুনাগবংশ।	শ্রেণিক
অজাতশত্রু	অজাতশত্রু	শিশুনাগ	কুণিক
উদায়িভদ্র	উদায়িভদ্র	কাকবর্ণ	উদায়ী (নিঃসন্তান)
অনুরুদ্ধক	মুণ্ড	ক্ষেমধর্ম্মণ	বংশক্রমে নন্দ
মুণ্ড	কাকবর্ণী	ক্ষত্রোজস্	চন্দ্রগুপ্ত
নাগদাসক	সহলী	বিম্বিসার	অশোক
শিশুনাগ	তুলকুচী	অজাতশত্রু	কুনাল
কালাশোক	মহামণ্ডল	দর্শক (হর্ষক)	সম্প্রতি
নবনন্দ	প্রসেনজিৎ	উদয়াশ্ব।	
চন্দ্রগুপ্ত	নন্দ	নন্দিবর্দ্ধন	
বিন্দুসার	বিন্দুসার	মহানন্দী	
অশোক	সুষীম—অশোক—বিগতাশোক	নন্দবংশ	
	কুণাল	মহাপদ্মনন্দ	
	সম্পদী	তাঁহার ৮ পুত্র	
	বৃহস্পতি	মৌর্য্যবংশ	
	বৃষসেন	চন্দ্রগুপ্ত	
	পুষ্যধর্ম্ম	বিন্দুসার	
	পুষ্যামিত্র	অশোক	
		সুযশ	
		দশরথ	

মৌর্য্য নৃপতিগণের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে যোড়শটী প্রধান * রাজ্য ছিল যথা—

১। অঙ্গ।	৫। বৃজি।	৯। কুরু।	১৩। আস্ভকা।
২। মগধ।	৬। মল্ল।	১০। পাঞ্চাল।	১৪। অবন্তী।
৩। কাশী।	৭। চেদী।	১১। মৎস্য।	১৫। গান্ধার।
৪। কোশল।	৮। বংশ।	১২। সুরসেন।	১৬। কাম্বোজ।

এই ষোলটী রাজ্যের নৃপতিবর্গ পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং কখন কখনও বিবাহ প্রদত্ত যৌতুক স্বরূপ ভূসম্পত্তি বা রাজ্য লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিত। এই ষোলটী প্রধান রাজ্য ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং সাধারণতন্ত্র প্রচলিত দেশের সংখ্যাও অনেক ছিল। মগধরাজ লিচ্ছবি বা বৃজিদেরসহ বহুদিনব্যাপী সংগ্রামের পর জয়লাভ করেন। লিচ্ছবির প্রবল শক্তির সহিত, মগধ স্বীয় পরাক্রম সম্মিলিত করিয়া অন্যান্য দেশ জয় করিতে লাগিলেন।

মগধ নৃপতি † মহারাজ ধননন্দের রাজত্বকালে মগধের অসীম প্রতাপ, অসংখ্য সৈন্য এবং অমোঘবীর্য্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মগধের বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে অন্যান্য নরপতিগণ অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত মগধ নৃপতির বিরুদ্ধেনানা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। মহারাজ ধননন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রগুপ্তকে স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

* Buddhist India P. 23. ও অঙ্গুত্তর নিকায়।

† কেহ কেহ বলেন নন্দ-মহাপদ্ম তৎকালে মগধের রাজা ছিলেন।

এই সময়ে দিগ্বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দরসাহ (আলেকজান্দর) বিপুলবাহিনীসহ পঞ্চনদ প্রকম্পিত করিয়া শতদ্রুর সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলেকজান্দর দেখিলেন যে ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান আছে। রাজ্যাধিপতিগণ সকলেই বীর ও মহাপরাক্রমশালী। প্রায় সকলেরই সৈন্যসংখ্যা অধিক। এই নরপতিকুল একত্রে সম্মিলিত হইলে ভারতবিজয় করা অসম্ভব। কিন্তু গ্রীক্ সম্রাট্ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা শক্তির আধার হইয়াও শক্তিহীন, অন্তর্বিদ্রোহে ও ঈর্ষ্যানলে পরস্পর দগ্ধ হইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া আলেকজান্দার একটী একটী করিয়া রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং এক একটীকে পরাজয় করিয়া তথায় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আলেকজান্দরের ভারত আক্রমণ ও জয়লাভ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। গ্রীক্ সম্রাট দেখিলেন মগধ সাম্রাজ্য বিপুলসেনাবাহিনী দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। সম্রাট্ ধননন্দের অধীনে দুই লক্ষ পদাতিক, বিশহাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার সুসজ্জিত রথ, এবং চারিহাজার রণোন্মত্ত হস্তী সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চনদে বীরশ্রেষ্ঠ পুরুর বিক্রম দেখিয়া আলেকজান্দার স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই নন্দবংশের চিরশত্রু নির্ব্বাসিত চন্দ্রগুপ্ত নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আলেকজান্দারের সহিত সম্মিলিত হইলেন। একদিকে পরদেশ বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজান্দার সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যাকুল এবং অন্যদিকে অসাধারণ কূটনীতি বিশারদ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক্‌দিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও

ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত বুদ্ধি কৌশলে আলেকজান্দারের প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া স্বীয় প্রভাব পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌বীর আলেকজান্দার অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্তের হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাঁহাকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্দারের মনোগত ভাব উপলব্ধি করিয়া গ্রীক্ শিবির হইতে পলায়ন করেন। গ্রীক্‌বীর পঞ্চনদের পূর্ব্বসীমা বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত জয় করিয়া * এক বৎসর সাত মাসকাল ভারতে অবস্থানানন্তর মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সঙ্গে মগধ বিজয়ের আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন।

খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বেবিলনে আলেকজান্দরের মৃত্যু হয়। তাঁহার সামন্তগণ তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া সুদূর ভারতের শাসনভার স্থানীয় গ্রীক্ শাসনকর্ত্তাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। আলেকজান্দরের আক্রমণে ভারতের উত্তর পশ্চিম সমুদয় রাজ্য বিধ্বস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত গোপনে গ্রীক্‌শিবির হইতে পলায়নপূর্ব্বক ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে রণশিক্ষা দিতে লাগিলেন। আলেকজান্দরের দেহত্যাগের পর চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগের ভারতীয় রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব রণ কৌশলে গ্রীক্ সামন্তগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত

* হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুপ্রদেশ আগমন করিতে দশ মাস লাগিয়াছিল। পশ্চিম ভারতে উনবিংশ মাস অবস্থান করিয়াছিলেন এবং পঞ্চনদ হইতে সিন্ধুনদীর মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সাত মাস লাগিয়াছিল। মোট সময় তিন বৎসর।

গ্রীক্‌দিগের অধিকৃত সমুদয় রাজ্য জয় করিয়া অবশেষে মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে অসামান্য-তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, রাজনীতি বিশারদ চাণক্য পণ্ডিত নন্দরাজের প্রতি স্বীয় বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া গোপনে চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নন্দবংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য্যরাজ্য স্থাপনের প্রধান অবলম্বন চাণক্য। ইনি বিষ্ণুগুপ্ত ও কৌটিল্য নামেও ইতিহাসে বিদিত। ইতি পূর্ব্বে সেকেন্দরসাহের (আলেকজান্দরের) প্রবল আক্রমণে মগধও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হয়, এবং সেই আক্রমণের ক্ষতি তখনও পূর্ণ হইতে না হইতে চন্দ্রগুপ্তের প্রবল আক্রমণ মগধ সহ্য করিতে পারিল না। সেই যুদ্ধে ধননন্দ নিহত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্য করতলগত করিয়া পাটলিপুত্রে রাজস্থানী স্থাপন পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ বিপুলবাহিনীর সাহায্যে সম্রাট * চন্দ্রগুপ্ত ভারতের অধিকাংশ ভাগেই স্বীয় অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন ও একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করিলেন। এই মহারাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ৩২১ খৃঃ অব্দে তাঁহার বৃহৎ সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বার বিভক্ত হইল। বীরশ্রেষ্ঠ সেলুকাস্ নিকেটার বেবিলনের ক্ষত্রপ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এন্টিগোনাসের দ্বারা পরাজিত হইয়া তিনি মিসরে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনবৎসরের চেষ্টায় সেলুকাস বেবিলন পুনরু-

* Vincent Smith, পৃষ্ঠা ১২।

দ্ধার পূর্ব্বক তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ব্যাক্ট্রিয়া (বাহ্লিকদেশ) আক্রমণ করিয়া তথায় তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিজয়োৎফুল্ল বিপুলবাহিনীসহ সেলুকাস ভারত আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার একান্ত আশা যে তিনি ভারতে গ্রীক্ অধিকৃত প্রদেশ সমূহের পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মহতী সেনাসহ স্বদেশ রক্ষার জন্য গ্রীক বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের বিক্রম সন্দর্শন করিয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষী গ্রীক্‌সেনাপতি সেলুকাস ভারত বিজয় বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সীমান্তদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। এই সন্ধির অপর নাম পরাজয় স্বীকার। সন্ধির বিধানানুসারে সেলুকাসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিবেন ইহাই স্থির হইল। পরোপনিসদাই (Paropanisadai) আরিয়া (Aria) আরাকোসিয়া (Arachosia) অর্থাৎ কাবুল, হিরাট এবং কান্দাহার প্রভৃতি সমুদায় দেশ মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া * গ্রীক্‌গণ স্বীকার করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পাঁচশত হস্তী প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে ভারতে গ্রীক্ আধিপত্য চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। অসাধারণ শক্তি ও অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ভারতে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীর পুরুষই "দেবানাং প্রিয়ঃ" মহারাজ আশোকের পিতামহ।

* Vincent Smith.

ভারতে যে নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার সামাজিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহার আলোচনা করা বোধ হয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চন্দ্রগুপ্তের নামে, দুইটি কাহিনী প্রচলিত আছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

একদা * ঘটনাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত একটী দরিদ্র বিধবার পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; একদিন ঐ স্ত্রীলোকটী তাঁহার বালকের জন্য রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটী বালককে নিকটে বসাইয়া রুটি গরম করিয়া এক একখানি করিয়া আহার করিতে দিতেছিলেন। বালকটী রুটীর ধারগুলি ফেলিয়া কেবল মধ্যভাগ খাইয়াই আর একখানি করিয়া চাহিতেছিল। স্ত্রীলোকটী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ছেলেটীর স্বভাব ঠিক্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণের মত।" বালকটী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা!আমি কি করিয়াছি। চন্দ্রগুপ্তের সহিত আমার তুলনা দিলে কেন? মাতা বলিলেন "বাবা তুমি রুটীর চারিপাশ ফেলিয়া মধ্যভাগ আহার করিতেছ, আর চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট্ হইবার আশায় ভারতের সীমান্ত দেশ হইতে যথাক্রমে দেশ জয় না করিয়া কেব ভারতের মধ্যবর্ত্তী কোন কোন রাজ্য আক্রমণ করিতেছেন। ফলে তাঁহার সৈন্য চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। ইহাই চন্দ্রগুপ্তের নির্ব্বুদ্ধিতা।" চন্দ্রগুপ্ত এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তাঁহার আক্রমণ প্রণালী পরিবর্ত্তন করেন। আরও একটী কাহিনীর

* মহাবংশের টীকায় বর্ণিত আছে, পৃষ্ঠা ১২৩। Colombo Edition,

উল্লেখ আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে নির্ব্বাসনাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত একদিন গভীর বনে ভূমিতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন, এমন সময় এক সিংহ আসিয়া সাদরে তাঁহার গাত্র লেহন করিয়াছিল।

যখন রাজ্য আক্রমণার্থে অনুচরসহ * চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বন হইতে একটী বন্যহস্তী আসিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পৃষ্ঠে লইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই কিংবদন্তী গুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। কোন বিষয়ে কেহ বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হইলে তাঁহার নামে এইরূপই নানা কিংবদন্তী রটিয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্ত যে তৎকালে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এই প্রবাদ গুলির দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

নন্দবংশোচ্ছেদ এবং মগধে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য স্থাপন অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে "মুদ্রা-রাক্ষস" † নামে একখানি ইতিহাস মূলক সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ল্যাসেন অন্যান্য কিংবদন্তীর সহিত এই নাটককে মুখ্য অবলম্বন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে বহুশ্রম করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে যে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত আমরা স্বদেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে পাইয়া থাকি। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ ছয় বৎসরকাল রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের

* Buddhist India, পৃষ্ঠা ২১০।

† বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব ইহার রচয়িতা। জষ্টিস্ টেলাং সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ এই পুস্তকের রচনার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

রাজ্যশাসন প্রণালী যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত,সুগঠিত এবং সুনিয়মাবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিবরণী অধুনা লুপ্ত; তবে অন্যান্য গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার লিখিত বর্ণনা হইতে যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অধুনা এই যুগের প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান।

মেগাস্থিনিস্ * লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর পাটলিপুত্র, ইহা হিরণ্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমতটে অবস্থিত। এই নগর পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ। নগর চতুর্দ্দিকে প্রাকাররক্ষিত ও পরিখা বেষ্টিত। এই পরিখা চারি শত হাত প্রশস্ত এবং ত্রিশ হাত গভীর। প্রাচীরে ৫৭০ চূড়া এবং ৬৪ তোরণ ছিল।

রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন যে রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ পণ্যশালাদি পরিদর্শন কেহ বা সৈন্যবিভাগ তত্ত্বাবধান করিতেন, কেহ নদী খাল প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেন,ভূমির পরিমাণ করিতেন এবং সমস্ত পয়ঃপ্রণালীতে যাহাতে সমভাবে জল সর্ব্বদাই পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন। মৃগয়া বিভাগের পরিদর্শকেরা দোষগুণানুযায়ী পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করিতেন।

রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। তাঁহারা ভূমির অবস্থা এবং কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্ম্মকার, খনিকার প্রভৃতি শিল্পজীবীদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। পথ ঘাট নির্ম্মাণ করিবার জন্যও রাজকর্ম্মচারীদের স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, এবং অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে একটী একটী দূরত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন থাকিত। যে সকল রাজকর্ম্ম-

* Buddhist India. পৃষ্ঠা ২৬২।

চারিগণ নগরের উন্নতি কল্পে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের * ছয়টী বিভাগ ছিল। যথা—

১। শ্রম-শিল্প বিভাগ।—এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

২। বিদেশী আতিথ্য বিভাগ।—কোন বিদেশী আসিলে তাঁহার বাসস্থান ও পরিচর্য্যার জন্য ভৃত্য দেওয়া হইত। এই সকল ভৃত্যেরা বিদেশীয়দিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিত। দেশত্যাগ না করা পর্য্যন্ত রাজভৃত্যবর্গ তাঁহাদের অনুগমন করিত। কোন বিদেশীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার কোন আত্মীয়কে প্রদান করা হইত। রুগ্ন হইলে বিদেশীর সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা ও মৃত্যু হইলে মৃতদেহের সৎকার করা হইত।

৩। জন্ম মৃত্যু বিভাগ।—এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের প্রজা সাধারণের জন্মমৃত্যু তথ্য সংগ্রহ করিতেন।

৪। বাণিজ্য-বিভাগ।—এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ওজন ও দ্রব্যের পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। পণ্যদ্রব্য যথা সময়ে রীতিমত বিজ্ঞাপন সহকারে বিক্রয় হইত। কেহ দ্বিগুণ কর না দিলে একাধিক জাতীয় পণ্যের ব্যবসা করিতে পারিত না।

৫। পণ্য বিভাগ।—যাহা দেশে প্রস্তুত হইত সেই সকল

* চানক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রনামক পুস্তকে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীশুর গভর্মেণ্ট হইতে সম্প্রতি এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী Indian Antiquary নামক পত্রে ইহার ইংরাজি অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পণ্যাদি যাহাতে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়, তাহার চেষ্টা এই বিভাগ হইতে হইত। যাহাতে কেহ নূতন ও পুরাতন দ্রব্য মিশ্রণ করিয়া বিক্রয় না করে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ শাসন করিতেন। সেরূপ কেহ করিলে রাজবিধানে তাহার অর্থদণ্ড হইত।

৬। বাণিজ্য-শুল্ক বিভাগ।—বিক্রীতপণ্যের মূল্যের দশমভাগ রাজকরস্বরূপ গৃহীত হইত। এই কর প্রদানে কেহ প্রতারণা করিলে তাহার মৃত্যু দণ্ডের বিধান ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ শাসনকার্য্য দর্শন করিয়া বিদেশীয়গণ মুগ্ধ হইতেন। সুবৃহৎ-দুর্গ-সংরক্ষিত, প্রাচীর বেষ্টিত, অপূর্ব্বশোভাসম্পন্ন পাটলিপুত্র নগর বিশাল সাম্রাজ্যের উপযুক্ত রাজধানী ছিল। তথায় চারি লক্ষ লোক বাস করিত। ষাটি হাজার সুদক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং আট হাজার হস্তীর ব্যয়ভার মহারাজ স্বয়ং বহন করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ছয় লক্ষ সুনিপুণ সাহসী সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এই বিপুল সেনা সাহায্যে তিনি ভারতের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে পরাজিত করিয়া ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ বিভাগও ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল। ১। রণ-তরি বিভাগ, ২। রসদ বিভাগ।—বলদবাহী যান বা গো-শকট দ্বারা অস্ত্রাদি ও আহার্য্য দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হইত। ৩। পদাতিক। ৪। অশ্বারোহী। ৫। হস্তী। ৬। রথী। এই ষড়ঙ্গ সৈন্য পরিদর্শন করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। যখন দেশে শান্তি বিরাজ করিত তখন অস্ত্রশস্ত্রাদি অস্ত্রাগারে সুসজ্জিত

ভাবে রক্ষিত হইত। অস্ত্রাগারের পার্শ্বে সারি সারি অশ্বশালা ও হস্তিশালা ছিল। অভিযানের সময় পথে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করিতে দিয়া রথ সমূহ বলদের দ্বারা বাহিত হইত।

কোন রথ অশ্বদ্বয় যোজিত, কোনটী চতুরশ্ব যোজিত ছিল। প্রত্যেক রথের জন্য দুইজন যোদ্ধা ও একজন সারথি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। রাজ রথে চারিটী অশ্ব সংযুক্ত হইত। রণরঙ্গমত্তহস্তার পৃষ্ঠে তিনজন যোদ্ধা ও একজন মাহুত অবস্থান করিত। পদাতিক সৈন্য, মনুষ্য সমান দীর্ঘ ধনুক বহন করিত ও ছয় হস্ত পরিমিত তীরফলক তাহারা ব্যবহার করিত। সুদৃঢ় ভল্লে বা বর্ম্মেও ধানুকীর হাত হইতে পরিত্রাণ ছিল না। বাম হস্তে গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত তুণ ব্যবহার করিত। সকলেই তরবার ধারণ করিত। তরবার দৈর্ঘ্যে ত্রিহস্ত পরিমিত ছিল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সময় এই তরবার তাহারা দুইহস্তে চালনা করিত। গ্রামেও আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্য পরিচালনার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজকর্ম্মচারী-দিগের বিভাগ ছিল। মেগাস্থিনিস্ ভারতীয় কৃষির উন্নতি ও ভারত বর্ষের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-হীরকাদি খচিত অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য, সরল আচরণ, সমারোহপূর্ণ ধর্ম্মোৎসব এবং বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এই রাজ্যশাসন প্রণালীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে ভারতে নগরের সংখ্যা অধিক ছিলনা, কিন্তু নগরের পরিবর্ত্তে গ্রামগুলি সমৃদ্ধিশালী ও মনোরম ছিল। শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে গ্রামসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকিত। গ্রামগুলি কতিপয় পল্লীতে বিভক্ত থাকিত। এই সকল পল্লীর নির্ব্বাচিত একজন প্রধান নেতা

থাকিতেন। গ্রামের অবস্থা ও প্রজার দুঃখকাহিনী, অত্যাচার, উৎপীড়নের কথা প্রভৃতি সকল সংবাদই ইনি রাজার বা প্রধান কর্ম্মচারীর কর্ণগোচর করিতেন। রাজা কিম্বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী কেহ গ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিলে—এই নেতাই,পথ পরিষ্কার রাখা, দুর্গমপথ সুগম করা ও তাঁহাদের আহারের সংস্থান প্রভৃতি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতেন। গ্রাম্যসভার অধিবেশন ইঁহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইত। গ্রাম্য অধিবাসিগণ একত্র উপস্থিত হইয়া সভাগৃহ নির্ম্মাণ, পান্থনিবাস স্থাপন, কূপ তড়াগাদি খনন, নিজ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের পথ ঘাট সংস্কার ও সাধারণ উদ্যানাদির তত্ত্বাবধান করিতেন এইরূপ সর্ব্ব সাধারণের হিতকল্পে গ্রাম্য * মহিলাগণ পর্য্যন্ত সহায়তা করিতেন।

গ্রামগুলি সুদৃশ্য ও মনোহর ছিল। বন বা নদীর দ্বারা গ্রাম সমূহের সীমা নির্দ্ধারিত হইত। সংকীর্ণ-পথ-সংযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, তন্মধ্যে লোকের আবাসভূমি, চারিদিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও গ্রাম সংলগ্ন উপবন দর্শনে বাস্তবিকই সকলেরই আনন্দের সঞ্চার হইত। গ্রামের উন্নতি, পয়ঃপ্রণালীর তত্ত্বাবধান, গ্রাম্য-শাসন প্রভৃতি গ্রাম্যসভার দ্বারাই সাধিত হইত। গ্রামের নেতা বা মণ্ডলের অধীনে সকলেই পরিচালিত হইত। সাধারণতন্ত্র প্রচলিত রাজ্য সমূহের আদর্শে এই সকল গ্রাম্যপ্রথা নির্ব্বাহিত হইত।মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই সকল রীতি বা প্রথার পুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধসাহিত্যে গ্রামের বর্ণনা অতি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী দেখিতে পাই।

* Rhys Davids Buddhist India পৃষ্ঠা ৪৯।

অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন ও অসাধারণবীর্য্যশালী সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ভারতে মগধের শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত করিয়াছিলেন। রুদ্রদামনের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি সুদূর গুজরাট্ প্রদেশ জয় করিয়া তথায় একজন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। এখন যাহাকে আফগানিস্থান বলে সেই স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের করতলগত হয়। প্রকৃতিতত্ব বিশারদ গ্রীক্ পণ্ডিত প্লিনি লিখিয়াছেন যে মগধ সাম্রাজ্য তখন সিন্ধুপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আফগানিস্থান হইতে পঞ্চনদের পূর্ব্বসীমা বিপাশা নদীর তীর পর্য্যন্ত বীরশ্রেষ্ঠ সেকেন্দরসাহ তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেলুকাস নিকেটার চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক আরিয়ানির অধিকাংশ ভাগই প্রত্যার্পণ করেন। পশ্চিমে হিন্দুকুশ, আরাকোসিয়া (পশ্চিম আফগানিস্থান) গেড্রোসিয়া (মেক্রান) কাবুল গজনী এবং হিরাট নগর এইরূপে তখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব্বসীমায় সুদূর তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তি তখনকার একটী প্রধান বন্দর। সিংহল পর্য্যটকেরা এই পথ দিয়া ভারতে গমনাগমন করিতেন।

মহীশূর রাজ্যের সিদ্দপুরার তাম্রফলকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত চোল, পাণ্ড্যরাজ্য, সতিয়পুত্র এবং কেরলপ্রদেশ সেই সময়ে স্বাধীনরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। চোল রাজবংশ তখন ত্রিচুনপল্লীর নিকট উরিয়ারে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যদেশের রাজধানী বর্ত্তমান মাদুরায় ছিল এবং পশ্চিমঘাট হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত মালাবার কূল কেরলপ্রদেশ

নামে অভিহিত হইত। উল্লিখিত চারিটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মগধ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। একদিকে পূর্ব্বকূলস্থিত বর্ত্তমান পঁদিচারীও অপর দিকে আধুনিক কানানোর নগরের অন্তর্ভূত সমস্ত-প্রদেশ মগধসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমারূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দুকুশ হইতে হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিস্তৃত ভূভাগ মগধের প্রাধান্য স্বীকার করিত।

মগধ সাম্রাজ্য চারিটী প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলা উজ্জয়িনী, তোষালী এবং সুবর্ণগিরি। * তক্ষশিলা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে গান্ধাররাজ পুষ্কসতি মগধরাজ বিম্বিসারের নিকট একজন দূত ও পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালেও মগধের প্রভাব বহু বিস্তৃত ছিল। পাঞ্জাবের অন্তর্গত সুদূর রাউলপিণ্ডি প্রদেশে প্রাচীন তক্ষশিলার স্থান বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করেন। তক্ষশিলা অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। ইহা এক সময় ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। মৌর্য্য রাজাদের সময় এখানে একজন শাসন কর্ত্তা থাকিতেন, তিনি সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশ শাসন করিতেন। উজ্জয়িনী নগরী অবন্তী রাজ্যের রাজধানী ছিল, মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে এইস্থান হইতেই পশ্চিমভারত শাসিত হইত।

সুবর্ণগিরি কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। খান্দেশ জেলার সোণগিরিকে কেহ কেহ প্রাচীন সুবর্ণগিরি বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বরদা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী সোণ-

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

গড়কে উক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলে মহীশুর প্রদেশস্থ চিত্রলগড় জেলায় প্রাচীন সুবর্ণগিরির স্থান বলিয়া আমরা অনুমান করি। তোষালী হইতে কলিঙ্গ প্রদেশ শাসিত হইত। মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কলিঙ্গদেশ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিলেও প্রকৃত বশ্যতা স্বীকার করে নাই। এই চারিটী প্রদেশে রাজপুত্রগণ বা রাজার নিকট আত্মীয়বর্গ রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইতেন। রাজসভায় প্রজাসাধারণের দ্বার অবারিত ছিল। যে কোন সময়ে যে কোন প্রজা তাহার দুঃখকাহিনী রাজসমীপে অনায়াসে নিবেদন করিতে পারিত। রাজকর্ম্মচারিগণ কিরূপে প্রজা শাসন করিতেন এবং রাজ আজ্ঞা কিরূপ ভাবে পালন করিতেন, তাহা গুপ্তচরের প্রমুখাৎ রাজার কর্ণ-গোচর হইত। রাজ্যে কোন নূতন ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ দূত আসিয়া সংবাদ প্রদান করিত। রাজ্যমধ্যে নানাবিধ ষড়যন্ত্র বিদ্যমান ছিল, তজ্জন্য চন্দ্রগুপ্ত সকলকেই সন্দেহের * চক্ষে দেখিতেন। কিংবদন্তী আছে যে, তিনি দিবসে নিদ্রা যাইতেন না এবং রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরে শয়ন মন্দির পরিবর্ত্তন করিতেন। মৌর্য্য নরপতিগণ এমন কি মহারাজ অশোক পর্য্যন্ত এই নিয়ম অনুসরণ করিতেন। রাজ্যমধ্যে যে প্রকার গোলযোগ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহার এরূপ সাবধানতা নিন্দার্হ নহে।

* Vincent Smith's Asoka. পৃষ্ঠা ৭৬

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তদনুষঙ্গী শিল্পের ও বণিজ্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৈদিক যুগের পর তখন শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে। আর্য্যগণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যপদেশে এবং মানবের প্রাত্যহিক অভাব মোচন প্রবৃত্তি হইতে পরস্পরাপেক্ষী, বিবিধ শিল্পী ও শ্রমজীবিগণ সেই উন্নতিশীল সমাজের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সুদূর অতীত কালে, কি প্রণালীতে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ উন্নতির স্তরে স্তরে উঠিতেছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদবেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে যেরূপ সামাজিক অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই যথাসম্ভব বৃত্তান্ত অনুমান করিয়া লইতে হয়। আর্য্যগণের দৃষ্টি ক্ষণভঙ্গুর, শোক দুঃখপূর্ণ এই সংসারের বহু উর্দ্ধে, সেই জরামরণাতীত অমৃতলোকের প্রতিই সর্ব্বদা নিবদ্ধ ছিল। হিন্দুশাস্ত্র ও জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধপালি গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতে তৎকালে শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রসারিত হইয়াছিল। সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী ও শ্রমজীবী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে একজন করিয়া দলপতি বা নায়ক থাকিত। বিবিধ শকট, স্থলযান ও অর্ণবযান প্রভৃতির নির্ম্মাণ বিশারদ সূত্রধর, কার্য্যোপযোগী অসংখ্য সুদৃঢ় লৌহখণ্ড ও অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে সূচী প্রভৃতি সূক্ষ্মতম যন্ত্র সমূহের নির্ম্মাণ-পটু বিবিধ কর্ম্মকার, স্বর্ণ ও রৌপ্য হইতে

বিবিধ মনোহর দ্রব্য ও অলঙ্কার নিবহের গঠন পারদর্শী স্বর্ণকার, প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহাদির গঠনবিদ্ স্থপতিশ্রেণী, স্বদেশে ব্যবহৃত ও বিদেশে প্রেরিত নানাবিধ কার্পাস ও রেশম জাত স্থূল সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ ও বিচিত্র আসন প্রভৃতির বয়নপটু তন্তুবায় শ্রেণী, বিবিধ মুল্যবান পাদুকা ও সূক্ষ্ম সূচী ও জরীর কার্য্যবিশিষ্ট চর্ম্ম দ্রব্য প্রভৃতির নির্ম্মাতা চর্ম্মকার, অনেক শ্রেণীর কুম্ভকার, হস্তিদন্ত হইতে সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী বিবিধ দ্রব্যাদি ও মনোহর কারুকার্য্যখচিত অলঙ্কারনির্ম্মাতা, সর্ব্বপ্রকার রত্ন ব্যবসায়ী, ধীবর ও মৎস্য ব্যবসায়ী, মাংসব্যবসায়ী, মৃগয়াজীবী ব্যাধ, সূপকার, মোদক, ক্ষৌরকার, বেশকার, মাল্যকার, পুষ্পবিক্রেতা, সুগন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, সমুদ্রগামী নাবিকশ্রেণী, বিবিধ আসন ও পেটিকা ব্যবসায়ী, বিবিধ প্রকারের চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পী ও শ্রমজীবী শ্রেণী সামাজিক অভাব দূরীকরণ ও সুখবর্দ্ধনের জন্য আবির্ভূত হইয়া গ্রাম, নগর ও জনপদ সমূহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত নৃপতি ও সামন্ত রাজন্যবর্গের আনুকুল্যে আরও অনেক শ্রেণীর শিল্পী ও শ্রমজীবী পরিপুষ্ট হইত। হস্তিচালক অশ্বারোহী, সারথি, ধানুকী, নববিধপদাতিক-সৈন্য, ক্রীতদাস, স্নানাগার-ভৃত্য, রজক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, লেখক, আয় ব্যয় পরিদর্শক, গায়ক, নর্ত্তক, প্রভৃতি অনেক শ্রণীর লোকই রাজ অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইত।

এই সকল বিভিন্ন শিল্পী ও শ্রমজীবিগণ ক্রমে এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ বা জাতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণী এক এক জন নায়কের দ্বারা চালিত হইত। প্রত্যেক শ্রেণীর বিবাদ আপন নিজ নিজ দলপতিকর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। সমস্ত শ্রেণী বা

জাতির উপরে একজন 'মহামেত্তা' বা Lord High Treasurer সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সমস্ত শ্রেণীর উপরেই তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল। এইরূপে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী সম্মিলিত হইয়া এক বিরাট সাধারণতন্ত্র সংগঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যবহুল ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই সমস্ত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী ব্যতীত অনেক ব্যবসায়ী ও শ্রেষ্টিসম্প্রদায়ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন। সকল প্রকার শ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্যরাশি রাজ্যের সর্ব্বত্র স্থলপথে ও জলপথে বিবিধ শকট ও নৌকার সাহায্যে বিস্তারিত হইত এবং বৃহৎ অর্ণবগামিপোত-সমূহের সহায়তায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ও সমুদ্রের পরপারে সুদূর বিদেশেও ঐসকল দ্রব্য প্রেরিত হইত। * খৃষ্টাব্দের তিনশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বারাণসী হইতে ভাগীরথীর উপর দিয়া, বিবিধদ্রব্যসম্ভারপূর্ণ অর্ণবপোত সকল সাগরসঙ্গমে উপনীত হইত এবং তথা হইতে ভারতসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে গমন করিত, ভারুচ্চা (Baroch) হইতে কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া সিংহল প্রভৃতি দ্বীপেও ঐ অর্ণবপোত সকল অবলীলায় যাতায়াত করিত এবং সেই প্রাচীন অতীতকালে, সমুদ্রপথ দিয়া † বাবিলন্ Babylon রাজ্যের সহিতও বাণিজ্যের আদান প্রদান চলিত, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি

* Rhys Davids Buddhist India. J. R. A. S. ১৯০১, পৃষ্ঠা ৮৭১।

† জাতক উপাখ্যান।

মিলিন্দপ্রশ্ন নামক বৌদ্ধ পুস্তকে চীন রাজ্যের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়।

বলদবাহী দ্বিচক্র শকটে নানাবিধ দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া বণিকদল এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাতায়াত করিত। রাস্তার সংখ্যা অতি অল্প ছিল, নদী বক্ষে কোনরূপ সেতুর বন্দোবস্ত ছিল না। গ্রাম্য পথ ও বন্য পথ দিয়া শকট শ্রেণী ধীর-গতিতে গমন করিত ও পথি-মধ্যে নগরাদি পাইলে তথায় সকলে বিশ্রাম করিত।

রাজ্যের অন্তর্জাত পণ্যদ্রব্যাদির উপর শুল্ক ও চুঙ্গি মাশুল নির্দ্ধারিত ছিল। দস্যু ও তস্করাদি হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণ জন্য প্রহরী ও শান্তিরক্ষকের সুচারু ব্যবস্থা ছিল। স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। * "কাহাপণ" নামক একপ্রকার চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। ওজনে ইহার ১৪৬ গ্রেণ এবং একশিলিংএর অনুরূপ মূল্য ছিল। ভিন্ন ভিন্ন কাহাপণে ব্যবসায়ী ও মহাজনের নিজ নিজ নাম বা চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য একজন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত। তাঁহাকে "মূল্য নিয়ামক" বলা হইত। বণিক-গণের মধ্যে হুণ্ডির আদান প্রদান চলিত। আধুনিক হ্যাণ্ডনোটের অনুরূপ পরিশোধ-প্রতিজ্ঞা-পত্রেরও প্রচলন ছিল। ঋণ ও কুশীদের আদান প্রদানের যথেষ্ঠ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তক্ষশিলা, শ্রাবস্তী, বারাণসী, রাজগৃহ, বৈশালী ও কোশাম্বী প্রভৃতি নগরে ও অন্যান্য জনপদে অনেক ধনাঢ্য

---

* J, R, A S. ১৯০১, পৃষ্ঠা ৮৭৪।

শ্রেষ্ঠিগণ বাস করিতেন। তাঁহারাই অনেকটা ব্যাঙ্কের অভাব পূরণ করিতেন। আধুনিক ভূস্বামী বা জমীদার শ্রেণী তখন অজ্ঞাত ছিল। শ্রীসম্পন্ন কৃষিজীবী ও নিপুণ শিল্পী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়েই সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজবর্ত্মের উপর দিয়া বাণিজ্য বিস্তৃত হইত। চম্পা হইতে কোশাম্বী, বিদেহ হইতে গান্ধার, শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত প্রসারিত বিস্তৃত রাজপথ সকল বিদ্যমান ছিল।

কালচক্রের আবর্ত্তনে, ক্রমোন্মীলিত জ্ঞান-প্রভাবে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতেও তখন নূতন নূতন ভাবের প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াযুগ তখন অস্তমিতপ্রায়। দেবতাগণের সন্তোষ বিধানার্থ স্বর্গলোককামী যজমান আর পূর্ব্বের ন্যায় পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া বলিপ্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণা দিবার জন্য তত ব্যগ্র হইত না। চিত্তের স্বাধীন ও উদার বৃত্তি পুরোহিত-প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য ক্রমে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। কর্ম্মকাণ্ডের আবরণের মধ্যে যে অনাদি, অক্ষর ও চৈতন্যময় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে তাহাই প্রদীপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। আর্য্য ঋষি বহুর মধ্যে সেই এক ও পুরাতন, অদ্বিতীয় পুরুষের সন্ধান পাইলেন। সান্তের মধ্যে অনন্তকে দেখিলেন। সকল দেবতার মধ্যে এক বিরাট ভূমা দেবতারই বিকাশ দেখিতে পাইলেন। বহির্মুখী দৃষ্টি ক্রমে অন্তর্মুখী হইতে লাগিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ তত্ত্ব ও ভাবুকগণের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইল। ত্যাগের ভাবে দার্শনিক ঋষির সত্ত্বপ্রবণ হৃদয় অনুপ্রাণিত হইল। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা, যাঁহার দীপ্তিতে সমগ্র চরাচর দীপ্তি-

মান্, সামান্য যজ্ঞাগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? এই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া পুরোহিতের একচ্ছত্রী প্রভাব নির্বীর্য্য ও বিলুপ্তপ্রায় হইতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রিয় দমন নিরত, ভিক্ষামাত্রসম্বল তপস্বীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভই উচ্চতম লক্ষ্য হইল। জাতীয় জীবনে এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উন্মেষণার প্রভাব দর্শনে সমাজের শীর্ষে অধিরূঢ় পুরোহিতকুল ভীত হইয়া আরও অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত স্বীয় প্রাধান্য রক্ষার নিদান-স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য রক্ষার জন্য ব্যতিবস্ত হইয়া পড়িলেন, এই সময়েই তপস্যা ও উপাসনার দিকে লোকের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং স্বাধীন চিন্তা হইতে যাহাতে জন সমাজ বিরত হয়, তাহার জন্য তাঁহারা নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা কিছুদিনের জন্য ফলবতী হইল, ক্রমে কালবশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভরূপ চরম আদর্শের প্রতি লোকের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া, তৎপ্রাপ্তির উপায় বা সাধনস্বরূপ ভিক্ষাবৃত্তি, শরীর নির্য্যাতন ও বহুবিধ কৃচ্ছ্র সাধনকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। এইরূপে সত্যতত্ত্ব পুনরায় আবৃত হইয়া পড়িল। উন্নতির পথ আবার অবরুদ্ধ হইল। এই ভাবে পুরোহিতদলও নষ্ট গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরণাগত হইলে, লোকের শোক দুঃখের অবসান হইবে, এই আশায় নূতন আকারে পূজা যজ্ঞ ও বলি দেবতাদের সমক্ষে পুনরায় প্রদত্ত হইতে লাগিল।

আবার নিরন্তর উত্থিত যজ্ঞধূমে দেশ তখন আবৃত হইতে আরম্ভ করিল। বিষয়মুগ্ধ পাণ্ডিত্যাভিমানীর নিষ্ফল কূট তর্কজালে প্রকৃততত্ত্ব অধিকতর দুর্ব্বোধ্য—সন্দেহ তিমির গভীর হইতে গভীরতর হইতে

লাগিল। দ্বৈতাদ্বৈতের স্বকপোলকল্পিত অনুমানমূলক শাস্ত্র ব্যাখ্যানের তুমুল কোলাহলে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। এই অস্বাভাবিক আবর্ত্তনে ধর্ম্মজগতে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল। কর্ম্মকাণ্ডভারক্লিষ্ট-ভারত আকুলহৃদয়ে আত্মোদ্ধারের জন্য ভগবানের অবতার কামনা করিতে লাগিল, অতি বহুল জ্ঞানহীন কর্ম্মকাণ্ড-পীড়িত লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের কাতর-কণ্ঠের করুণ-ক্রন্দন-ধ্বনি করুণাময় ভগবানের কর্ণে শ্রুত হইল, ভারতের ভাগ্যাকাশ আবার মেঘমুক্ত হইল। শুভমুহূর্ত্তে রাজা শুদ্ধোদনের ঐশ্বর্য্যবিলাস-পূর্ণ আগারে ত্রিলোকপাবনী সর্ব্বলোক হিতৈষিণী এক মহাশক্তি সিদ্ধার্থরূপে জগতে আবির্ভূত হইল। ভারতের —শুধু ভারতের কেন সমস্ত জগতের সেই এক মহাস্মরণীয় দিন। সেই লোকললামভূত মহাপুরুষের আবির্ভাবে বসুন্ধরা ধন্য হইল। মায়ামুগ্ধ রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সংসারের বিবিধ প্রলোভনে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই স্বতঃসিদ্ধ বৈরাগ্যবান্ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে কে বাঁধিতে পারে? আধিব্যাধিপ্রপীড়িত, জরামরণশীল মানবমণ্ডলীর ভুবনব্যাপী তীব্র বিষাদ সঙ্গীতের অশরীরী সুর মধ্যে মধ্যে তাঁহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া সুপ্তাহত কেশরীর ন্যায় তাঁহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। বিশ্বব্যাপী দুঃখ-তিমিরের ঘনকৃষ্ণ ছায়া তাঁহার চিত্তাকাশে পতিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিল। সিদ্ধার্থের আত্ম-চৈতন্য ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন মায়াবিজৃম্ভিত সংসারসাগরে জীবকুল নিরন্তর ভাসিতেছে। এই সংসার প্রবাহের বারির ন্যায় নিয়ত গতিশীল ও জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সুখদুঃখের ভীষণ চক্রের আবর্ত্তনে জীবকুল নিষ্পেষিত

হইতেছে। দুঃখের করাল কবল হইতে, জ্ঞানহীন, কামনার ক্রীড়নক অসহায় মানবের মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিতে তিনি তখন কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অৰ্দ্ধযুগব্যাপী অবিচলিত সাধনার পর তাঁহার সমস্ত কামনা প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পূর্ণ শান্ত ও উপরত হইয়া, তিনি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, অবস্থান পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষতলে নির্ব্বাণ বা বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে সেই মহারত্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ জ্বলন্ত-পাবকোপম মহাগুরুর চরণে লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিভরে প্রণত হইল। দলে দলে ভিক্ষুগণ তাঁহার শ্রীমুখকীর্ত্তিতপবিত্রধর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে সর্ব্ব সাধারণে বিলাইতে লাগিলেন। উচ্চ নীচ ভেদ তিরোহিত হইল—প্রেমের প্রবল বন্যায় সমস্তদেশ প্লাবিত হইল। প্রচলিত শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ড-বহুল ধর্ম্ম এই উদীয়মান নবধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় মলিন হইয়া গেল। জনসাধারণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বুদ্ধদেবের সেই উদার, উন্মুক্ত জ্ঞানময় ধর্ম্মরাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। ধীরে ধীরে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই ত্যাগ ও নিষ্কামকর্ম্মমূলক পবিত্র ধর্ম্ম পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ইহাই হইল সেই বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধযুগ। এই যুগেই ভারত উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে এই প্রকার ধর্ম্মমতই ভারতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

কুশী নগরে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর মগধের অন্তর্গত বিঠোরি

পর্ব্বতের সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে বিস্তৃত সভাগৃহে রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয়। এই মহাসভায় বুদ্ধদেব প্রদর্শিত অমূল্য উপদেশরাজি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই লোকহিতকর উপদেশ সকল একশত বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারিত হইয়া এক প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গ উত্থিত করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে কালবশে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের শত বৎসর পরে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মতের প্রচার ও তন্নিবন্ধন নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও পরস্পরের মধ্যে কলহ, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। উহা নিবারণার্থে পূতচরিত্র সংসারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় স্থবির রেবতা, বৈশালীর মহাবন বিহারে সমগ্র ভিক্ষু-সংঘকে সম্মিলিত করিয়া দ্বিতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন। সেই মহাসভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দশবিধ * নিষিদ্ধ বস্তু সম্বন্ধে নিয়ম গঠিত হয়। এইরূপে পুনরায় ধীরে ধীরে গৌতমের প্রদর্শিত নীতি ও ধর্ম্ম বিশুদ্ধাকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে বিদেশে বিঘোষিত হইতে লাগিল। এই মহান্ ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোক। এই নব ধর্ম্মের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি তাঁহারই দ্বারা সাধিত হয়। অশোকের বিচিত্র চরিত্র, তাঁহার অপূর্ব্ব-কীর্ত্তিকাহিনী রহস্যময় অতীতের যবনিকান্তরালে আবৃত ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ নিচয়ে অশোকের অতি সামান্য মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তরক্ষোদিত লেখরাজি আজ দুই হাজার বৎসরের অতীত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতেছে। ভারতবাসী কেহই সে নীরব ইতিহাসের প্রতি আদৌ দৃষ্টি

* ভিক্ষুবর্গের আচারবহির্ভূত দশটী নিয়ম। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃতবিবরণ আছে।

করেন নাই। যে অশোক ভারতের সম্রাট্‌কুলের গৌরব, যাঁহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী অতুলনীয়, যাঁহার দয়া, যাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজ্যোতিঃ লক্ষ লক্ষ লোককে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছে, সেই দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী অশোকের কাহিনী ভারতবাসীর অজ্ঞাত ছিল। সরস্বতীর বরপুত্র ব্যাস বা বাল্মীকির বীণাঝঙ্কারে অশোক-চরিত প্রচারিত হয় নাই। অশোকের আদর্শজীবন ভারতের জন-সমাজ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয় নাই। যিনি রাজ্যে জীবহিংসাণি বারণ করিয়া অহিংসাপ্রধান-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, লোক কল্যাণার্থে যিনি সসাগরা পৃথিবীর পতি হইয়াও উদাসীনের ন্যায় ছিলেন, ন্যায় ধর্ম্ম সত্য ও দয়ার যিনি বিগ্রহ-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার জীবন-গীতি ভারতীয় কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নাই। ভারতবাসী তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরাজের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ভারতের প্রতি ধাবিত হইল। তাই আজ আমরা মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের স্বদেশবাসী বলিয়া গৌরবান্বিত হইতে সমর্থ হইতেছি।

ইংরাজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতকুলের প্রযত্নে নেপালে রক্ষিত অশোকাবদানের প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছিল। সিংহলে পালি ভাষায় দ্বীপবংশে অশোকের কীর্ত্তিরাজি কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিনয়ের ভাষ্যে বুদ্ধঘোষ অশোক চরিত্রের আলোচনা; করিয়া গিয়াছেন। সিংহলের মহাবংশেও অনেক ঐতিহাসিক উপাদান রহিয়াছে। এই সকল বিষয় এতদিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিল। একমাত্র ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় জনসমাজে তাহা প্রচারিত ও আদৃত হইয়াছে। জানি না কি শুভক্ষণে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন জেম্‌স্

প্রিন্সেপ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারকল্পে এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে এক্ষণে অশোকের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। জর্জ্জ টার্ণারের সাহায্যে তিনি তাম্রফলক, মুদ্রা ও ক্ষোদিতলিপির পাঠোদ্ধার করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শী ও অশোক যে এক অভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, ইহা জগৎ সমক্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস নূতন আলোকে দীপ্ত হইল। ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইল। ভারতবাসি! আজ তোমার সেই ঐতিহাসিক মহারত্ন গ্রহণ কর। নরকুলশ্রেষ্ঠ অশোক প্রাচীন ভারতের গৌরব ও দীপ্তসূর্য্য-স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। এই অশোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতবাসীর পূজা চিরদিন গ্রহণ করিতেছেন।

আমরা সেই সৌম্যসুন্দর আদর্শ ছবির প্রত্যক্ষভাবে পূজা করি নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে সেই গুণময়ী প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া আসি-তেছি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন ভারতের ঐতিহাসিক যুগের একচ্ছত্র সম্রাট কে ও তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তরে আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিব, ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোক, ভারতের রাজনীতি তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী, তাঁহার ইতিহাস তাঁহারই ক্ষোদিত প্রস্তরলিপি।

যখন "নীলসিন্ধুবিধৌতা, অনিলবিকম্পিতা,শ্যামলাঞ্চলা" ভারতভূমির কথা আমাদের মনে হয়, যখন স্বর্ণকিরীটমণ্ডিত শুভ্র-হিমাচলের প্রশান্ত চির সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অভিভূত করে, যখন সামগান-

মুখরিত পুণ্য তপোবনের বীণাঝঙ্কারে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, ভীষ্ম প্রভৃতির অলৌকিক পবিত্র জীবনগাথা গীত হয়, তখনই দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথীর পুণ্যতটে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত উচ্চ স্তম্ভ চূড়া-সমাকীর্ণ, প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল পাটলিপুত্র নগরের স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট রাজর্ষি অশোকের মহোজ্জ্বল মূর্ত্তিও আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। তখন আমরা মানসনেত্রে সেই রাজর্ষি ভারত সম্রাটের অলৌকিক শাসনপ্রণালী, অসাধারণ আত্মত্যাগ, অত্যুদার লোক-হিতকরব্রত আর সেই ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ধর্ম্মমহাসাম্রাজ্যের অপার্থিব অনুভব দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকি, এবং সেই মহাপুরুষের কীর্ত্তিপূত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সেই মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের বিচিত্র চরিত্র আলোচনা করিব।

প্রিয়দর্শী।

প্রথম অধ্যায়।

মৌর্য্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে * ময়ূরাঙ্কিত সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবিধকারুকার্য্যখচিত বিশাল রাজপ্রাসাদ দর্শক-বৃন্দের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিত। ভাগীরথী ও শোণবারিবিধৌত, পঞ্চশত-সপ্ততি চূড়া-সমন্বিত ও চতুঃষষ্টি তোরণবিশিষ্ট তাঁহার রাজধানী বিদেশী পর্য্যাটকদিগের নয়নাভিরাম ছিল। শিল্পনৈপুণ্যগর্ব্বিত গ্রীক্-জাতিও পাটলিপুত্রের সৌন্দর্য্য শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। সুবিশাল প্রস্তরময় হর্ম্ম্যরাজি বিচিত্রচিত্রবিশিষ্ট সুন্দর স্তম্ভাবলী ও সুবিস্তৃত রাজপথ সমূহের তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পুরাণে পাটলিপুত্র নগরের অপর নাম কুসুম পুর বা পুষ্পপুর। নগরোপান্তে চারিদিকে উপবন সমূহ নিত্য প্রস্ফুটিত নানা জাতীয় কুসুমের দ্বারা সুশোভিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীন কবিগণ কর্তৃক উক্ত নগর কুসুমপুর বা পুষ্পপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিলে

* Rhys Davids' Buddhist India পৃষ্ঠা ৩০২

বিন্দুসার * অমিত্রঘাত খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে পাটলিপুত্রের গৌরবময় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা বিন্দুসার পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রাজপুরীতে ষাট হাজার পবিত্রস্বভাব স্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের নিত্য পরিচর্য্যা হইত। প্রত্যহ সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত বেদধ্বনি রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিত। বেদপারগ ক্রিয়াশীল দ্বিজগণের অমৃতনিষিক্ত স্তোত্রগীতি বিলাসসৌন্দর্য্যময়ী রাজপুরীকে দেবমন্দিরে পরিণত করিত। সম্রাট্ বিন্দুসারের এই ধর্ম্মানুরাগে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় প্রকৃতিবর্গ পরমসুখে কালাতিপাত করিত। রাজকার্য্য পরিচালনায় বিন্দুসার তাঁহার পিতারই ন্যায় প্রতিভাশালী ছিলেন, এতদ্দেশ প্রচলিত উপাখ্যানাদি ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতেই এরূপ অনুমিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতের রাজনৈতিক গগন মেঘমুক্ত ছিল, তখন সেকেন্দর সাহ বা সেলুকাসের ন্যায় কোনও মহাবীর ভারত সাম্রাজ্যের দিকে লোলুপদৃষ্টি করেন নাই। তখন চারিদিকে শান্তি বিরাজিত ছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত সুদৃঢ়ভিত্তিতে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচশত অমাত্য লইয়া তিনি একটী মহতী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সভার প্রধান অমাত্য রাজকার্য্যে প্রচুর ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে মন্ত্রিসভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিত। প্রচলিত প্রথানুসারে বিন্দুসারের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। এই মহিষীবৃন্দের মধ্যে অশোকের মাতার ইতিহাস

* বিষ্ণুপুরাণ, জৈন পরিশিষ্টপর্ব্বন ও মহাবংশ।

একটু অন্যরূপ। মূল কাহিনী ঐতিহাসিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা সিংহলদেশীয় এবং ভারতে প্রচলিত অশোক কাহিনী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

সিংহলদেশীয় কাহিনী। *

অজাতশত্রু (১) হইতে নাগদাসক পর্য্যন্ত নৃপতিগণ মগধে রাজত্ব করিবার পর সেই বংশের বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী শিশুনাগ প্রকৃতিবর্গের অনুরোধে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আঠার বৎসর কাল রাজত্ব করেন ও পরে তৎপুত্র কালাশোক বিংশবৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (২) মগধরাজ কালাশোকের দশপুত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ বাইশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন। অবশেষে নন্দবংশীয় নয়জন নরপতি বাইশ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চাণক্যনামক জনৈক ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। নন্দবংশের প্রতি ইঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। প্রবাদ আছে চাণক্য মগধরাজ ধননন্দকে চক্রান্তবলে নিহত করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে স্থাপিত করেন।

সম্রাট্ (৩) চন্দ্রগুপ্ত মহাগৌরবে ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তৎপুত্র বিন্দুসার অষ্টাবিংশ বৎসরকাল মগধের সম্রাট্ ছিলেন।

* মহাবংশে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

(১) মহাবংশ, চতুর্থ অধ্যায়। (২) মহাবংশ, পঞ্চম অধ্যায়।

(৩) প্রকৃত রাজত্বকাল ২৪ বৎসর।

বিন্দুসারের ষোড়শ রাণীর গর্ভে অশোককে লইয়া এক শত একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ সুমন্, কনিষ্ঠ তিষ্য। কুমার অশোক বিন্দুসারের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইলে নরপতি সঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত হইলেন। অশোক এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে আগমন করেন। বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে, অশোক রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় যুবরাজ সুমন ও অপর নবনবতি ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিলেন। কেবল মাত্র কনিষ্ঠ সহোদর তিষ্যকে নিহত করেন নাই। এইরূপে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া অশোক মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার নিমিত্ত সর্ব্বত্র "চণ্ডাশোক" নামে অভিহিত হইতেন।

যুবরাজ সুমনের হত্যাকালে তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। রাজপুরীতে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। প্রাণভয়ে গর্ভস্থিত সন্তান রক্ষার নিমিত্ত তিনি গোপনে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া রাজধানীর সমীপবর্ত্তী একটী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্য মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চণ্ডালদিগের বসতি ছিল। অনাথা আশ্রয়হীনা যুবরাজ পত্নী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেন। ক্রমে অসূর্য্যম্পশ্যা যুবরাজপত্নী চণ্ডালনায়কের দৃষ্টিগোচরে পতিত হইলেন। চণ্ডালনায়ক তাঁহার পরিচয় পাইয়া মহাসমাদরে তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই বিপন্ন অবস্থায় তিনি একটী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন

সুকুমার প্রসব করেন। চণ্ডালরাজ দয়ার্দ্র চিত্তে সযত্নে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। চণ্ডালদিগের আদরে ও যত্নে জাতশিশু দিন দিন ষোলকলায় পূর্ণ শশীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া অনুপম লাবণ্য মাধুরীতে সেই বনভূমি উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। চণ্ডালবালকগণ তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী হইল। এই বালককে সকলেই আদর করিয়া নিগ্রোধ* বলিয়া ডাকিত। কালক্রমে জনৈক বৌদ্ধস্থবির মহাবরুণ, শিশুকে পবিত্রলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে এই বালক সাতবৎসর বয়সেই তৎকর্ত্তৃক ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একদিন নিগ্রোধ পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ সম্মুখস্থ রাজপথ অতিক্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় সম্রাট্ অশোক তাঁহাকে বাতায়ন হইতে নিরীক্ষণ করিলেন। বালকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত ও লাবণ্যমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া সম্রাট্ মুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বালক ভিক্ষুকে আহ্বান করাইলেন। রাজসভায় বালক ধীরে ধীরে সম্রাট্-সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা সেই ধীর ও নম্রপ্রকৃতি বালককে ইচ্ছানুরূপ আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। নিগ্রোধ রাজসভায়, ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর উপযোগী কোন আসন দেখিতে না পাইয়া রাজসিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সম্রাট্ অশোক স্নেহপরবশ হইয়া বালককে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ও তাঁহাকে সম্যক্ সম্বর্দ্ধনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। নিগ্রোধ সুমধুর কণ্ঠে—

* অনেকস্থলে ন্যাগ্রোধ নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

* "অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা॥
এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা॥
তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা
ফুসন্তি ধীরা নির্ব্বাণং যোগক্খেমং অনুত্তরং।"

অপ্রমাদ অমৃতের পথ স্বরূপ। প্রমাদ মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। অপ্রমত্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে তৎপর) ব্যক্তিগণ কখনও মরেন না। আর প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃতস্বরূপ। এই সত্য যাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা আর্য্যগণের (নির্ব্বাণমার্গাবলম্বীর) জ্ঞানে বিহার করেন, ধ্যাননিষ্ঠ সততচেষ্টাযুক্ত এবং নিত্য-দৃঢ়পরাক্রম সেই সকল বীরপুরুষগণ পরা শান্তিস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন।"

বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে এবম্প্রকার সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা করিলেন। বালকের অমৃতকল্প ভাষায় সেই অমূল্য উপদেশ-রাজি অশোকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত সম্রাটের বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। পরদিন নিগ্রোধ বত্রিশ জন ভিক্ষুসহ রাজপ্রাসাদে আগমন করিলেন। তথাগতের জীবনের ও চরিত্রের পবিত্র তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী বিমোহিত হইলেন। এইরূপে অশোক বুদ্ধদেব প্রদর্শিত

* ধর্ম্মপদ অপ্রমাদ বগ্।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ * ও চারি আষ্য সত্যের † মহিমা অবগত হইয়া আগ্রহের সহিত সেই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার চারিবৎসর পরে সম্রাট অশোকের ধর্ম্মজীবনে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তাহার ফলে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ গৌরবমণ্ডিত ও মহিমোজ্জ্বল হয়। সম্রাট্ অশোকের ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনে সমগ্র ভারতে এক নব প্রাণের সঞ্চার হইল। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ প্রদর্শিত মহাসত্যে অশোকের দৃঢ় নিষ্ঠায় ও ভক্তিতে বৌদ্ধজগতে এক নূতন ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইল। শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। শুভদিনে তিনি এই মহান্ পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরেই তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে তিনি যুবরাজ পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিষেকের চারি বৎসর পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্নিমিত্র ও পৌত্র সুমন এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা লক্ষ লক্ষ নরনারী-কণ্ঠে উত্থিত হইল। কাষায়বাসপরিহিত, মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ দ্বারা সমগ্র প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইল।

যে বাটিহাজার ব্রাহ্মণ রাজা বিন্দুসারের রাজত্ব কাল হইতে রাজানুগ্রহে ও রাজসেবায় প্রতিপালিত হইতেছিলেন, যাঁহারা এতদিন রাজবংশের মঙ্গলার্থে দেবারাধনা করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহারা বেদগানে

* সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সমাধি।

† দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায়।

রাজপুরী মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। নূতন আলোকে সম্রাটের হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। নির্ব্বাণের মহিমা তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। অশোক দিন দিন এই সত্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠি সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু নির্ব্বাণ গাথা গানে রাজপ্রাসাদ আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ষষ্টিসহস্র ভিক্ষুর সেবার জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত হইল। প্রবাদ এই যে, প্রত্যহ কোষাগার হইতে চারি লক্ষ রত্ন ব্যয় হইতে লাগিল। অশোক, উদাসীন, বাসনাবিমুক্ত ভিক্ষু সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। স্থবির ভিক্ষুগণ বুদ্ধদেবের অমৃতময় উপদেশাবলী গান গাহিয়া সম্রাটকে শুনাইতেন। একদিন অশোক উপস্থিত ভিক্ষুগণকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ! আপনারা প্রত্যহ যে সুধাময় গাথা মৎসন্নিধানে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, জীবের কল্যাণার্থ ভগবান্ সুগত প্রদত্ত এরূপ অমৃতনিষিক্ত উপদেশ কতগুলি আছে? তাঁহারা উত্তর করিলেন। "তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। সীমাশূন্য দিক্‌শূন্য তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের উর্ম্মিরাশি কে গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছে? মহারাজ! জীবদুঃখকাতর সর্ব্বত্যাগী করুণহৃদয় ভগবান্ বুদ্ধদেব কত জীবকে কত জীবনপ্রদ উপদেশ দ্বারা অজ্ঞান-পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহার সীমা কে নির্দ্ধারণ করিবে! তবে স্থবির আনন্দ, রেবতা প্রভৃতি মহাপুরুষগণের যত্নে যাহা ভাবিমানবসন্তানের জন্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৮৪ হাজার হইবে।"

ভিক্ষুমুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশোক চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি ভারতবর্ষের ৮৪ হাজার নগরে বুদ্ধদেবের ৮৪০০০

উপদেশ রাজির এক একটী স্মারক স্তম্ভ ও তৎসঙ্গে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ-ইচ্ছা রাজাদেশে পরিণত হইল। তিনি পাটলিপুত্রে মহাসমারোহে "অশোকারাম" প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর তিন বৎসর মধ্যে বিহার ও স্মারক স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইল। একই দিবসে তাহাদের নির্ম্মাণ-বার্ত্তা রাজসভায় পৌঁছিল। জনশ্রুতি এইরূপ যে, সম্রাট্ অশোক তখন অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন ও দিব্যদৃষ্টিশালী হইলেন। দিব্য প্রভাবে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহারগুলি দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। এই সময়ে মহারাজ অশোক এক বৃহতী সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সমবেত হইয়াছিলেন। অশোক স্বয়ং সমারোহে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে সকলেই তাঁহাকে "ধর্ম্মাশোক"নামে অভিহিত করিতে লাগিল। অশোক ত্রিরত্ন লাভে যে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অন্তরীক্ষে ও পাতালে সহস্র যোজন ব্যাপ্ত হইয়াছিল। * স্বর্গবাসিদেবগণ তাঁহার সেবা করিয়া পবিত্র হইতেন। প্রত্যহ তাঁহার জন্য পুণ্যতীর্থ হইতে জল, সুঘ্রাণ ও সুস্বাদু ফল এবং অন্যান্য প্রচুর দ্রব্যরাশি দেবগণ আহরণ করিয়া রাজপ্রাসাদে রক্ষা করিতেন। অশোক সেই নিত্য-যোগী উদাসীন রাজপুত্রের দিব্যকান্তিময় দেহ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু হায়! দুইশত আঠার বৎসর গত হইল তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। করুণাপূর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি কোথায়

* মহাবংশ ৫ম অধ্যায়।

দেখিতে পাইবেন, এই চিন্তা তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিল। তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে নাগরাজের শরণাপন্ন হইলেন। নাগরাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধবিগ্রহ সম্রাটকে দেখাইলেন। অশোক দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন উহা যেন সেই লোককল্যাণকৃৎ নরদেহধারী সাক্ষাৎ বৈরাগ্য-মূর্ত্তি ভগবান্ বুদ্ধদেব। দেখিলেন পবিত্র অগ্নিরাশির মধ্যে নয়নমনোহর শান্ত রাজযোগী ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবকে বরদকরোত্তলনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন! অশোক বিমুগ্ধ হইলেন। চিরসুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি সপ্তদিবসব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজ্যের গৃহে গৃহে আবালবৃদ্ধবনিতা মহানন্দে বুদ্ধদেবের জয়গীতি গাইতে লাগিল।

ভারতীয় কাহিনী।

নৃপতি বিম্বিসার মগধের অধিপতি ছিলেন। রাজগৃহ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়িভদ্র। তৎপুত্র মুন্দ। মুন্দের পুত্র কাকবর্ণিন্। তাঁহার পুত্র সহালিন। সহালিনের পুত্র তুলকুচি। তুলকচির পুত্র মহামণ্ডল। তৎপুত্র প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের পুত্র নন্দ। নন্দের পুত্র বিন্দু-সার। রাজা বিন্দুসার পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম সুষীম।

চম্পানগরের জনৈক ব্রাহ্মণের একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। স্বীয় বালিকার অলোকসামান্য রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়

স্নেহ ও উচ্চাশায় পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, কোন প্রকারে হউক এই কন্যাকে রাজান্তঃপুরবাসিনী করিতেই হইবে। সম্রাট্ বিন্দুসার এই লাবণ্যময়ী কন্যাকে দেখিলে, মহিষী রূপে গ্রহণ করিবার জন্য অবশ্যই অভিলাষী হইবেন। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার রূপবতী কন্যাকে কোনও প্রকারে রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। রাজ্ঞীগণ ব্রাহ্মণকন্যা সুভদ্রাঙ্গীর অসামান্য সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধা হইলেন। সেই রূপরাশি দর্শনে ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়াকে তাঁহারা ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্তা করিলেন। বিষন্ন মনে সুভদ্রাঙ্গী নাপিতানীর কাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদা সুভদ্রাঙ্গী নরপতি বিন্দুসারকে একাকী বিচরণ করিতে দেখিয়া, সুযোগক্রমে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিলেন। সম্রাট্ এই লোকললামভূতা অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্না যুবতীকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন, সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকন্যা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রধানা মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যথাকালে সম্রাটপত্নী সুভদ্রাঙ্গীর দুই পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জ্যেষ্ঠের নাম অশোক, কনিষ্ঠের নাম বিগতাশোক।

অশোক বাল্যকালে অতি কুৎসিত ছিলেন। তাঁহার কুৎসিৎ আকারে দেখিয়া বিন্দুসার তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া, পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন। অন্যান্য রাজকুমারের ক্রীড়াস্থলে অশোককে দেখিলে সম্রাট্ বিরক্ত হইতেন। একদিন প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ পিঙ্গল বৎসজীবকে রাজা বিন্দুসার কুমারগণের ভবিষ্যৎ গণনা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দৈবজ্ঞ দেখিলেন নরপতি যে অশোকের

উপর বিরূপ, সেই অশোকের শরীরেই সর্ব্বপ্রকার রাজচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন বিন্দুসারের নিকট এই সত্য কথা ভয়ে গোপন করিয়া মহিষী সুভদ্রাঙ্গীকে জানাইলেন যে, কুমার অশোকই পরিণামে সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবেন।

বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলাবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহ-নিবারণার্থে নরপতি কুমার অশোককে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রাজকুমারকে রথ, অস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় রণসম্ভার কিছুই অর্পণ করিলেন না। কুমার অশোক যাহাতে নিহত হন, রাজার মনে এই অভিপ্রায় ছিল। পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি তক্ষ-শিলায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অশোক সসৈন্য তক্ষশিলা অবরোধ করিবার উপক্রম করিলে, নাগরিকগণ দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সকলে একবাক্যে বলিল, যে অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদের সহিতই তাহাদের বিবাদ. রাজা কিংবা রাজপুত্রের সহিত তাহাদের কোন শত্রুতা নাই। অশোক মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তক্ষশিলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকুমার যথাসময়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যুবরাজ সুষীম তাঁহার উদ্ধত ও চপল স্বভাবের নিমিত্ত রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অশোক প্রত্যাগমন করিলে, মন্ত্রী খল্লাতক ও রাধাগুপ্ত যুবরাজ সুষীমকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অশোককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তক্ষশিলাবাসিগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইলে যুবরাজ সুষীম তথায় প্রেরিত হইলেন। সুষীম কিছুতেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন

না। মৃত্যুকালে সম্রাট বিন্দুসার সুষীমকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ও তৎপরিবর্ত্তে অশোককে বিদ্রোহ দমনার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন।

সম্রাট্ বিন্দুসার প্রাণত্যাগ করিলে মন্ত্রিগণ অশোককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে সুষীম মগধের সিংহাসন স্বয়ং অধিকার করিবার নিমিত্ত পাটলিপুত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মন্ত্রিগণ-পরিবৃত অশোক উলঙ্গ রাক্ষস * সৈন্য সহিত সুষীমের পথরোধ করিলেন। রাজধানীর তোরণে সশস্ত্র শাস্ত্রীদল প্রহরি-স্বরূপ অবস্থান করিতে লাগিল এবং তাহারা দুর্গপরিখা জ্বলন্তকাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিল। দৈবক্রমে সুষীম সেই পরিখার অগ্নিমধ্যে নিপতিত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

তিব্বতীয় কাহিনী। †

মগধরাজ অজাতশত্রু বত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে ভগবান্ বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। অজাতশত্রু হইতে দশজন রাজা রাজত্ব করিলে পর ধর্ম্মাশোক মগধের গৌরবময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৫৪ বৎসর কাল রাজত্ব

---

* নন্দরাজবংশের প্রধান অমাত্য ও প্রতাপশালী সৈন্যাধ্যক্ষের নাম রাক্ষস। মুদ্রারাক্ষসে ইহার সাহস বীর্য্য ও প্রভুভক্তির বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এই রাক্ষসের অধীন সৈন্যগণ রাক্ষসসৈন্য বলিয়া অভিহিত হইত বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। নন্দবংশের বিনাশের পর এই সৈন্যদল মৌর্য্যরাজাদের অধীনেই নিযুক্ত ছিল।

† Rockhill-Life of Buddha.

করেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৩৪ বৎসরে ধর্ম্মাশোক মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি অতি নিষ্ঠুর ও ক্রূর প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনেককেই নিহত করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। দয়া ও ধর্ম্ম তাঁহার জীবনের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন অর্হৎ যশের দ্বারা সংসাধিত হয়।

ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের ৩০ বৎসর কালে, তাঁহার মহিষী একটী পুত্র প্রসব করেন। শিশুটী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত ছিল। দৈবজ্ঞেরা বলিল যে, শিশুটীর শরীরে রাজচিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহারা ইহাও নিবেদন করিল, যে এই শিশু কালে পিতার জীবিতাবস্থায়ই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। পাছে এই শিশু কালক্রমে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হয়, এই আশঙ্কায় তিনি শিশুটীকে ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শিশুটী পরিত্যক্ত হইলে, স্বয়ং ধরিত্রী উহাকে স্তন পান দ্বারা জীবিত রাখেন। ইহা হইতে শিশুটীর নাম হয় কুস্তন (Kusthana.)

এই সময়ে র্গ্যা (Rgya) নামে চীনদেশে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ৯৯৯টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বৈশ্রবণের নিকট আর একটী পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের সংখ্যা হাজারটী পূর্ণ হয়। বৈশ্রবণ দয়া-পরবশ হইয়া, পথিমধ্যে পরিত্যক্ত শিশুটীকে গ্রহণপূর্ব্বক চীনরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে পুত্ররূপে পালন করেন। এই বালকই ভবিষ্যতে খোটান (Li-yul) রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করেন। এই স্থানেই ধর্ম্মাশোকের যশ নামক মন্ত্রী সাতহাজার অনুচর সহ

তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কুস্তন খোটানের রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে বৈশ্রবণ এবং শ্রীমহাদেবী তথাকার প্রধান দেব ও দেবীরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী। *

চন্দ্রগুপ্ত মগধে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। বিন্দুসারের সর্ব্বশুদ্ধ ১০১ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল ধম্মা। তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। যখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোককে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন একদিন নিদ্রাবশে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন একপদ চন্দ্রে ও একপদ সূর্য্যে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা আছেন, আকাশ-প্রদেশে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ যেন তিনি গ্রাস করিতেছেন; তিনি দেখিলেন তিনি মেঘমণ্ডলী ভক্ষণ করিতেছেন, আরও দেখিলেন তিনি যেন কখনও বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন কখন বা কীট পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিতেছেন। স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া দৈবজ্ঞেরা ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে তাঁহার গর্ভস্থিত পুত্র সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইবেন, ভ্রাতৃগণকে সংহার করিবেন, ভ্রষ্টাচারীদিগকে সংব

* Life of Gautama Buddha by Bishop Bigandet.

কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবিখ্যাত গ্রন্থে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মে নিষ্ঠা ও অনুরাগের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কাশ্মীরের অনেক বিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের সহিত অশোকের কীর্ত্তি-রাজি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। চীন পরিব্রাজকেরাও এবিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শুষ্কলেত্র * ও বিতস্তত্র নামক দুই স্থানে অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তূপ ও বিহার বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অশোকের সময় কাশ্মীর প্রদেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এইসময় + প্রায় পাঁচশত অর্হৎ এই প্রদেশে বাস করিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গের নিমিত্ত অশোক পাঁচশত সংঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে প্রচলিত কাহিনী হইতে অশোকের উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়েশ্বর ‡ নামক প্রাচীন শৈবতীর্থের উন্নতির জন্য তাঁহার সাহায্যদানের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। প্রবাদ এই যে, এই তীর্থের উন্নতিকল্পে অশোক প্রাচীন ভগ্নপ্রায় ইষ্টক-প্রাচীরের পরিবর্ত্তে এক প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অশোক কাশ্মীরে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করি-

অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংগ্রামদেবের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরাজি ১১৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের আলোচ্য কাল। কহ্লাণ প্রণীত রাজতরঙ্গিণী ব্যতীত আরও দুই তিনখানি গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে শ্রীবরপণ্ডিত প্রণীত শ্রীজৈন রাজতরঙ্গিণী প্রধান।

* রাজতরঙ্গিণী।

+ Beal's Record of Western, World. vol 1.

‡ Ancient Geography of India.

য়াছিলেন, ঐ মন্দির দুইটীর নাম ছিল অশোকেশ্বর। তাহার মধ্যে একটী কহ্লাণের সময় পর্য্যন্তও ঐ নামেই বিদ্যমান ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অশোক শিবভূতেশ * নামক বিখ্যাত শৈবতীর্থের একজন উপাসক ছিলেন। কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্যেষ্ঠরুদ্র নামক প্রাচীন শিবমন্দির অশোকপুত্র জালুকের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কহ্লাণ অশোককে প্রাচীন শ্রীনগর নামক নগরের প্রতিষ্ঠাতা † বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানেই কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী রাজধানীর নাম প্রবরসেনপুর। ইহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেনের সময় নির্ম্মিত হয়।

এই সকল প্রসঙ্গ ব্যতীত অশোকের বংশাবলী সম্বন্ধেও সামান্য মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণে বর্ণিত আছে যে অশোকের প্রপিতামহের নাম শাকুনি। ‡ কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় অনেকেই উক্ত প্রসঙ্গকে ঐতিহাসিক ভিত্তি শূন্য বলিয়া মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে রাজতরঙ্গিণী ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিদিত, তন্মধ্যে অশোকের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিষয় কিছুমাত্রও বর্ণিত হয় নাই। তবে উক্ত বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, অশোক-সাম্রাজ্যের প্রভাব উক্ত সুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

---

* রাজতরঙ্গিণী।

† Ancient Geography of India.

‡ রাজতরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অশোক-অবদান ও মহাবংশের বর্ণনার বিভিন্নতা।

অশোক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অশোক-অবদান * ও মহাবংশ বর্ণিত † কাহিনী গুলিই বিস্তৃত ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* নেপালে রক্ষিত বৌদ্ধপুস্তকাদির মধ্যে অশোক-অবদান একখানি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হজসন সাহেব নেপাল হইতে এই সকল পুস্তকের হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন ও এই সকল সংগৃহীত পুঁথির কতক অংশ এসিয়াটিক সোসাইটিকে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সকল পুথির সারাংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া "Nepalese Buddhist Literature" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুঁথির শ্লোকসংখ্যা ৯৬৬০। সমগ্র পুথি নেবারি অক্ষরে লিখিত। ইহার আয়তন ১৬"×৫"। ইহাতে অশোকের বাল্যজীবন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা ও বৌদ্ধ নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে উপগুপ্তের সহিত কথোপকথন সবিস্তার বর্ণিত আছে। গ্রন্থকারের নাম কোথাও উল্লিখিত নাই। তবে পাটলিপুত্র-সন্নিকটে গঙ্গাতীরে উপকণ্ঠিকারামস্থ কুক্কুট বিহারে অবস্থানকালে জয়শ্রী নামক ভিক্ষু তাঁহার উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে অশোকচরিত যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। নেপালে রক্ষিত অবদান নামক পুস্তকগুলি অনেকটা পালি বিনয়পিটকের সাদৃশ্য, ইহাতে বৌদ্ধ রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার গল্প স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসও ইহাতে অনেকটা বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি ও বিবৃতিও ইহাতে বর্ণিত আছে। এই অবদান গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে মহাযান সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

† মহাবংশ সিংহলের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। প্রাচীন যুগের ঘটনাবলী

ঐতিহাসিকগণ এই দুই কাহিনী অবলম্বন করিয়া অশোক-চরিত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অশোক সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। অশোকাবদানোক্ত কাহিনীগুলি ভারতীয় কাহিনী এবং মহাবংশ ও দ্বীপবংশ লিখিত কাহিনী গুলি সিংহল দেশীয় কাহিনী বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অভিহিত করেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নানাবিধ অতিরঞ্জিত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও, স্থূলতঃ তাহাতে কতকটা ঐতিহাসিক সত্য নিবদ্ধ আছে। পক্ষান্তরে যাহা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণযোগ্য, তাহার মূলেও অনেক স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং উভয় বর্ণনার পার্থক্যের বিষয় একবার বিচার করা আবশ্যক।

মহাবংশে লিখিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও অশোকের পিতামহ। হিন্দু-পুরাণাদি ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও

ইহাতে অতি বিশদরূপে ও সুবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মহাবংশ যদিও সিংহলের ইতিহাসগ্রন্থ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্ব ইহার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। অনেক নূতন তথ্য ইহার সাহায্যে জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থ পালিভাষায় রচিত। গ্রন্থকারের নাম মহানাম। খ্রীষ্টাব্দ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ পর্য্যন্ত ইহার রচনা-কাল। অনুরাধাপুর নগরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। মহাবংশ সুবিস্তৃত গ্রন্থ। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৩০১ পর্য্যন্ত। এই অংশেরই রচনাকার মহানাম। মহাবংশটীকা নামে একখানি সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাপুস্তক আছে। মূল মহাবংশে যে সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, টীকায় সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অতি সুবিস্তারে উল্লিখিত আছে।

ইহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। কিন্তু অশোক-অবদানে চন্দ্রগুপ্তের নাম-মাত্রও উল্লেখ নাই। গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিস্‌ ও অন্যান্য গ্রীক্‌ লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের ইতিহাস বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সকল বিবরণ পাঠ করিলে চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিকত্বে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মহাবংশে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট্‌ বিন্দুসারের সুভদ্রাঙ্গী ব্যতীত অন্য ১৫টী মহিষী ছিল; কিন্তু অশোক-অবদানে কেবলমাত্র অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবংশ-মতে বিন্দুসারের সর্ব্বশুদ্ধ একশত একটী পুত্রসন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম সুমন ও কনিষ্ঠের নাম তিষ্য; কিন্তু অবদানে জ্যেষ্ঠের নাম সুষীম। তদ্ভিন্ন অবদানে সুভদ্রাঙ্গীর পুত্রদ্বয় অশোক ও বিগতাশোকের নামও দৃষ্ট হয়। মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে, পিতার মৃত্যুকালে অশোক উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিন্দুসারের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ত্বরায় পাটলিপুত্রে আগমন করিয়া সুমন ও অপর ৯৯ ভ্রাতাকে নিধনপূর্ব্বক মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু অবদানগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পিতার মৃত্যুসময়ে অশোক-পাটলিপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সুষীম তক্ষশিলা হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন শুনিয়া মন্ত্রীদিগের সাহায্যে সুষীমের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাবংশ ও অবদান-গ্রন্থের বর্ণনায় এইরূপ অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রভেদের মধ্যে এইটুকু ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, অশোক নির্ব্বিরোধে সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। অশোকের বৈমাত্রেয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুষীম বা সুমন তিনি যে নামেই পরিচিত হউন না কেন, চক্রান্ত-বলে নিহত হইয়াছিলেন। অশোকের নব-নবতি-সংখ্যক ভ্রাতৃ-হত্যার বিবরণ মহাবংশে লিখিত আছে। কিন্তু অবদানগ্রন্থে ভ্রাতৃহত্যার উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার নৃশংসতা অন্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে। স্থূলতঃ উভয় কাহিনীতেই অশোক নরঘাতক ও নির্ম্মম চরিত্ররূপেই অঙ্কিত হইয়াছেন। মহাবংশ-মতে রাজা বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই চারি বৎসর বিলম্বের কারণ কি তাহা মহাবংশকার কিছুমাত্রও লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং অনুশাসনেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। মহাবংশে বর্ণিত আছে যে, রাজ্যাভিষেককালে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবরাজ সুমনের পুত্র সপ্তমবর্ষীয় ভিক্ষু নিগ্রোধ সম্রাট্ অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অবদানে এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভিক্ষুর দ্বারা অশোকের জীবনে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়নেসাং ভিক্ষু উপগুপ্তকে অশোকের দীক্ষাগুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাবংশ বা অনুশাসনে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মহাবংশে মৌদ্গলিপুত্র-তিষ্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি অশোকারামে অবস্থানকালে অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মমূলক উপদেশ প্রদান করিতেন, ইহাও বর্ণিত আছে। কিন্তু ভারতীয় কাহিনীতে ইঁহার কোন কথারই উল্লেখ নাই।

অশোকাবদানে উপগুপ্তসহ অশোকের তীর্থভ্রমণকাহিনী বর্ণিত আছে। মহাবংশে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ভারতীয় কাহিনীতে

মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। হুয়েনসাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে মহেন্দ্রকে অশোকের ভ্রাতা বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মহাবংশ-মতে মহেন্দ্র অশোকের পুত্র। মহেন্দ্রের সিংহলযাত্রা উভয় কাহিনীতেই লিপিবদ্ধ আছে। মহাবংশমতে অশোকের রাজ্যাভিষেকের পর খৃঃ পূঃ ২৬৮ অব্দে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য, ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্নিব্রহ্ম ও পৌত্র সুমন বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবদানে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। কুণালের উপাখ্যান কেবলমাত্র ভারতীয় ও জৈন কাহিনীতে, এবং তিষ্যরক্ষিতার প্রসঙ্গ উভয়বিধ বর্ণনার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। অশোকের রাজত্বের প্রধান ঘটনা বৌদ্ধ-মহাসভার বর্ণনা কেবলমাত্র সিংহলকাহিনীর মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংক্ষেপে উভয়বিধ কাহিনীর বর্ণনার ঐক্য ও অনৈক্যের বিষয় উল্লিখিত হইল।

এই সকল বিভিন্ন কাহিনী, পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিতলিপি, স্তম্ভসমূহে উৎকীর্ণলেখরাজি, ভারতীয় সাহিত্য এবং বিদেশী ঐতিহাসিকগণের লিখিত ইতিবৃত্ত প্রভৃতির সম্যক আলোচনা করিয়া যে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অঙ্গদেশ—রাণী সুভদ্রাঙ্গী।

চম্পানদীতীরে চম্পক নগর অঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি পরম রমণীয় চম্পক নগর ভারতের প্রকৃত চম্পকদাম স্বরূপ ছিল। রাণী গগ্‌গরা * স্বীয় নামে চম্পক নগরে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহার তটে নানাবর্ণ প্রসূনরাজি ফুটিয়া থাকিত ও সারি সারি চম্পকাদি পুষ্পবৃক্ষ সকল মৃদু অনিলের সাহায্যে সুগন্ধ বিতরণ করিত। চম্পকনগরীর এই বিজন প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া পরিব্রাজক ভিক্ষু, উদাসীন, সাধুবৃন্দ চম্পক নগরে উপস্থিত হইতেন। কেহ বা আরাম † নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতিও করিতেন। এই নগর মিথিলা ‡ হইতে নব্বই ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী আধুনিক চম্পাগ্রামকে § প্রাচীন চম্পকনগর বলিয়া নির্দ্দেশ

---

* Rhys Davids Buddhist India পৃষ্ঠা ৩৫।

† Dialogues of Buddha। পরিব্রাজকেরা বর্ষাকালে এই চম্পকনগরীর গগ্‌গরা সরোবর-তীরে আশ্রমনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। এই আশ্রম বহুকাল বিদ্যমান ছিল। কাদম্বরী ও দশকুমারচরিতেও এই পরিব্রাজকাশ্রমের উল্লেখ আছে।

‡ জাতক উপাখ্যান।

§ চম্পানগরের এই প্রাচীন বর্ণনার সহিত ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান

করেন। উক্ত পণ্ডিতবর্গের এই মতের যথার্থতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অঙ্গদেশ মগধের পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও শিশুনাগ-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে অঙ্গদেশ * মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অঙ্গাধিপতি তৎকালে মগধ-রাজ্যের সামন্ত-বিশেষে পরিণত হইয়াছিলেন। তাৎকালিক অঙ্গরাজের প্রকৃতিগত মহানুভবতা, উদারতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণের

চম্পানগরের কোনই সাদৃশ্য নাই। এক্ষণে উল্লিখিত চম্পানদীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কনিংহাম বলেন যে, প্রাচীন চম্পানগরীর পার্শ্বদেশে ভাগীরথীর এক শাখা প্রবাহিতা ছিল। বোধ হয় তাহারই প্রচীন নাম চম্পানদী।

* অঙ্গরাজ্য অতি প্রাচীন প্রদেশ। রামায়ণে ও মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে উক্ত আছে যে, মহারাজ দশরথ শান্তাকে পালনার্থে অঙ্গরাজ লোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন। অঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানীর নাম মালিনী। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, মগধরাজ জরাসন্ধ এই মালিনী নগরী কুরুবীর কর্ণকে প্রদান করেন। তৎপরে লোমপাদ রাজার প্রপৌত্র চম্প রাজার নাম হইতে উক্ত নগরী চম্পা নাম গ্রহণ করে। ভাগবত-মতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিতের পুত্র চম্প চম্পা-নগর স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে চম্পা জৈনতীর্থে পরিণত হয়। বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মদত্ত অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলাই প্রাচীন অঙ্গপ্রদেশ। মুঙ্গেরের প্রাচীন নাম মোদাগিরি। কোন কোন স্থলে মোদাগিরি কষ্টহরণ পর্ব্বত নামেও উল্লিখিত আছে। এই অঙ্গপ্রদেশেই সূত অধিরথ কুন্তীপুত্র কর্ণকে প্রতিপালন করেন।

Journal, Asiatic Society. Bengal 1897.

দুঃখে ব্যথিত হইয়া অঙ্গরাজ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর * ভূমিদান করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ আছে। আধুনিক একটী প্রবাদ আছে যে, কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রাকৃতিক-শোভা-সম্পন্ন পরমরমণীয় চম্পকনগরের নাম হইতে অঙ্গাধিপতি তাঁহার রাজধানীর নাম চম্পকনগর রাখিয়াছিলেন। অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদূর কোচীন চীনেও † ভারতবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিলে ঐ স্থানেও তাঁহারা চম্পকনগর নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অঙ্গদেশ ও তাহার রাজধানী চম্পক নগর এক সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।

অশোকাবদানোক্ত অশোক-কাহিনীতে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, অশোকজননী রাণী সুভদ্রাঙ্গী এই চম্পক-নগরের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। কোন দৈবজ্ঞ এই সুলক্ষণা সুভদ্রাঙ্গীকে বলিয়াছিলেন যে, এই বালিকা ভবিষ্যতে রাজমহিষী হইবেন। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তানের মধ্যে একজন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর এবং অপরটী সংসারত্যাগী উদাসীন হইয়া কালাতিপাত করিবেন। সুভদ্রাঙ্গী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে ব্রাহ্মণ কোন প্রকারে স্বীয় দুহিতাকে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুভদ্রাঙ্গী সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে,

* মজ্ঝিমনিকায় ও Rhys Davids Buddhist India.

† I-Tsing's Travels.

রাজা বিন্দুসার তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধানা মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যথাকালে সুভদ্রাঙ্গী দুইটী পুত্র প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠের নাম অশোক ও কনিষ্ঠের নাম বিগতাশোক বা বীতশোক। এই দুই পুত্র ব্যতীত রাজা বিন্দুসারের আরও অনেক পুত্র ছিল। অশোকের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুষীম রাজা বিন্দুসারের প্রিয়তম পুত্র বলিয়া আদৃত হইতেন। তাঁহাকেই রাজা মগধের যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অশোকের বাল্যজীবন—তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমন।

যে প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, যাঁহার সংস্থাপিত কীর্ত্তিস্তম্ভরাজি ও ভাস্কর্য্যসমূহ অতীত ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে, যাঁহার সর্ব্বজীবে দয়া ও রাজ্যশাসনে অপূর্ব্ব সাম্যনীতি পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষকে তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য করিয়াছিল, দুঃখের বিষয় তাঁহার বাল্যকালের কোন বিশেষ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। অশোক-অবদান ব্যতীত হিন্দুপুরাণাদি জৈন-গ্রন্থাবলী, তিব্বতীয় কাহিনী ও চীন পরিব্রাজকদিগের বর্ণনাতেও অশোক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল হইতে অশোকের বাল্য-জীবন ও যৌবনের কার্য্যাবলী যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

জাহ্নবী ও শোণের সঙ্গম-তটে বিরাজিত হর্ম্ম্যমালা-পরিশোভিত সুবৃহৎ রাজধানী পাটলিপুত্রে অশোকের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই সময়কার বিবরণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে সুদৃঢ় দুর্গ-সংরক্ষিত-অসংখ্য যোদ্ধৃবর্গ, নানা প্রহরণ-পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার এবং রণোন্মত্ত তুরঙ্গ ও বারণবৃন্দ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রতাপ ও বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ বিরাজ করিত। প্রাসাদে

সহস্র দ্বিজ-কণ্ঠোচ্চারিত বেদগাথা এক মহান্ অতীন্দ্রিয় ভাব জনগণের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিত। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হয় যে, বাল্যকালে অশোক অন্যান্য রাজ-কুমারদিগের সহিত রাজপুত্রোচিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে প্রকাশ আছে যে, অশোক অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন।

অশোক বাল্যকাল হইতে মৃগয়াসক্ত ছিলেন। মৌর্য্য রাজাদিগের মৃগয়াবিহার * এক অপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ শতমুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নরপতিগণের মৃগয়া-যাত্রাকালে শত শত রমণী তাঁহাদিগের অনুগমন করিত। রমণী-মণ্ডলীর চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকিত। যে পথে সম্রাট্ অনুচরবর্গ-সহ যাত্রা করিতেন, সে স্থান রজ্জু দ্বারা চিহ্নিত থাকিত। যদি কোন পুরুষ বা নারী সেই রজ্জুচিহ্নিত পথিমধ্যে প্রবেশ করিত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত। নরপতির মৃগয়াযাত্রাকালে সর্ব্ব-প্রথমে বাদ্যকারগণ ঢক্কানিনাদ এবং ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিত। কখন বা উচ্চ মঞ্চোপরি অবস্থিত হইয়া নরপতি লক্ষ্য স্থির করণ পূর্ব্বক তীর নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার পার্শ্বে সশস্ত্র রমণী প্রহরিণীগণ দণ্ডায়মানা থাকিত; কখন বা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে দাঁড়াইয়া নরপতি লক্ষ্য বিদ্ধ করিতেন। রমণীদের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ গজপৃষ্ঠে নানা শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন, যেন

* মুদ্রারাক্ষস দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। এইরূপ মহা সমারোহে অশোক মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন। এইরূপ মৃগয়াপ্রিয়তা মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে প্রচলিত ছিল, নানাবিধ গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশোক বাল্যকালে কদাকার ও কুৎসিত ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য্যহীনতার জন্য তিনি পিতার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা বিন্দুসার অশোককে অন্যান্য রাজকুমারদিগের সহিত একত্র বিচরণ করিতে দিতেন না। কিন্তু তজ্জন্য অশোকের পিতৃভক্তি কিছুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পিতৃ-আজ্ঞা সর্ব্বদা অতি শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন। রাজ্যের সুদূর সীমায় কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিবার জন্য অশোকের প্রতিই ভার অর্পিত হইত। অশোক রক্ত-পিপাসু, উদ্ধত ও ঘোর স্বার্থপর বলিয়া গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু অশোকের বাল্যজীবনে সেরূপ কোন ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পক্ষান্তরে তাঁহার বিনম্র ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ অশোককে যথোপযুক্ত সম্মান করিতেন। তিনি জনসাধারণের অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মানসক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভার বীজ বাল্যকালেই অঙ্কুরিত হইয়া যৌবনে সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নন্দবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতে মগধের সিংহাসন ষড়যন্ত্র-বেষ্টিত ছিল। মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত সেই ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করিয়া ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর মগধের সিংহাসন

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারেই তিনি রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে * তক্ষশিলায় এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

এই তক্ষশিলার স্থান বহুদিন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্লিনির মতে প্রচীন পুষ্কলাবতী বা হস্তনগর হইতে ৫৫ মাইল পূর্ব্বদিকে তক্ষশিলা নগর বিদ্যমান ছিল †। ইহা যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে, হরনদীর তীরবর্ত্তী হাসেন-আবদালার (Hasanabdala) নিকটেই প্রাচীন তক্ষশিলা নগর অবস্থিত থাকিত। কিন্তু কনিংহাম-প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই যুক্তি আদৌ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। ফাহিয়ান, সংগুন ও হুয়েন্‌সাং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সিন্ধু নদী হইতে পূর্ব্বদিকে তিন দিনের পথ অগ্রসর হইলে, প্রাচীন তক্ষশিলা নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কালকাসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী সাদেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তক্ষশিলার প্রকৃত স্থান বলিয়া অনুমান হয়। কনিংহাম প্রভৃতি বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া থাকেন।

* মগধ সাম্রাজ্য যে পাঁচটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল, তক্ষশিলা তাহার অন্যতম। পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাবলপিণ্ডি জেলায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তক্ষশিলার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শতদ্রুর পশ্চিম সীমা হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ তক্ষশিলার অন্তর্গত ছিল।

† Cunningham. Ancient Georaphy of India.

আরিয়ান, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে তক্ষশিলা নগরের প্রাচীন গৌরব ও সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সাদেরীর ধ্বংসাবশেষই প্রাচীন তক্ষশিলার স্থান। ফিলস্ট্রেটাস্ (Philostratus) প্রভৃতি গ্রীক্ লেখকগণ তক্ষশিলার গঠনপ্রণালীর বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চারিশত শতাব্দীতে ফাহিয়ান তক্ষশিলা নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই নগরীর নাম চু-সা-সিলো বা খণ্ডিত মস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ এই স্থানেই বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব কোনও জন্মে ভিক্ষার্থ নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। চু-সা-সিলো সংস্কৃত চ্যুতশির কথা হইতেই উৎপন্ন। চ্যুতশির বা তক্ষশির একার্থবোধক। তক্ষশিলা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে তক্ষশির নামেই অভিহিত হইয়াছে। ৫১৮ খ্রীষ্টীয় অব্দে চীন পরিব্রাজক সংগুন এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদী হইতে এই স্থানে আগমন করিতে তাঁহার তিন দিন সময় লাগিয়াছিল। বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং ৬৩০ খ্রীষ্টীয় অব্দে ও স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে ৬৪৩ খ্রীষ্টীয় অব্দে এই নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, নগরের পরিধি প্রায় এক-ক্রোশ-ব্যাপী। এক সময়ে এই প্রদেশ কপিশ দেশের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু হুয়েনসাংয়ের সময়ে কাশ্মীরের করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হইত। এই স্থানের ভূমি অতি উর্ব্বরা ছিল। সেই সময় মন্দির ও বিহারাদি দ্বারা নগর পরিব্যাপ্ত থাকিত। কিন্তু সকলই ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। নগরের এক ক্রোশ দূরে অশোক-নির্ম্মিত এক স্তূপ বিদ্যমান ছিল। যে স্থানে ভগবান বোধিসত্ব

নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে—সেই দান-পারমিতা স্মরণার্থে অশোকরাজ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। কোন্ সময়ে ও কাহাকে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন,তাহার কোনও উল্লেখ নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, একটী ব্যাঘ্রী ও তাহার সাতটী শাবককে অনাহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। সংগুন বলেন যে, ভগবান অন্য একটী লোকের প্রাণ-রক্ষার্থ নিজ মস্তক দান করেন। * কিন্তু কনিংহাম প্রথমোক্ত প্রবাদটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। কারণ এখনও নগরের উত্তরে বাবর-খানা বা ব্যাঘ্রাবাস নামে একটী স্থান আছে এবং দক্ষিণে মার্গল বা গলামারনো নামে গিরিমালা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত ঘটনার সহিত এই দুইটী স্থানই ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিয়া থাকেন। এই সাদেরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই কতকগুলি প্রাচীন স্তূপ, বিহার ও একটী দুর্গসংরক্ষিত নগরের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তক্ষশিলার উত্তরপশ্চিমভাগে নাগরাজ ইলাপত্রের একটী মনোরম সরোবর ছিল, ইহার জল অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, নানা বর্ণের পদ্মপুষ্প এই সরোবরসলিলের শোভা সম্পাদন করিত। তক্ষশিলা প্রাচীন ভারতের একটী প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। আত্রেয় প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবিদ্ ঋষিগণ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যা-পনা করিতেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্রগণ এই স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। বৌদ্ধগ্রন্থে জীবক নামে সুবিখ্যাত একজন চিকিৎসা-

* Real's Records of Western World vol 1.

শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইনি মগধ হইতে এখানে শিক্ষার্থ আগমন করেন ও মহর্ষি আত্রেয়ের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র-অধ্যয়ন করেন। মহর্ষি পাণিনিও এই স্থানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। চাণক্য পণ্ডিতও পুষ্পপুরে আগমনের পূর্ব্বে তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করেন।

গ্রীক্ মহাবীর সেকেন্দরসাহ এই তক্ষশিলা প্রদেশে আগমন করিলে তক্ষশিলারাজ বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।* আলেক্‌জাণ্ডার পাঞ্জাব প্রদেশ পরিত্যাগ করিলে পর ইউডিমস নামে সেনাপতির প্রতি ভারতীয় গ্রীক্ সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হয়। তক্ষশিলারাজ ও পুরুরাজ তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হয়েন। ৩১৭ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে আণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইউডিমস পুরুরাজকে নিধনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে ১২০টী হস্তী গ্রহণ করিয়া ইউমিনিসের সাহায্যার্থ গমন করেন। এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সুশিক্ষিত সেনাসহ ভারতীয় গ্রীক্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদে গ্রীক্‌দিগকে পরাজয় করিলে পর, গ্রীক্ সামন্তগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। এই সময় হইতে তক্ষশিলা মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, রাজা বিন্দুসার এই বিদ্রোহ-

* Early History of India, by Vincent Smith.

দমনের ভার অশোকের প্রতিই ন্যস্ত করিলেন। যথাসময়ে অশোক রাজাজ্ঞা বিদিত হইলেন। প্রবাদ আছে যে, রাজা অশোককে দেখিতে পারিতেন না বলিয়া বিদ্রোহী তক্ষশিলায় তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। ইহা অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ রাজপুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, মগধ সাম্রাজ্যের ক্ষতি ভিন্ন লাভ ছিল না। এই সহজ সত্য যে বিন্দুসার উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পুত্র কদাকার ও কুৎসিত বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে সুদূর পঞ্চনদে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ নিজের রাজশ্রী মলিন ও খর্ব্ব করিবার চেষ্টা সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, সেনাদি সাহায্য ব্যতীত অশোক * একাকী তক্ষশিলায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, পুত্রহত্যার অভিসন্ধিতেই সম্রাট্ এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মগধের তাৎকালীন অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, মগধ হইতে সেনাসহ অশোককে তক্ষশিলায় পাঠান নিরাপদ ছিল না। নানা কারণে রাজপরিবারে আত্মকলহ ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল; বিন্দুসার তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারি-

* পক্ষান্তরে বর্ণিত আছে যে সুষীমই প্রথমে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ নিবারণার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যে অক্ষম হইলে, অশোক তক্ষশিলায় প্রেরিত হয়েন। অশোক বিদ্রোহদমন-পূর্ব্বক তথায় শান্তি স্থাপন করিলে পর কিছুদিন শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

Beal's Records of Western World vol 1.

গণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধ ছিলেন। তদ্ব্যতীত বোধ হয় বিন্দুসার অশোকের শৌর্য্যে বীর্য্যে এবং প্রতিভায় এতটা বিশ্বাস করিতেন যে, অশোককে একাকী পাঠাইয়াও আশা করিয়াছিলেন, রাজপুত্র তক্ষশিলার বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করিয়া অচিরে বিজয়লক্ষ্মীসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অশোক-অবদানে উক্ত আছে যে, ধরিত্রী অশোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বীয় অঙ্ক হইতে রণসম্ভার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। অশোক যখন তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলেন, তখন প্রজাবর্গ দলে দলে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। নগরবাসিগণ অশোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া নিবেদন করিল যে, তাহারা বিদ্রোহী নহে, রাজা কিম্বা রাজপরিবারের প্রতি তাহাদের কোন বিদ্বেষ নাই। অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারেই তাহারা বাধ্য হইয়া এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজাবর্গের মর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া অশোক সুমিষ্ট ভাষায় তাহাদিগকে শান্ত করিলেন এবং সেই সঙ্গে অপরাধীর সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশোকের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তক্ষশিলার বিদ্রোহিগণ বিনা যুদ্ধে শান্ত হইল। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া অশোক প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, একটী রাজ্যের বিদ্রোহদমন কিরূপ ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিচক্ষণ রাজনীতি কুশলের পক্ষেই ইহা সম্ভব।

অশোক যখন তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমন করিতে গমন করিলেন, তখন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুবরাজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। প্রধান অমাত্য খল্লাতক বৃদ্ধ ও মহা প্রতাপশালী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভার পাঁচশত অমাত্য রাজ্যের সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজা বিন্দুসারের সময় খল্লাতক ইহাদিগের নেতা ছিলেন। একদা সুষীম প্রমোদোদ্যান হইতে প্রাসাদে প্রত্যাগমন-কালে পরিহাস-পূর্ব্বক খল্লাতকের মস্তকে তাঁহার অঙ্গুলিত্রাণ নিক্ষেপ করেন। ইহাতে প্রধান মন্ত্রী অপমান বোধ করেন। সমগ্র মন্ত্রিসভা ইহাতে বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা দেখিলেন, সম্রাট্ বিন্দুসারের এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী একজন চঞ্চল ও উদ্ধত-স্বভাব যুবক। ইনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে সভাসদ মন্ত্রী এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সম্মানরক্ষা কঠিন হইবে। এইরূপে সুষীমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইল। এই সময়ে অশোক তক্ষশিলায় বিদ্রোহ-দমন পূর্ব্বক বিজয়-গৌরবে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা বিন্দুসারের একাধিক মহিষী ছিল এবং ইহাঁদের গর্ভে অনেক গুলি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। অশোকের সুযশ, বীর্য্য ও লোকপ্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও বিমাতৃগণ অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইতে লাগিলেন। অশোকজননী সুভদ্রাঙ্গী সামান্য ক্ষৌরকারিণীর পদ হইতে প্রধানা মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন বলিয়া অন্তঃপুরেও মনোবেদনার কারণ হইয়াছিল। অমাত্য রাধাগুপ্তও খল্লাতকের অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইনি অশোকের অত্যন্ত

অনুরক্ত ও গুণগ্রাহী ছিলেন। সুষীমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে রাধাগুপ্তই প্রধান ছিলেন।

এই সময়ে রাজা বিন্দুসার অশোককে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অশোককে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন না বলিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে মগধ হইতে বহুদূরে পাঠাইয়াছিলেন, এইরূপ যে জনপ্রবাদ আছে, প্রকৃত পক্ষে ইহার মূল্যনিরূপণ দুঃসাধ্য। উজ্জয়িনী অতি সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরী। বিদ্যা শিল্প ও সৌন্দর্য্যে ভারতের ইহা শীর্ষস্থানীয়া ছিল। বিন্দুসারের ন্যায় রাজা,মগধ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান প্রদেশের শাসনভার যে এক অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

উজ্জয়িনী।

শিপ্রানদীতটে নানা সৌধসমাকীর্ণ, বিচিত্র হর্ম্ম্যমালা-পরিশোভিত উজ্জয়িনী প্রস্ফুটিত-কুসুমোদ্যানের ন্যায় বিরাজমান ছিল। মনোরম প্রাকৃতিক সম্পদবিভূষিতা উজ্জয়িনী ভারতে ভূ-স্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। কোথাও মণিমণ্ডিতঅভ্রভেদী-প্রাসাদ-চূড়া, কোথাও পৌরা-ঙ্গনার বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-চকিত দৃষ্টি, কোথাও তটিনী-জাল-খচিত পুলিন, স্থানে স্থানে যুথিকা-চম্পক-মালতী-কেতকী প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পরাশি-শোভিত, গীতবাদ্যনিনাদিত প্রমোদ-বিহার পথিকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত। "উজ্জয়িনী স্যাদ্বিশালাবন্তী পুষ্পকারণ্ডিনী", উজ্জয়িনীর এই চারিটী নাম সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। পুরাণকার বলিয়া গিয়াছেন :—

> "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা
>
> পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈকা মোক্ষদায়িকা।" (স্কন্দপুরাণ)

অবন্তী প্রদেশের রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রদেশ অবন্তী নামেই বিদিত ছিল। তৎপরে সপ্তম কিম্বা অষ্টম শতাব্দী হইতে মালব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ের বর্ণনা করিতেছি, তাহার পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত-বিশ্রুত

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর এদেশে শৈব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সেই শৈবধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় মহারাজ বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনী নগরী অতি প্রাচীন হইলেও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় হইতেই উহা সমধিক সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকালের মন্দিরও বোধ হয় সমধিক প্রাচীন। কারণ মহাভারত বর্ণপর্ব্বে ভগবান মহাকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান তখন কোটিতীর্থ নামে অভিহিত হইত। মহাকবি কালিদাস ও অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনী প্রদেশ অশোক কিরূপ ভাবে শাসন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার অসীম প্রতিভার বিকাশ বোধ হয় এই স্থানেই হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে উজ্জয়িনীতে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ বা দুর্ভিক্ষাদির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। উজ্জয়িনীতে অবস্থান-কালে তিনি বিদিশা নগরীর দেবী নাম্নী জনৈক শ্রেষ্ঠীকন্যার রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিদিশানগরী ভিলসার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান বেশনগর। দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া অশোক তাঁহাকে উজ্জয়িনীতে লইয়া আসেন। কালক্রমে দেবীর গর্ভে এক পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম মহেন্দ্র ও কন্যার নাম সংঘমিত্রা। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের ২০৪ বৎসর পরে মহেন্দ্রের জন্ম হয়। সংঘমিত্রা মহেন্দ্রের দুই বৎসর কনিষ্ঠা। অশোক যখন সিংহাসনে

আরোহণ করিবার জন্য পাটলিপুত্র গমন করেন, পুত্রকন্যাদ্বয়ও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।

এই সময়ে তক্ষশিলায় পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুত্র সুষীম তাহা দমন করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ তথায় প্রেরিত হইলেন। বিন্দুসারের পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মন্ত্রিগণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহারা অশোককে যে কোন প্রকারে হউক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু অশোক স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত না থাকিলে সুষীমকে সিংহাসনচ্যুত করা কঠিন। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত উজ্জয়িনীতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে বিন্দুসার অত্যন্ত পীড়িত; পিতার পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া অশোক তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

বিন্দুসার—অশোকের রাজ্যগ্রহণ।

২৯৭ খ্রীঃ পূঃ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করিলে তৎপুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বিন্দুসারের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের পুত্রকে তাঁহারা অমিত্রঘাত * নামেই অভিহিত করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাস প্রভৃতি গ্রীক্‌রাজগণের সহিত যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, বিন্দুসারের রাজত্বকালে তাহা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনিস্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ইঁহারই রাজত্বকালে ডাইমেকস্ নামে অন্য এক রাজদূত মগধের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনিও মেগাস্থিনিসের ন্যায় তাঁহার প্রবাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা তাহা লুপ্ত। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ সেলুকাস নিকেটার ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র আন্টিওক সোটার সিরিয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সহিত বিন্দুসারের পত্রাদির আদান প্রদান চলিত। টলেমি ফিলেডেল্‌ফাস মিসররাজ এই সময়ে ডাইওনিসস্ Diosnysios নামে গ্রীক্‌দূতকে পাটলিপুত্রের রাজসভায় প্রেরণ করেন। এই দেশে অবস্থান-কালে

---

* শত্রুহন্তা।

তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবরণ বিশেষভাবে কোথাও অবগত হওয়া যায় না, তবে যতটুকু অবগত হওয়া যায় তাহা হইতে এইমাত্র অনুমিত হয় যে, তিনিও পিতার ন্যায় উত্তরোত্তর এক একটী রাজ্য জয়পূর্ব্বক মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

রাজা বিন্দুসার ২৫ বৎসর কাল মগধের রাজদণ্ড পরিচালনার পর খ্রীঃ পূঃ ২৭২ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর খল্লাতক ও রাধাগুপ্ত নামক মন্ত্রিদ্বয়ের পরামর্শে ও সাহায্যে অশোক মগধের সিংহাসন অধিরোহণ করেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

অশোক যখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুষীম তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দমনার্থ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তথায় পরাজিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুষীম শ্রবণ করিলেন, যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। সুষীম সৈন্যদলসহ পাটলিপুত্রের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন ও বাহুবলে নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী-দিগকে পরাজয় করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত বলিষ্ঠ রাজসৈন্যদলকে রাজপুরীর দ্বার-দেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীর-তোরণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংস্থাপিত করিলেন ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা পরিখার অভ্যন্তর পূর্ণ

করিলেন। পরিখা উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর বলিয়া বোধ হইল। তখন সুষীম কোন প্রকারে পরিখা পার হইয়া প্রাচীর মধ্যে নিপতিত হইবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় প্রাচীর স্পর্শমাত্র পরিখাভ্যন্তরে জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে নিপতিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। সুষীমের এই শোচনীয় মৃত্যুতে অনেকেরই অশোকের প্রতি বিরাগ জন্মিল ও তাঁহাকে চণ্ডাশোক নামে অভিহিত করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

অশোকের অপবাদ।

প্রবাদ আছে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া, ভ্রাতৃরক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া অশোক মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষে কি সিংহলে সর্ব্বত্রই অশোক নির্ম্মম নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহাবংশ বলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে চক্রান্তবলে নিহত করিয়া তাঁহার অপর অষ্টনবতি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। স্নেহ-পরবশ হইয়া কেবল কনিষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করেন নাই। ভারতীয় কাহিনীতেও অশোকের নৃশংস ব্যবহারের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে। একদিন তিনি মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষকাণ্ড ছিন্ন করিয়া কণ্টক-তরুতে জল সেচন করিতেছ। মন্ত্রিসভা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত অশোক স্বহস্তে কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া পাঁচশত অমাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। অন্তঃপুরের মহিলাবর্গ অশোকের কদাকার রূপে বিতৃষ্ণ হইয়া, উদ্যান হইতে অশোকবৃক্ষ পত্রচ্যুত করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে উপহাস করিতেছিল, সম্রাট্ অশোক তাহা শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন। মন্ত্রিবর্গ রাজার এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া অনুরোধ করেন "মহারাজ! আপনি নিজ করে এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিয়া রাজহস্ত

কলুষিত করিবেন না। আপনার আজ্ঞাপালন নিমিত্ত একজন ঘাতক নিযুক্ত করুন। অশোক অমাত্যবৃন্দের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি চণ্ডগিরিক নামে এক দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ তন্তুবায়পুত্রকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পাপিষ্ঠ চণ্ডগিরিকের নৃশংসতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। অশোক এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিবার জন্য একটী সুবৃহৎ সুরম্য হত্যাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অট্টালিকার বহির্ভাগ মনোরম শিল্পকলায় সুসজ্জিত ছিল। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য সাধারণে প্রলুব্ধ হইত। এই ভীষণ গৃহে যে প্রবেশ করিত, সে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত হইত না।

ঘাতকের প্রতি রাজার কঠোর আদেশ ছিল যে, যদি কেহ এই বধাগারে প্রবেশ করে, তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। এই বধ্যভূমির নাম রাখিয়াছিলেন নরক। বাস্তবিকই এই স্থানে প্রবেশ করিলে ভীষণ জ্বালাময় নরকযন্ত্রণা অনুভূত হইত। এই নরক যে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তির শোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

একদিন বালপণ্ডিতসমুদ্র নামে জনৈক ভিক্ষু নরকের অপূর্ব্ব স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞাতসারে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নরাধম চণ্ডগিরিক স্বীয় অনুচর সহ তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুককে আক্রমণ করিল। সংসারবাসনা-বিমুক্ত সাধুপুরুষ দেখিয়া সেই রাজ-জল্লাদ তাঁহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে সাতদিন মাত্র অবসর প্রদান করিল। সাতদিন পরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর তপ্ত কটাহে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইল। সবিস্ময়ে ঘাতক চণ্ডগিরিক দেখিল, প্রফুল্ল কমলদলের উপরে ভিক্ষু সমাসীন। অর্দ্ধগাত্র হইতে জল নির্গত হইয়া

অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ঘাতকের নির্ম্মম দুর্দ্দান্ত হৃদয়ও কম্পিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অশোক ভিক্ষু সমুদ্রের সেই বিস্ময়কর অবস্থা দেখিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশোকের হৃৎপিণ্ডের ধমনী-স্রোত রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সবিস্ময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাত্মন, আপনি কে?" সমুদ্র হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি পরম কারুণিক ভগবান্ দশবলের ধর্ম্মপুত্র। তাঁহার কৃপায় এই ভীষণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি। ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পরিনির্ব্বাণের * শত বৎসর পরে অশোক নামে পাটলিপুত্রে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই রাজচক্রবর্ত্তী দেশে দেশে তাঁহার অস্থি রক্ষা করিয়া এই সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। তৎকর্ত্তৃক নগরে নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ ধর্ম্মারাম† প্রতিষ্ঠিত হইবে। হে নরবর! আপনি সেই সম্রাট্ অশোক।

* মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে ও অশোকঅবদানে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের শত বৎসর পরে অশোকের আবির্ভাবের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ কালাশোক বলিয়া কোন নরপতির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মহাযান সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধদেবের পরে অশোক নামে কেবল একজন মাত্র নরপতি মগধে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধর্ম্মাশোক। পক্ষান্তরে মহাবংশ ও অন্যান্য পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেবের পরে মগধে দুইজন নরপতি অশোক নামে রাজত্ব করিতেন, একজন কালাশোক ও অপরের নাম ধর্ম্মাশোক। প্রথমোক্ত নরপতি বুদ্ধনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে ও দ্বিতীয় নরপতি ২১৮ বৎসর পরে মগধে রাজত্ব করেন।

† ভিক্ষুবর্গের আবাস স্থান।

ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম জগতে প্রচার করুন" অশোক স্বীয় নৃশংসতার জন্য একান্ত অনুতপ্ত হইলেন ও করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন এবং সেই দিনই বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বধাগার ভগ্ন করিবার জন্য অশোক আদেশ করিলেন এবং চণ্ডগিরিককে জীবন্ত দগ্ধ করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। এই প্রবাদগুলির মূলে কতদূর সত্য বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতৃহন্তা নরহন্তা রুধিরপিপাসু চণ্ডাশোক কিরূপে ধর্ম্মাশোক রূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন, তাহার সম্যক্ বিচার করা কর্ত্তব্য।

অশোকের গিরিলিপিতে ও অন্যান্য অনুশাসনে তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর জীবিত থাকিলে "ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের" এবম্প্রকার উক্তি প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত অনুশাসনে দৃষ্ট হইত না। সুষীমের শোচনীয় মৃত্যুতে যে ঘরে ঘরে ভ্রাতৃহন্তা অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল,তাহাই নানা বর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া, এই সকল অমূলক নৃশংস অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা পরবর্ত্তী বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ * অশোকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের চিত্র বর্ণনা করিয়া অশোকচরিত্রের বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন সূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাও অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রবাদগুলির মূলে যে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই তাহাও নিঃসংশয়-রূপে বলা দুরূহ। অশোক রাজ্যলোভে সুষীম বা অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে

* Vincent Smith, Asoka.

কিংবা তাহাদের পরিবারবর্গকে উৎপীড়িত কিংবা নিহত করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য কারণে মন্ত্রিসভার অমাত্যবৃন্দকে কেন নিহত করিবেন, তাহা সহজ বুদ্ধিতে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। অশোকের গিরিলিপিতে কোথাও তাঁহার গত জীবনের এরূপ নৃশংস আচরণ বা তজ্জনিত কোন প্রকার অনুতাপের উল্লেখ নাই। যদি এই সকল ঘটনা সত্য হইত, ভ্রাতৃহত্যা, নারীহত্যা ও নিরীহ জনসাধারণের হত্যার পাপে অশোকের দেহ ও হৃদয় কলুষিত হইত, তবে অশোক নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে তিনি যে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি স্বকীয় দুষ্কৃতি বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না বলিয়াই বোধ হয়। অশোকের অনুশাসনে তাঁহার জীবনের এই বিশেষ ঘটনাগুলির উল্লেখ না থাকায় প্রবাদগুলির সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকেন। যাহা হউক চণ্ডগিরিক নামক কোন দুর্ব্বৃত্ত ঘাতকের পাপের সহিত অশোকের নাম জড়িত থাকাতেই হউক, আর পিতৃ-বিয়োগের পরে ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুবশতই হউক, অশোকের নামে এই মহা কলঙ্করাশি আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কতটা ঐতিহাসিক * সত্য আছে, তাহা বলা কঠিন। যে মন্ত্রিসভা অশোকের স্বপক্ষে নানারূপ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে মগধ-সিংহাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রতাপশালী মন্ত্রিসভার অমাত্যবর্গকে তিনি অনায়াসে নিহত করিলেন, অথচ তাঁহারা নীরবে সেই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিলেন, ইহা

* R. C. Dutt's Ancient Civilization, vol III.

বিশ্বাস করা কঠিন। প্রজাবধ করিবার জন্য মন্ত্রিসভা ঘাতক নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অশোক মগধের সম্রাটপদে অভিষিক্ত না হইয়াও সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর অতীত হইল। ক্রমে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল; অশোকের ব্যবহারে, তাঁহার অসামান্য ধীশক্তিতে রাজ্যের সকলেই মুগ্ধ হইল। ধীরে ধীরে প্রকৃতি বর্গ তাঁহার অপবাদ-রাশি বিস্মৃত হইতে লাগিল। মন্ত্রিসভা ও সমগ্র প্রজামণ্ডলী তাঁহার সত্বর অভিষেকের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। অশোক অবশেষে শুভদিনে শুভক্ষণে * অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্মতি প্রদান

* অশোকের রাজ্যাভিষেকের কাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা চারি পাঁচ জন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিলাম।

	বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ।	চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন অধিরোহণ কাল।	অশোকের রাজ্যাভিষেক।
কনিংহাম :—	৪৭৮ খৃঃ পূঃ	৩১৬ খৃঃ পূঃ	২৬০ খৃঃ পূঃ
মক্ষমুলার :—	৪৭৭ ,,	৩১৫ ,,	২৫৯ ,,
সিংহলে প্রচলিত অব্দ :—	৫৪৩ ,,	৩৮২ ,,	৩২৬ ,,
ভিন্সেণ্ট স্মিত্ :—	৪৮৩ ,,	৩২১ ,,	২৬৮ ,,
ফ্লিট্ :—	৪৮৩ ,,	৩২১ ,,	২৬৫ ,,

এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে ভিন্সেণ্ট স্মিতের (Vincent Smith) মতই আমাদের অনেকটা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। Vincent Smith ও Fleetর প্রদত্ত সময়কাল অনেকটা এক বলিয়া বোধ হয়,। প্রভেদের মধ্যে Vincent Smith

করিলেন। ২৬৮ খ্রীঃ পূঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপঞ্চমী তিথিতে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় ইহা এক প্রকার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অশোকের সিংহাসনে আরোহণের চারি বৎসর পরে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই চারি বৎসর বিলম্বের কারণ কি, ইহার সন্তোষ জনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে অশোক সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হন, তাহা কেবল সিংহলদেশীয় উপাখ্যানে বর্ণিত আছে। মহাবংশে ও বিনয়-পিটকের অন্তর্গত সামন্তপাসাদিকার উপক্রমণিকায় অশোকের অভিষেক সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ-লাভের ২১৮ বৎসর পরে অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অমিত্রাঘাত ২৭২ খ্রীঃ পূঃ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের ২১৪ বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং এই চারি বৎসর মধ্যে যে অশোক মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

অশোক মগধের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত হইয়া নিয়মিত ভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বের নয় বৎসর পর্য্যন্ত কোন ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই অভিষেক ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণকাল-মধ্যে কলিঙ্গবিজয় তাঁহার রাজত্বের এবং জীবনের একটী প্রধান ঘটনা। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কলিঙ্গ-বিজয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বিন্দুসারের রাজত্বকাল ২৫ বৎসর ধরিয়াছেন, Fleet সেই স্থলে ২৮ বৎসর ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ Royal Asiatic Societyর পত্রিকার প্রথম খণ্ডে Mr Fleet এই মতটী প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কলিঙ্গ বিজয়।

অনন্ত-নীলসিন্ধু-বিধৌত ও মহেন্দ্রগিরি-বেষ্টিত বিস্তৃত কলিঙ্গ-রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অতি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন প্রদেশ। এই কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ অতি প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে যদিও কলিঙ্গ* দেশের কোন উল্লেখ নাই, তত্রাপি কলিঙ্গরাজের দাসী-গর্ভজাত সন্তান কাক্ষীবানের বর্ণনা কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিবৃত আছে। মহাভারতের আদি পর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ ও কুহর নামে নৃপতিবর্গ কলিঙ্গে রাজত্ব করিতেন। সেই নৃপতিগণ ও তাঁহাদের রাজকুমারীরা চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কৌরব-পতি দুর্য্যোধন এক কলিঙ্গ রাজকুমারীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বীরবর কর্ণের সাহায্যে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ে বর্ণিত আছে যে, "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্ব্বত্র

---

* List of Antiquities of Madras, Sewell. ঋষি দীর্ঘতামসের ঔরষে ও বলিরাজার দাসী গর্ভজাত পুত্রের নাম কাক্ষীবান।

*² মহাভারত সভাপর্ব্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ।

গমন, দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যল্প মাত্র সহায়-সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য অন্য তীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুন তাপসগণপরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূল-মার্গে মণিপুর * গমন করিলেন।"

মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গম অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

সসাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়া সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতিভারত॥

অন্যত্রে লোমশমুনি কলিঙ্গের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণ মেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজ-সেবিতম॥

(মহাভারত—বনপর্ব্ব।)

* প্রাচীন কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত নগর বিশেষ। ইহা বভ্রুবাহনের রাজধানী মনিপুর নহে।

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশে বৈতরণী নদী আছে, ধর্ম্ম এখানে দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন; গিরিদ্বারা উপশোভিত সতত ঋষিগণ-সমাযুক্ত ও দ্বিজগণ-নিসেবিত এই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর।

মহাভারতের বর্ণনায় গঙ্গাসাগরের অনতিদূরে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে উত্তরে বৈতরণী নদী, দক্ষিণে রাজমহেন্দ্রী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মহেন্দ্রগিরি, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূখণ্ড কলিঙ্গপ্রদেশ নামে অভিহিত হইত। হরিবংশে বর্ণিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত হইতে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। টলেমি (Ptolemy) গঙ্গাসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে কলিঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"স তীর্থা কপিশাং সৈন্যৈঃ বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ। *
উৎকলা দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যজৌ॥"

নরপতি রঘু সৈন্যকর্তৃক আবদ্ধ মাতঙ্গসেতু নির্ম্মাণ করিয়া কপিশা † নদী পার হইলেন, সে স্থান হইতে উৎকলবাসিগণের

* রঘুবংশ ৪র্থ অধ্যায় (৩৮ ৪৩)।

† পণ্ডিতবর ল্যাসেন কপিশা নদীকে বর্ত্তমান সুবর্ণরেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মেদিনীপুর জিলান্বিত কাঁসাই নদীকেই প্রাচীন কপিশা নদী বলিয়া আমরা অনুমান করি। কাঁসাই নদীর শুদ্ধ নাম কংসাবতী। আমাদের বোধ হয় কপিশাবতী হইতেই কংসাবতী নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণ কালে কলিঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কোন্‌যোধ প্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চীন-ভাষাবিদ্‌ ফরাসী পণ্ডিত মনস্যুর স্তানিস্‌লাজুলে, "কোঙ্গ-যু-তো"র ভারতীয় নাম কোন্‌যোধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকেই বর্ত্তমান গঞ্জাম * প্রদেশকে প্রাচীন কোন্‌যোধরাজ্য বলিয়া অনুমান করেন। হুয়েনসাংয়ের ভ্রমণ সময়ে ললিতেন্দ্রকেশরী † এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহার চারি বৎসর পরেই তিনি কান্যকুব্জ-রাজ হর্ষ-বর্দ্ধনের দ্বারা পরাজিত হয়েন, এবং সেই অবধি কোন্‌যোধরাজ্য কান্যকুব্জের অন্তর্গত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান গঞ্জাম প্রদেশের প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই জনপদের পরিধি প্রায় ১০০০ বর্গ মাইল এবং রাজধানী প্রায় ৮ মাইল ব্যাপী ছিল। প্লিনি এই কলিঙ্গ রাজ্যকে ‡ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ এবং মহাকলিঙ্গ। টলেমি ত্রিগল্লিটন বা ত্রিলিঙ্গন নামে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতগৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ত্রিকলিঙ্গ

---

* কনিংহাম-প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান গঞ্জাম (Ganjam) প্রদেশকেই প্রাচীন কন্‌যোধ (Konyodha) বলিয়া বিবেচনা করেন।

† Ancient Geography of India. Cunningham.

‡ Sewell. Antiquities of Madras.

অর্থে তিনটী কলিঙ্গ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গের অপভ্রংশ উৎকল।

কালছুরির অনুশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, চেদীয় হৈহয় রাজবংশ কালাঞ্জরপুর ও ত্রিকলিঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের * মধ্যে কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণানদী-তীরশোভিত অমরাবতী বা ধানকরাজ্য, প্রাচীন অন্ধ্রাজ্য এবং কলিঙ্গ বা রাজমহেন্দ্রী, এই তিনটী প্রদেশ ত্রিকলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। কনিংহাম সাহেব ত্রিকলিঙ্গ ও তেলিঙ্গান (Telingan) একই প্রদেশ বলিয়া মনে করেন।

মহাভারত, হরিবংশ ও কালিদাসের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এক সময় সমগ্র উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কালসহকারে এই সীমা ক্রমশই খর্ব্ব হইতেছিল। কলিঙ্গ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম রাজপুর, † শ্রীকাকোলা বা চিকাকোল নামক নগরীও কলিঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে। কোন্ সময়ে এই রাজধানী কলিঙ্গপত্তনে নীত হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিঙ্গরাজ বেঙ্গীর (Vengi) রাজা কর্ত্তৃক বিজিত হইলে পর, রাজধানী রাজমহেন্দ্রী নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। মহাভারতে মণিপুর ও রাজপুর এবং বৌদ্ধগ্রন্থে দন্তপুর ও কুন্তবতী নামক প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কলিঙ্গ রাজ্য

---

* Cunningham, Ancient Geography of India.

† বৌদ্ধগ্রন্থে রাজধানীর নাম সিংহপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীন প্রদেশ। হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে * অনেক স্থলেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণতা, বীরত্ব ও শিল্প বাণিজ্য এক সময়ে ইতিহাস-বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস বা রাজবংশের বিবরণ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর-হস্তে শক্রদেব ও কেতুমান নামক পুত্রদ্বয়সহ উক্ত সংগ্রামে নিহত হয়েন। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশেও কলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ রাজকুমারী † বঙ্গরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধদেবের একটী দন্ত সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই স্থান পরে কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর নামে অভিহিত হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময় অতি সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য কলিঙ্গপ্রদেশ বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ প্রদেশ একটী সুবিখ্যাত জনপদ ছিল। শত শত দেবমন্দির দেশের শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। অনেকগুলি সংঘারাম ছিল ‡ ও প্রায় পঞ্চশত বৌদ্ধ ভিক্ষু তথায় অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে নিগ্রন্থ-সম্প্রদায়-ভুক্ত অসংখ্য লোকও তথায় বসতি করিত।

কলিঙ্গবিজয় সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বাপর জীবনের একটী অপূর্ব্ব

* বেশান্তর জাতক প্রভৃতি অতি প্রাচীন পালিগ্রন্থেও কলিঙ্গের বর্ণনা আছে।

† রাজকুমারী তিলকসুন্দরী। Cuninghum.

‡ Beal's Records of Western World, vol. II.

সন্ধিক্ষণ। মানবজীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন কোন একটী সামান্য ঘটনায় চিরসঞ্চিত সংস্কাররাশি স্বপ্নবৎ কোথায় বিলীন হইয়া যায় এবং অচিরে হৃদয়মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব সঞ্চার করিয়া এক নূতন পথে মানবের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত করে। যে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ বা প্রাণহীন শব আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে ক্ষণিকমাত্র ব্যথিত হইতেছি, সেই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, শবদেহ ও রোগকাতর আতুরকে দেখিয়া রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজৈশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনহীন ভিক্ষুবেশে জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সাধনার ফলস্বরূপ এক নূতন মহাসত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া, লোকের কল্যাণার্থ তাহা বিতরণ করিবার জন্য, তিনি দ্বারে দ্বারে আকুল হইয়া ফিরিয়াছেন। সেই নিমিত্তই শাক্যসিংহ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে নিত্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। অশোকের জীবনে কলিঙ্গ-বিজয় এইরূপ একটী শুভ পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত।

অশোকের সিংহাসনাধিরোহণের ত্রয়োদশবর্ষ অথবা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের অষ্টমবর্ষ পরে খ্রী পূঃ ২৬১ অব্দে * তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কলিঙ্গ বা কলিঙ্গত্রয় নামে আখ্যাত বিশালরাজ্য জয় করিয়া তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য মণ্ডলা-

* খৃঃ পূঃ ২৬০।

কারে পরিবর্দ্ধিত করিতে তিনি সেই বৎসর উদ্যম করেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। কলিঙ্গরাজ্য তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। কিন্তু রণক্ষেত্রের হৃদয়ভেদী ভীষণ দৃশ্যাবলী বিজয়ী সম্রাটের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। বিপদের ঘনতিমিরে তাঁহার চিত্ত আবরিত হইল, বিজয়ের ভাস্কর-ছটা সে গভীর আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার মানস-ক্ষেত্র আলোকিত করিতে পারিল না। পর্ব্বতগাত্রে, প্রস্তরফলকে, অমর-বাণীতে বিজিতেরমর্ম্মন্তুদ যাতনা, জেতার গভীর অনুতাপ হৃদয়ের আবেগে সম্রাট্ ক্ষোদিত করাইলেন। তাহার প্রতি অক্ষর তাঁহার অন্তরের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে আজিও সে লিপি পাঠ করিলে একটী ব্যথিত মানবাত্মার করুণমর্ম্মোচ্ছ্বাস যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। সে ভাষা সম্রাটের নিজের প্রাণের ভাষা, কোন অমাত্য বা রাজসচিবের সাধ্য নাই, যে সেরূপ ভাষায় মহারাজ অশোকের গভীর দুঃখ ও অনুতাপ বর্ণনা করিতে পারে। প্রস্তররাজি সজীবের ন্যায় নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে—

পবিত্র চরিত উদারচেতা সম্রাট্ তাঁহার অভিষেকের ৮ কিম্বা ৯ বৎসর পরে কলিঙ্গরাজ্য জয় করেন। সেই মহাহবে সার্দ্ধলক্ষ লোক বন্দী হইয়া আনীত হয়, তিন লক্ষ লোক হত এবং কত লক্ষ লোক যে বিনষ্ট হয় তাহার ইয়ত্ত্বা নাই।

"কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই, পূতচরিত সম্রাটের মৈত্রিধর্ম্ম রক্ষা, সেই ধর্ম্মে প্রীতি এবং সেই ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদান আরব্ধ হয়। এইরূপে সম্রাটের কলিঙ্গবিজয়জনিত গভীর অনুতাপের সূচনা হয়

যে হেতু কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করিতে হইলে অসংখ্য প্রাণীর হত্যা, জীবননাশ এবং বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী। তাহা পবিত্রচেতা সম্রাটের গভীর দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিঙ্গযুদ্ধে যে সমস্ত লোক হত, বন্দী ও তৎপরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার শতাংশ বা সহস্রাংশের একাংশ লোক বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে করুণাপূর্ণ সম্রাটের গভীর মর্ম্মবেদনার কারণ হইবে।" উপদেষ্টা সম্রাট্ তৎপরে বিশদভাবে যুদ্ধের নৃশংস ব্যাপার সমূহ বর্ণনা করিয়া এই মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছেন, যে প্রেমের জয়ই প্রকৃত জয়।

সেই মহাযুদ্ধ অবসানের ও কলিঙ্গবিজয়ের পর বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যের অধিবাসিগণ এবং সন্নিহিত অরণ্যবাসী বর্ব্বরজাতিগণ অতঃপর কি প্রণালীতে শাসিত হইবে, তাহার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া সম্রাট্ দুইটী বিশেষ অনুশাসন প্রচার করেন। অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত শাসনলিপির পরিবর্ত্তে এই দুইটী বিশেষ অনুশাসন কেবল কলিঙ্গরাজ্যের জন্যই প্রচারিত হয়। জোগাড় এবং ধৌলি নামক স্থানে সেই দুইটী অনুশাসন আজিও রক্ষিত হইয়াছে। বিজিত কলিঙ্গ-প্রদেশ রাজবংশসম্ভূত জনৈক যুবরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী পৃথক শাসনকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তোসালি নামক নগরে তাঁহার রাজধানী অবস্থিত ছিল। অধুনা কোন্ জনপদ তোসালি নামে আখ্যাত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা সম্ভবতঃ উড়িষ্যার অন্তঃপাতী পুরী জেলার কোনও স্থান হইবে।

কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক পুনরায় যে কোন নূতন যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। উপরি

উক্ত শাসনলিপিতে মহারাজ অশোকের সমরযাত্রানায়ক (wardens of the marches) নামক সেনানীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের দূর সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত তাহারা সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা ইহাই অবগত হই যে, যেদিন হইতে তিনি পবিত্র মৈত্রীধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, সেই দিন হইতে তিনি রাজ্যলিপ্সা বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, কোনও যুদ্ধ বা হিংসা ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। কলিঙ্গযুদ্ধ তাঁহার প্রথম সমরাভিযান না হইতে পারে, কিন্তু ইহাই তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শেষ সমরযাত্রা।

নবম অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে অশোকের দীক্ষা।

কলিঙ্গ-বিজয়ে অসংখ্য প্রাণি-হত্যায় অশোকের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। গিরিলিপি ও অন্যান্য অনুশাসন পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অনুশাসনের প্রতি ছত্রই অনুতপ্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি, প্রতি অক্ষরই শোকাশ্রুসিক্ত লেখনীপ্রসূত। অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বচক্ষে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া পররাজ্য-বিজয়-বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। সেই সঙ্গে পবিত্র ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়সংকল্প হইল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-চ্ছটায় অশোকের হৃদয়-সমুদ্রে ভূতদয়ার নূতন ভাব-স্রোত উদ্বেল হইয়া উঠিল। অশোক বুঝিলেন, শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারই যথার্থ বিজয় ঘোষণা। যে ধর্ম্ম প্রচারে লক্ষ লক্ষ প্রাণী সৎপথে নীত হয় ও জীবের দুষ্প্রবৃত্তি দমিত হইয়া পরম শান্তি লাভের পথ প্রশস্ত হয়, যে ধর্ম্মের অনুশীলনে হিংসা দ্বেষ বৈর প্রভৃতি দুঃখসহচর মনোবৃত্তিনিচয় দূরীভূত হয় এবং মানবজাতি পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হয়, অশোক সেই মহাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র জগতে যাবতীয় নরনারীর রাগ দ্বেষ ও মোহান্ধকার সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে অহিংসা-মূলক জ্ঞানময় ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবার জন্য পরম উৎসাহী হইলেন।

কলিঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পর হইতেই অশোকের মৈত্রী ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগের সূত্রপাত হয় ও বিপুল উৎসাহের সহিত সেই ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। অশোক তাঁহার ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে * বিবৃত করিয়াছেন, যে তিনি সার্দ্ধ দ্বিবৎসর কাল গৃহস্থ শিষ্যরূপে জীবন অতি-বাহিত করেন, তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মলাভের জন্য সম্যক্ আগ্রহ বা প্রয়াস হয় নাই ; কিন্তু এই লিপি-প্রচারের বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতে তিনি পবিত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি সমস্ত নরনারীর মধ্যে সেই ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উদ্দীপিত করিতে দৃঢ়প্রযত্ন হইয়াছেন। এইরূপে উক্ত লিপি হইতে অশোকের জীবনের ৪ বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ২৬১ অব্দে বা অভিষেক হইতে নবম বৎসর পরে কলিঙ্গ রাজ্য বিজিত হয়। তাহার ৪ বৎসর বা অভিষেক হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পরে খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ ও বিজয়ের বর্ণনা সংবলিত প্রস্তর-শাসন-লিপি † প্রচারিত হয়। সেই লিপির সহিত শেষোক্ত শাসন-লিপির যুগপৎ আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হইতে হইবে, যে অশোক তাঁহার অভিষেকের নবম বৎসর বা কলিঙ্গ-বিজয়ের অত্যল্প কাল পরেই গৃহস্থ শিষ্যরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তখনও সেই ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ও প্রীতি প্রবল হয় নাই, পরে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তখন অভিষেকের পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে বা অভিষেকের

* Minor Rock Ediet, ক্ষুদ্র গিরিলিপি, রূপনাথ পাঠ।

† ত্রয়োদশ গিরিলিপি-সাহারাজগিরি পাঠ।

ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তাঁহার বিখ্যাত ধর্ম্মশাসনলিপি সমূহ একে একে তিনি জগতে প্রচারিত করেন। সেই বৎসর হইতেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রস্তর ক্ষোদিত লিপি সমূহ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়, এ কথা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন। উপরি উক্ত ক্ষুদ্র শাসন-লিপি নবদীক্ষিত সম্রাটের বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল অনুরাগের প্রথম পরিচয়। তিনি স্বয়ং যে মহাভাবে ও জীবন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, সমস্ত নরনারীর অন্তঃকরণে সেই অনুরাগ ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিতে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী মহিমা চিরস্মরণীয় রূপে কীর্ত্তিত ও প্রচারিত করিতে তিনি বদ্ধ পরিকর হইলেন। নিকটে, দূরে, দুরান্তরে পর্ব্বত-গাত্রে শিলাস্তম্ভে তাঁহার মর্ম্মের কথা অক্ষরে অক্ষরে ক্ষোদিত করাইলেন। এইরূপ কত অগণিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত বাহির হইবে, কে বলিতে পারে? এই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার নামে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

মহাবংশে বর্ণিত আছে যে, যুবরাজ সুমনের পুত্র শ্রমণ নিগ্রোধ একদিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে সম্রাট্ অশোক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। মুণ্ডিতমস্তক ও কাষায়বাসপরিহিত বাল-ভিক্ষুর সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। মুগ্ধ হইয়া তখন সম্রাট্ তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। বালকের মুখে অমৃত-নিষিক্ত ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন। পরে প্রজাবর্গকে সমবেত করিয়া এই পবিত্র ধর্ম্মের প্রচার-মানসে নিগ্রোধ ও তাঁহার সহচর অন্যান্য ভিক্ষুগণের

প্রমুখাৎ বুদ্ধগাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সম্রাট্ একান্ত অনুরক্ত হইয়া এই সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এক দিবসেই তাঁহার দীক্ষা ও অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ঘটনা রাজা বিন্দুসারের দেহত্যাগের চারি বৎসর পরে সংঘটিত হয়। অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে মহাবংশে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু উহা সত্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা কঠিন। মহাবংশেই উক্ত হইয়াছে, যে, অশোক রাজা বিন্দুসারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু একই সময়ে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা এবং তাঁহার অভিষেকের উৎসব অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। অশোকের সিংহাসনে আরোহণ কালে যুবরাজ সুমনের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। মহাবংশেই ইহা উল্লিখিত আছে। এই ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, অশোকের অভিষেক-কালে নিগ্রোধের বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐ সময়ে শ্রমণ নিগ্রোধ সাতবৎসরের বালক বলিয়া উক্তগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন। চারিবৎসরের শিশু ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্ব সকল প্রচার করিত সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তিশূন্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী বৌদ্ধ লেখকগণের রচিত উপাখ্যান মাত্র। অশোকাবদানে লিপিবদ্ধ আছে, অশোক রাজধানীতে নরকপুরী নামে এক রমণীয় হত্যাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া চণ্ডগিরিককে রাজজল্লাদরূপে নিযুক্ত করেন। এই হত্যাগৃহে ভিক্ষু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে অশোকের, শ্রদ্ধা

ও বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

মহাবংশে * অশোক ও তাঁহার পত্নী অসন্ধিমিত্রা, নিগ্রোধ ও সিংহলরাজ তিষ্য সম্বন্ধে এক বিচিত্র উপাখ্যান রচিত আছে। পূর্ব্বে বারাণসী-ধামে তিন সহোদর মধু ব্যবসায় করিত। একজন দোকানে বসিয়া মধু বিক্রয় করিত এবং অপর দুইজন মধু সংগ্রহ করিয়া আনিত। জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধ † বারাণসীধামে প্রত্যহ ভিক্ষার্থ গমন করিতেন। একদিন তাঁহার মধুর আবশ্যক হইল, কিন্তু বারাণসী-ধামে কোথায় মধু পাওয়া যায়, তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, নগরের কূপ হইতে জল আনয়ন করিবার জন্য একটী যুবতী কলসী কক্ষে যাইতেছে। যুবতীর নিকট প্রত্যেকবুদ্ধ মধু প্রার্থনা করিলেন। যুবতী সাধুকে মধুপ্রার্থী দেখিয়া হস্ত দ্বারা বাজারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ স্থানে বাজার আছে, যা'ন মধু পাইবেন। প্রত্যেকবুদ্ধ বাজারে

* মহাবংশ পঞ্চম অধ্যায়।

† পালি ভাষায় ইহাঁদিগকে পচ্চেকবুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে নির্ব্বাণ-মার্গাবলম্বীদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা শ্রাবকবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যকসম্বুদ্ধ। যাঁহারা কাহারও উপদেশ ব্যতীত নির্ব্বাণের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকই প্রত্যেকবুদ্ধ বলা হয়। ইহাঁদের কাহাকেও উপদেশ দিবার অধিকার নাই। ইহারা নিজে নিজেই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, সেইজন্য ইহাঁদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলা হয়। প্রত্যেকবুদ্ধেরা এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। ইহারা সকল বিষয়ে সম্যকসম্বুদ্ধদিগের অপেক্ষা নিম্ন-বস্থা-প্রাপ্ত।

যাইয়া মধুর দোকান দেখিতে পাইয়া দোকানদারের নিকট মধু প্রার্থনা করিলেন।

মধুবিক্রেতা মধুপ্রার্থীকে একজন ত্যাগী সাধু দেখিয়া বরলাভের প্রত্যাশায় প্রত্যেকবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া মধু দান করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ আশাতীত মধু ভিক্ষা পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। মধুবিক্রেতা এই সময়ে বিনীতভাবে বরপ্রার্থনা করিল যে, সে যেন এই পুণ্যে জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতে পারে; কি পৃথিবীতে, কি অন্তরীক্ষে সহস্র যোজন ব্যাপিয়া যেন তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই সময়ে অপর দুই ভ্রাতা তথায় উপনীত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধের কমণ্ডলু মধুপূর্ণ দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। মধুবিক্রেতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই সাধুকে আমি মধুদান করিয়াছি, তোমরা এই পুণ্যকার্য্যের অংশী।" জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি একজন পতিত চণ্ডাল, কারণ চণ্ডালেরাই পীতবাস পরিধান করিয়া থাকে।" মধ্যম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিল, "এই প্রতারক ভণ্ডকে মহাসমুদ্রের অপর পারে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।" কনিষ্ঠ মধুবিক্রেতা অপর দুই ভ্রাতাকে শান্ত করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট অতি বিনীতভাবে বর প্রার্থনা করিল।

কনিষ্ঠ-ভ্রাতা বর লাভ করিল, দেখিয়া অপর দুই ভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া বর চাহিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মোক্ষ ভিক্ষা চাহিলেন। ইহার পর প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রফুল্লবদনে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া যুবতী তাঁহার নিকট সমস্ত অবগত হইল,—এবং স্বয়ং

এই বর প্রার্থনা করিল, যে এই মধুবিক্রেতা যখন জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইবে, সে যেন তাঁহার প্রিয়তমা ও প্রধানা মহিষী হইতে পারে। তাহার দেহের কোনও অঙ্গে যেন কোন প্রকার অসৌষ্ঠব না থাকে, প্রত্যেকবুদ্ধ বরদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। মধুবিক্রেতা পরজন্মে মগধাধিপতি অশোকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—অশোকের পাটমহিষী অসন্ধিমিত্রাই উক্ত যুবতী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রত্যেক বুদ্ধকে চণ্ডাল বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিল,—তজ্জন্য চণ্ডাল আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া নিগ্রোধ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পরে মোক্ষ বর প্রার্থনার ফলে এই সাত বৎসর বয়সে অর্হৎ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধ্যমভ্রাতা যিনি সাগর-পারে প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি সিংহলাধিপতি দেবপ্রিয় তিষ্য। এই সকল কাহিনী যে পরবর্ত্তী লেখকদিগের দ্বারা প্রচারিত বা বর্ণিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যে পরিবর্ত্তনে অশোকের জীবনী, চরিত্র ও সমগ্র রাষ্ট্রনীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। অশোকের পিতা রাজা বিন্দুসার হিন্দু ছিলেন এবং ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্যে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ও মাংশাহারীছিলেন। রণবিজয় আকাঙ্ক্ষায় কলিঙ্গপ্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে এই মৃগয়াতৃষ্ণা, জীবহিংসা প্রবৃত্তি ও দেশ বিজয় আকাঙ্ক্ষা কেন হঠাৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং কেনই বা মৈত্রীধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইহার সন্তোষ-

জনক উত্তর মিলে না। যৌবনের প্রারম্ভে যিনি অসাধারণ বীরত্ব-বলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিতে কেন রত হইলেন, অতীত ইতিহাস এই বিষয়ে নীরব। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ একজন বালভিক্ষুর উপদেশে বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অলৌকিকত্ব দর্শনে কিংবা বুদ্ধদেব-কথিত ভবিষ্যদ্‌বাণী শ্রবণে সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই বিচার্য্য। একজন সপ্তমবর্ষীয় বাল-ভিক্ষু ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অর্হৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন বা ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা অশোকের ন্যায় নরপতিকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন এইরূপ উক্তির মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ঐতিহাসিক বিচাররূপ কষ্টিপাথরে এরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারে অশোকের হৃদয় আকৃষ্ট হইলে, সম্ভবতঃ তাহা তিনি গিরিলিপিতে নিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু মহাবংশ একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার প্রামাণ্য অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা যে অধিক, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সিংহলের ভিক্ষুমণ্ডলী সযতনে এই গ্রন্থখানি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যদিও মহাবংশে অতিরঞ্জিত এবং অলৌকিক ঘটনাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাচ ইহাতে বর্ণিত ঘটনাদির মধ্যে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, বোধ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রমণ নিগ্রোধ সাত-বৎসর-বয়স্ক হউন বা না হউন, তাঁহার উপদেশ যে অশোকের জীবনের উপর কার্য্য করিয়াছিল,

ইহা অনায়াসে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, অশোক এই সম্বন্ধে স্বয়ং কিছু উল্লেখ করিয়াছেন কি না, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ত্রয়োদশ গিরিলিপি পাঠে জানা যায়, কলিঙ্গ বিজয়ে অশোক যে রোমহর্ষণ শোচনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি এই পবিত্রধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কোন উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করেন নাই। এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাত্যাগী ভিক্ষু ও আজীবকদিগের * পবিত্রজীবন চতুর্দ্দিকে নির্ম্মল সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভগবান্ তথাগতের যে পবিত্র মহিমা ও তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রেম ও দয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিতেছিলেন, তাহাতে সমগ্র সমাজ এক মহতী ঐশীশক্তির তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। এই সকল ঘটনা যে অশোকের মনোমধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা অঙ্কিত করিতে পারে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বোধ হয়, কলিঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই, যে কোন প্রকারেই হউক, অশোক অহিংসামূলক পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিয়া শক্তিলাভ করিয়াছিলেন ও এই নবধর্ম্মের অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহাবংশে বর্ণিত আছে, নিগ্রোধ শ্রমণের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক ষষ্টিসহস্র ভিক্ষুককে আমন্ত্রণ করিয়া পাটলিপুত্রে এক বিশাল মঠ নির্ম্মাণ করেন। মঠের নাম ছিল, অশোকারাম। † অশোক প্রায়ই অর্হৎ ও ভিক্ষুদিগের পবিত্র সঙ্গলাভের নিমিত্ত

* জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী।

† মহাবংশ।

অশোকারামে গমন করিতেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে এই নবধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মিল। একদিন তিনি উপস্থিত ভিক্ষুগণকে একস্থানে সমবেত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অশোকারামের সুবৃহৎ বিহারে ষাটি হাজার ভিক্ষু সম্মিলিত হইলেন। অশোক তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "মহাত্মগণ! ভগবান্ তথাগত-প্রদর্শিত ধর্ম্ম কি? তাঁহার উপদেশের সংখ্যা কত? ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে?" সঙ্ঘনায়ক মৌদ্‌গলি-পুত্র তিষ্য উত্তর করিলেন "তথাগতের উপদেশের সংখ্যা অপরিমেয়। কিন্তু মানবের কল্যাণার্থ চুরাশি হাজার উপদেশ সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।" পরে মৌদ্‌গলি-পুত্র তিষ্য সুললিত ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মনোহর ব্যাখ্যা করিলেন। অশোক তাঁহার বাক্যসুধা অবহিত ভাবে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ দশবলের প্রদর্শিত উদার ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে অশোক মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মানসপটে নির্ব্বাণধ্যানরত শাক্য রাজপুত্রের উজ্জ্বল ছবি সমুদিত হইল।

ত্রিরত্নের * এবম্প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইল। নূতন ভাব-স্রোত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল; এই নূতন মত একমাত্র সত্য বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এই সময় হইতে অশোক ভগবান্ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের চতুরশীতি সহস্র উপদেশ জগতে বিদিত আছে। এক্ষণে তিনিও লোক-কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার

* বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ।

সেই ভিক্ষুণীসহ লোক প্রেরণ করিলেন। ইহার পর শরীরধাতু পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া অশোক পরম আনন্দিত হইলেন এবং সমগ্র চৈত্যসকলে উহা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া সংস্থাপন করিলেন। চৈত্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়-প্রতিষ্ঠা হইল। এই চতুরশীতি সহস্র চৈত্য কূপ ও জলাশয় নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল লোক-কল্যাণের নিমিত্ত উহা উৎসর্গ করিতে সাতদিন ব্যাপী এক মহা উৎসবের * অনুষ্ঠানে সম্রাট্ অশোক কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু পাছে দুষ্ট মার প্রতিবন্ধক হইয়া উৎসবের আয়োজন নষ্ট করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি উপগুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহাকে মথুরা হইতে নৌকাযোগে পাটলিপুত্রে আনয়ন করিলেন। প্রবাদ এই যে, মার উৎসব নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, অসাধারণ ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন উপগুপ্ত দৈবশক্তি প্রভাবে মারকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করেন। পালিভাষায় লিখিত লোকপঞ্ঞত্তি † নামে একখানি গ্রন্থে উপগুপ্তের সহিত মারের এই সংগ্রাম সবিস্তার বর্ণিত আছে। ব্রহ্মদেশ-প্রচলিত এই উপাখ্যান হইতে জানিতে পারা যায়, যে

* মহাবংশে কেবলমাত্র চৈত্যগুলির উল্লেখ আছে, কূপ কিম্বা অন্য জলাশয়াদির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় মধ্যে আমরা কূপ ও জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাবংশ মতে এই উৎসব সাতদিন ব্যাপী ছিল। কোন কোন স্থলে এই উৎসব সাতমাস সাতদিন ধরিয়া হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। মহাবংশে এই উৎসব দীপাবলী উৎসব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

† Legend of Upagupta, 'Buddhism' Vol I. No. 2.

উপগুপ্ত একজন মহাস্থবির ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত ছিল ; সঙ্ঘ তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে প্রধান আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়।

—— ০:০: ——

তৃতীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতি।

ধর্ম্ম-সঙ্গীতি সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালের একটী প্রধান ঘটনা। পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমি আবহমান কাল হইতে ধর্ম্মের লীলাস্থল ছিল। বৈদিক যুগে দৃশদ্বতী ও সিন্ধুতটে যে মহান্ গীতি বশিষ্ঠ বামদেব ও কণ্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সোমপান-কষায় কণ্ঠে জলদগম্ভীর স্বরে গীত হইয়াছিল, সেই পবিত্র মহাগীতিময় বেদধ্বনি-মুখরিত ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের পাদস্পর্শে পূত ভারতভূমি আজিও জগতে প্রধান তীর্থরূপে পরিণত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির চিরলীলা-নিকেতন, ভারতের মনোভিরাম দৃশ্যে মানবের চিত্ত স্বতঃই বিমোহিত হয়। সম্মুখে শুভ্রতুষারকিরীটী হিমালয় অনন্তবিস্তার আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, পদতলে তৃণাচ্ছাদিত বন্ধুর শ্যামলভূমি ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া এক মনোমোহকর ছবি ভাববিহ্বল দর্শকের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। এই মহত্ত্বজড়িত সৌন্দর্য্যের মধ্যে মধ্যে শত শত স্রোতস্বিনীর মৃদুনিনাদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় সঙ্গীতে মিশ্রিত হইয়া মানবহৃদয়ে ভাব-তরঙ্গের পর ভাব-তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। সর্ব্বজন-মনোহর ভারতের এই ধর্ম্ম-প্রবাহ চিরদিন বিদ্যমান আছে। ভগবান্ শাক্যসিংহের আবির্ভাবে সমগ্র ভারত ধর্ম্মান্দোলনে স্পন্দিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্যাগী উদাসীন রাজপুত্রের বৈরাগ্যগাথায়

সকলেই মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিত। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

উরুবিল্বের বোধিদ্রুমতলে ভগবান্ শাক্যসিংহ যে মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ ভারতের দ্বারে দ্বারে তাহা প্রচার করিবার পর অবশেষে তিনি কুশীনগরে উপনীত হয়েন। বৈশাখী পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে কুশীনগরের শালতরুকুঞ্জে জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। অসংখ্য সাধু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই মহা সমাধি দর্শন করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে মহাকাশ্যপসহ সাত লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু শোকাভিভূত হৃদয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মহাপরিনির্ব্বাণলাভের পর স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে বুদ্ধ শিষ্যগণ পরিচালিত হইতেন। স্থবির কাশ্যপ বুদ্ধদেবের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ভগবান্ স্বহস্তে তদীয় প্রিয়তম শিষ্যকে তাঁহার নিজ পরিহিত গৈরিক বাস পরিধান করাইয়া শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারের ভারও তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া বুদ্ধশিষ্যগণ তদীয় ভস্মাস্থি নানা স্থানে বিতরণ করেন। মহাকাশ্যপ তাঁহার প্রতি তদীয় গুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া নিজের গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিলেন। কারণ ভগবান্ সুগত তাঁহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। উত্তর

কালে যাহাতে ভগবান্ শাক্যসিংহ প্রদত্ত অমৃতোপম উপদেশরাজি মানবের কল্যাণার্থ শাস্ত্ররূপে নিবদ্ধ থাকে, এই পবিত্র ও গুরু উদ্দেশ্যের মহা প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, তিনি পাঁচশত বাসনা বিমুক্ত ভিক্ষুকে সমবেত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষুগণ সকলে সমাগত হইলে, মহাস্থবির কাশ্যপ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহাতে বুদ্ধদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হয় এবং সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর ভিক্ষুবর্গের মধ্যে যাঁহারা অর্হৎপদ * প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থে রাজগৃহে গমন করিতে কাশ্যপ আদেশ করিলেন। এই স্থানেই তাঁহারা প্রথম বর্ষাবাস † যাপন করিবার ইচ্ছা

* পালি বৌদ্ধগ্রন্থে নির্ব্বাণ মার্গাবলম্বীদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; যথা, সোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ। যাঁহারা সবে মাত্র নির্ব্বাণ মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের সোতাপন্ন (সোত+আপন্ন), যাঁহারা এক জন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন তাঁহাদের সকৃদাগামী বলে। যাঁহারা এই জন্মেই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন, পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, তাঁহাদিগকে অনাগামী বলে। যাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে অর্হৎ বলে।

† আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ একস্থানে বসবাস করিতেন এবং এই সময় তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রপাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন; অন্য সময় তাঁহারা দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। বর্ষাকালে একস্থানে বসবাসের নাম বর্ষাবাস। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন, ও বর্ষাবাসের সময়ই সকলে সম্মিলিত হইয়া মহাকাশ্যপের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ * তখনও অর্হতের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু আনন্দকে সকলেই ধর্ম্মসঙ্গীতিতে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলেরই ধারণা আনন্দ ব্যতিরেকে ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন পূর্ণ হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষুগণ ব্যতীত এখানে অন্য কাহারও উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল। তাহার পর পূর্ণিমাতিথিতে তাঁহারা সকলে রাজগৃহে সম্মিলিত হইলেন। কাশ্যপ-প্রমুখ স্থবিরগণ মগধরাজ অজাতশত্রুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তথায় বর্ষাবাসের তিনমাস যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বিহারাদির সংস্কার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু তাঁহাদের অনুরোধ শ্রবণমাত্র বিহারাদি পুনঃসংস্কারের জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন। বৈভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণী-গুহা-সম্মুখে ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশনার্থ এক বৃহদায়তন সভাগৃহ নির্ম্মিত হইল। ভিক্ষুমণ্ডলীর উপবেশনার্থ বহুমূল্য নানা-কারুকার্য্য-সমন্বিত আসনাদি দ্বারা উক্ত সভাগৃহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। সভাগৃহের মধ্যস্থলে পূর্ব্বমুখে ভগবান্ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অতি মনোরম এক আসন নির্ম্মিত হইল। বর্ষাবাসের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় † দিবসে ধর্ম্মসঙ্গীতির ‡ অধি-

* আনন্দ বুদ্ধদেবের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র। ইনি ভিক্ষুবর্গ কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের উপস্থাপকের পদে (Attendant) নিযুক্ত ছিলেন।

† শ্রাবণের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ বা দ্বিতীয়া তিথি।

‡ বৌদ্ধযুগে যে চারিটী ধর্ম্মসভা আহুত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গীতি নামেই অভি-

বেশন আরম্ভ হয়। ক্রমে ভিক্ষুগণ সেই সুবৃহৎ ও সুশোভিত সভাগৃহে সকলে সমবেত হইলেন, কিন্তু আনন্দ তখনও তথায় উপস্থিত হন নাই। আনন্দের অনুপস্থিতির কারণ সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তন্মুহূর্ত্তেই অর্হৎ আনন্দ ঋদ্ধিপদ লাভপূর্ব্বক অলৌকিক শক্তি প্রভাবে শূন্যদেশে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পিটকত্রয়ের বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম সংগ্রহ করিবার ভার যথাক্রমে উপালি, আনন্দ ও মহাস্থবির কাশ্যপের উপর অর্পিত হইল। মহাকাশ্যপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু উপালি তাঁহার প্রশ্নগুলির বিশদভাবে সমাধান করিলেন। এইরূপে বিনয়ান্তর্গত সমুদয় নিয়মাবলী সংগৃহীত হইল। মহাকাশ্যপ স্থবির আনন্দকেও এইভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আনন্দ তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলীর যথার্থ মর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপে সূত্র-পিটক সংগৃহীত হইল। বিনয় ও সূত্র ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিয়া মহাকাশ্যপ স্বয়ং তাহা অভিধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত করিলেন। এইরূপে সপ্তমাসব্যাপী সঙ্গীতির অধিবেশন পূর্ণ হইল।

মহাবংশে বর্ণিত আছে, অজাতশত্রুর নৃশংস পুত্র উদয়িভদ্র পিতাকে হত্যা পূর্ব্বক সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া ষোড়শ

হিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে স্থবিরগণ শাস্ত্রগ্রন্থ সকল সঙ্গীতস্বরে পাঠ করিতেন, তাহা হইতে উক্ত সভার ধর্ম্ম সঙ্গীতি নাম হইয়াছে।

বৎসর রাজত্ব করেন। এইরূপে উদয়িভদ্রের পুত্র অনুরুদ্ধক ও অনুরুদ্ধকের পুত্র মুণ্ড নিজ নিজ পিতাকে হত্যা পূর্ব্বক সিংহাসন অধিরোহণ করেন। ইঁহাদের দুইজনের রাজত্বকাল আট বৎসর মাত্র। মুণ্ডের পুত্র নাগদাসকও পিতাকে হত্যা পূর্ব্বক ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। জনপদবাসিবৃন্দের এইবার অসহ্য হইল। এইরূপ ঘৃণিত আচরণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা এই পিতৃঘাতী রাজবংশের উচ্ছেদসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও নাগদাসককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুসুনাগ নামক বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র কালাশোক মগধের সিংহাসন অধিরোহণ করেন। বুদ্ধদেবের মহাপরি নির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে কালা-শোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। কাল-ক্রমে সংঘের কঠোর নিয়মাবলী শিথিল হইতে লাগিল; এবং স্থানে স্থানে ধর্ম্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিতেছিল। বৈশালী নগরে মহাবন-বিহারে বহু সংখ্যক ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহারা ভিক্ষু বর্গের আচার বহির্ভূত দশবিধ * প্রথা নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন।

* দশবিধ নিষেধ বস্তু। অথানুক্কমেন পচ্ছস্তেসু রত্তিন্দিবেসু বসসুসত পরি-নিব্বুতে ভগবতি বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্খু বেসালিয়ং। "কপ্পতি সিঙ্গিলোণ কপ্পো, কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো, কপ্পতি গমন্তর কপ্পো, কপ্পতি আবাস কপ্পো, কপ্পতি অনুমতি কপ্পো, কপ্পতি আচিন্ন কপ্পো, কপ্পতি অমথিত কপ্পো, কপ্পতি জলোহি

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বৃজিগণ উক্ত ভিক্ষুদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দশবিধ বস্তুর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিতে লাগিল। একদা কাকন্দক-পুত্র স্থবির যশ বৈশালী ভিক্ষুদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে মহাবনবিহারে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে একদিন উক্ত বিহার-গৃহে উপোসথ * ক্রিয়া অনুষ্ঠানকালে

পাতুং, কপ্পতি অদসকং নিসিদনং, কপ্পতি জাতরূপ রজতং, ইতি ইমানি দশ বত্থুনি দিপেস্থুং

ভগবানের পরিনির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে বৈশালীর বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ এই দশ বস্তু নিষিদ্ধ হইলেও ভিক্ষুগণের পরিভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (১) শৃঙ্গের ভিতর পুরিয়া লবণ প্রয়োজন মত ব্যবহার করা, (২) দ্বিপ্রহরের পরও ছায়া দুই আঙুল যাওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আহার করা। (৩) নিমন্ত্রিত হইয়া গ্রামান্তরে যাইবার কালে আহার করিয়া যাওয়া। (৪) বিভিন্ন বিহার বাসী ভিক্ষুগণকে একই স্থানে উপোসথ করিতে বাধ্য করা (৫) উপোসথাদি কর্ম্ম শেষ করিয়া উপোসথে উপস্থিত হইতে অসমর্থ ভিক্ষুর জন্য প্রার্থনা (৬) আচার্য্য ও উপাধ্যায় যাহা করিয়াছেন, অন্যায় হইলেও তাহা পালন করা। (৭) স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়াছে, অথচ দধির অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ দুগ্ধ কোন ভিক্ষুর আহারের পর আসনান্তরে গিয়া ভোজন। (৮) সুরায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে কপোতের পায়ের মত বর্ণবিশিষ্ট অবস্থায় সুরাপান ভিক্ষু-কর্ত্তৃক অন্যায় নহে। (৯) আচ্ছাদন বিশিষ্ট আসন ব্যবহারকরা। (১০) স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রচলন।

* উপোসথ (সংস্কৃত) উপবাসাথ। পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা চতুর্দ্দশী এবং শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি উপোসথ সময়। ইহার মধ্যে পূর্ণিমা অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ভিক্ষুগণ কোন বিহারাদিতে সম্মিলিত হইতেন। তথায় কোন এক স্থবির ভিক্ষুকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতেন ও শত শনেক

ভিক্ষুমণ্ডলী ও অন্যান্য বৌদ্ধগণ সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় একটী জলপূর্ণ সুবর্ণপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারা সাধারণ বৌদ্ধদিগকে ভিক্ষু-বর্গের ব্যবহারার্থ উক্ত পাত্রে কার্ষাপণ (কাহন কড়ি) নামক সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করেন। এইরূপ প্রথা বুদ্ধদেবের উপদেশ-বহির্ভূত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া, স্থবির যশ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে, উক্ত বৈশালী ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি প্রতিশরণীয়া * দণ্ডবিধান করা হয়। যশ এই দণ্ডের ব্যবস্থা শ্রবণপূর্ব্বক পাটলিপুত্রে আগমন করেন ও তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে থাকেন। এই সংবাদ শ্রবণে মহাবনবিহারের ক্রুদ্ধ ভিক্ষুগণ যশের প্রতি উৎক্ষেপণীয়া † দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে তথায় গমন করিলেন এবং যশের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্থবির যশ তাঁহাদের এইরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া কৌশাম্বী ‡ নগরে গমন করিলেন।

দিনের কৃত অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। ইহাই তাঁহাদিগের পাপদেশনা। ইহার মধ্যে অষ্টমী তিথি কেবল মাত্র গৃহস্থদিগের পুণ্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল।

* "পটিসারনিয়ো" (প্রতিশরণীয়) ভিক্ষুগণের দণ্ড বিশেষ। যদি কোন ভিক্ষু কারণ ব্যতীত কোন গৃহস্থের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন সেই অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনাকে পটিসারনিয়ো দণ্ড বলে।

† উক্কেপনিয়ো (উৎক্ষেপণীয়) সংঘ হইতে বহিষ্করণ অর্থাৎ দোষী ভিক্ষুকে সংঘের কোন কার্য্যে যোগ দিতে না দেওয়া।

‡ কৌশাম্বী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার ঐতিহাসিকত্ব প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রয়াগ হইতে যোল কিম্বা সতের ক্রোশ দূরে যমুনা

তথা হইতে পাভেয্য * ও অবন্তির ভিক্ষুসংঘকে এই সংবাদ প্রেরণ

নদীর উপর প্রাচীন কৌশাম্বী নগরী অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান কৌশাম নামক গ্রামই কোশাম্বীর স্থান বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক সময় কোশাম্বী নগরী সমগ্র উত্তর ভারতের রাজধানী ছিল। হস্তিনাপুর ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে পর, এই স্থানেই পাণ্ডবেরা রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রামায়ণের ন্যায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও কোশাম্বীর উল্লেখ আছে। কালিদাস তাঁহার মেঘদূত * কাব্যে কোশাম্বীরাজ উদায়নের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। রত্নাবলী নামক সংস্কৃত নাটকে রাজা উদায়নই, বৎসরাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই কোশাম্বী নগরেই রত্নাবলীর দৃশ্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ললিতবিস্তর † নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, যে দিবস বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিনেই কোশাম্বীরাজ সতানিকের পুত্র উদায়নবৎস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উদায়ন বৎসের যশোরাশি তিব্বতবাসিগণও ‡ বিদিত ছিল। সিংহলগ্রন্থেও § বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষের যে অষ্টাদশটী রাজধানী ছিল, কোশাম্বী তাহাদের অন্যতম; ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ষষ্ঠ ও নবম বৎসর এই স্থানে অতিবাহিত করেন। রাজা উদায়নবৎস, এক চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার রাজধানীতে স্থাপন করেন। হুয়েনসাং ¶ ভারত ভ্রমণকালে এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাত্রই এক্ষণে এই স্থানে অবশিষ্ট আছে।

* পাভাগ্রামের নাম হইতে বিহারের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

* Wilson, Meghduta. † Foucaux, translation of the Tibetan version of the Lalita Vistara.

‡ Csoma de koros. § Hardy, Manual of Buddhism.

¶ Julien, Hiouen Thsang.

করিয়া ভাগীরথী অতিক্রম পূর্ব্বক অহোগঙ্গা পর্ব্বতে উপনীত হইলেন এবং ভিক্ষু সম্ভূতকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ক্রমে স্থবির যশের প্রতি বৃজ্জিদেশস্থ ভিক্ষুগণের অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে দলে দলে ভিক্ষুগণ তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। মহাবংশে বর্ণিত আছে যে প্রায় নব্বই হাজার ভিক্ষু তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। সকলেই পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলেন, যে তৎকালীন সংঘের নায়ক পবিত্রস্বভাব স্থবির রেবতের নিকট সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া ইহার প্রতিকার স্থির করা কর্ত্তব্য। তখন সম্মিলিত ভিক্ষুগণ স্থবির রেবতের নিকট গমন করিলেন।

স্থবির রেবত স্থিরচিত্তে সমুদায় কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলকে বৈশালী অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রেবতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রচুর উপঢৌকনসম্ভারসহ বৈশালীর ভিক্ষুদল রেবতের নিকট সমাগত হইল। কিন্তু তিনি উপহার দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। ভিক্ষুদল বিফল-মনোরথ হইয়া রাজধানী পুষ্পপুরে গমনপূর্ব্বক সম্রাট্ কালাশোকের নিকট উপনীত হইলেন। কালাশোক তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—"গৌতমবুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশে আমরা মহাবনবিহারে বাস করিয়া থাকি; আমরাই এ পর্য্যন্ত এই সুবিখ্যাত বিহার সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে অন্যস্থান হইতে ভিক্ষুদল আসিয়া আমাদের এই বিহার অধিকার করিবার জন্য বৈশালী অভিমুখে আগমন করিতেছে।

আপনি তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত * করুন। নরপতি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলে তাঁহারা বৈশালী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে দূতমুখে সম্রাট্ কালাশোক শ্রবণ করিলেন, যে অসংখ্য ভিক্ষু বৈশালী অভিমুখে গমন করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি মহাবনবিহারের ভিক্ষুগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার অমাত্য-বর্গকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহারা অন্য পথে গমন করিল। প্রবাদ আছে, সেই দিন গভীর রজনীতে নরপতি স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি লৌহকুম্ভি নামক ভীষণ নরকে পতিত হইয়াছেন। ভয়ে ও সন্ত্রাসে তিনি আর্ত্তনাদ করিতেছেন। সেই বিপৎকালে রাজা কালাশোক চকিতনেত্রে দেখিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা তেজস্বিনী পূতচরিত্রা নন্দা ভিক্ষুণী শূন্য-পথে তথায় সমাগত হইয়াছেন। নরপতি কালাশোককে সম্বোধন করিয়া ভিক্ষুণী বলিতেছেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত গুরুতর ও দোষাবহ। নিষ্ঠাবান জিতেন্দ্রিয় অর্হৎগণের নিকট তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের উচ্চলক্ষে সম্মিলিত হইয়া সত্যধর্ম্ম বিবোধিত কর।" এই বলিয়া রাজভগিনী অন্তর্ধান করিলেন। অতি প্রত্যূষে শয্যা-হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নরপতি কালাশোক স্বপ্নবিষয়ে নানা-প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদ্বিগ্ন মনে একাকী বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবনবিহারে সমুপস্থিত হইয়া

* মহাবংশ।

উভয়পক্ষীয় ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। অবশেষে তিনি স্থবির রেবত-প্রমুখ অর্হৎবৃন্দের স্বপক্ষে নিজ অভিমত প্রদান করিলেন।

তখন মহাবন বিহারে ভিক্ষুবর্গ সমবেত হইয়া দশবিধ নিষিদ্ধ বস্তুর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে তথায় বিষম বাক্‌বিতণ্ডা কলহ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় ভিক্ষুদল নানাবিধ যুক্তি সহকারে স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মহাস্থবির রেবত সেই মহাকোলাহল দেখিয়া সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিলেন যে উব্বাহিকা * "বিধি অনুযায়ী এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। স্থবির রেবতের প্রস্তাব অনুসারে আটজন ভিক্ষু † নির্ব্বাচিত হইলেন। আট জনের মধ্যে পশিনা বিহারের ভিক্ষু সর্ব্বকামী, শল্য, কুব্যশোভিত, বাসবগামিক এবং অপর চারি জন পাভেয্য বিহারের অন্তর্গত রৈবত, সভূত, কাকণ্ডক-পুত্র যশ, ও সুমন। তাঁহারা বালুকারাম বিহারে গমন করিলেন। এই বিহারভূমি অতি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত ছিল। জন কোলাহল দূরে থাকুক, তথায় কোন পক্ষীর ডাকও শ্রুতিগোচর হইত না। কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, মহাস্থবির রেবত একে একে দশবিধ বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসা

* উব্বাহিকা (উব্বাহিকা) কোন অপরাধ নিবন্ধন ভিক্ষুসংঘ হইতে বহিষ্করণ। (মহাবংশ)

† এইরূপ কথিত আছে যে, স্থবির সর্ব্বকামী, শল্য, রেবত, কুব্যশোভিত ও যশ, ইঁহারা মহাস্থবির আনন্দের; বাসবগামিকা এবং সুমন অনুরুদ্ধের শিষ্য ছিলেন।

করিতে লাগিলেন। অর্হৎ সর্ব্বকামী সকলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রেবতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী এই দশবিধবস্তুর আচরণ নিষিদ্ধ, এবং যাঁহারা এই শাস্ত্রবিধি পালন করিবেন না, তাঁহারা দণ্ডার্হ। সর্ব্বকামী শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দশবিধ বস্তুর নিষিদ্ধতা প্রমাণ করিলেন। উক্ত বৈশালীর ভিক্ষুবর্গকে * পাতিত্য দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার্থ মহাস্থবির রেবত সাত শত অর্হৎ-পদ-প্রাপ্ত ভিক্ষুকে আহ্বান পূর্ব্বক বালুকা-রাম বিহারে ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন সম্পন্ন করিলেন। কালা-শোকের রাজত্বের দশম বৎসরে রেবতের নেতৃত্বে ইহার কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির কার্য্য সমাধা হইতে আট মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের † উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির পরিসমাপ্তির পর অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় ধর্ম্মমহাসভা আহূত হইয়াছিল। অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হইবার সপ্তদশ বৎসর পরে এই সভার অধিবেশন হয়। অশোকারামে মহাস্থবির মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য তৎকালে সর্ব্বপ্রধান সংঘনায়ক ছিলেন। কথিত আছে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে স্বার্থপর অর্থলোভী ভিক্ষুবেশী প্রতারকগণের দ্বারা গ্লানি প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

* ভিক্ষুর অধিকার চ্যুত করা।

† থেরবাদ, মহাসঙ্গীতি, গোকুলিক, একব্যবহারিক, প্রজ্ঞাপ্তি, বাহুলিক, চৈত্তীয়, সর্ব্বার্থিক, ধর্ম্মগুপ্তিক, কাশ্যপীয়, সন্‌কান্তিক, সূত্র, হৈমবত, রাজগিরিয়, সিদ্ধান্তিক, পূর্ব্বশৈলীয় এবং অপরশৈলীয়।

দূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে তিনি ভাবী যুগের অধঃপতন নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়তম শিষ্য মহেন্দ্রের প্রতি শিষ্যমণ্ডলীর ভার অর্পণ পূর্ব্বক নিজে অহোগঙ্গা পর্ব্বতে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।

পূর্ব্বে রাজানুগ্রহে যে সকল অলস লোভীগণ প্রতিপালিত হইত, অশোকের রাজত্বকালে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া তাহারা গৈরিকবসন পরিধানপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিতে লাগিল। এইরূপে উপধর্ম্মা-বলম্বিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৌদ্ধজগতে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইল। প্রকৃত নিষ্ঠাচারী বৌদ্ধভিক্ষুগণ, ইহাদের ব্যবহারে জম্বুদ্বীপের কোন মন্দিরে উপোসথ কিম্বা পবারণ * ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিত না।

এই ভাবে সাত বৎসর অতীত হইলে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবনতির কথা শ্রবণ করিলেন। এই গ্লানি দূর করিবার জন্য তিনি অচিরে একজন সচিবকে অশোকারামে প্রেরণ পূর্ব্বক ভিক্ষুমণ্ডলীকে উপোসথ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ

* পবারণ (সংস্কৃত প্রবরণ) ইহা বর্ষাবাসের শেষ দিন। এই দিন ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হয়েন এবং পরস্পরের মধ্যে যদি কেহ কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই দিন গৃহস্থগণ সংঘকে চীবরাদি দান প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ সমগ্র বর্ষাবাসকে "পবারণা" বলিয়া থাকেন।

করিলেন। মন্ত্রী উক্ত বিহারের সমুদয় ভিক্ষুকে সমবেত করিয়া রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষু-সংঘ বিধর্ম্মীদিগের সহিত উপোসথ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে মন্ত্রী কোপাবিষ্ট হইয়া কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে একে একে নিহত করিতে লাগিলেন। রাজভ্রাতা ভিক্ষু তিষ্য এই আকস্মিক মহাহত্যাকাণ্ড নিবারণার্থ মন্ত্রী সম্মুখীন হইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে দর্শন করিয়া অশোকারাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ-সমীপে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি অশোক সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বিহারে উপনীত হইলেন এবং এই হত্যাজনিত পাপ কাহাকে স্পর্শিবে নরপতি ব্যাকুলভাবে সমাগত ভিক্ষুবর্গকে এই প্রশ্ন করিলেন। এই পাপ-কার্য্যের জন্য কেহ অশোককে, কেহ হত্যাকারী মন্ত্রীকে এবং কেহ কেহ উভয়কেই অপরাধী স্থির করিলেন। অশোক ভিক্ষুগণের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি তাঁহাকে সংশয়সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়া শান্তি প্রদান করিতে পারেন? তদুত্তরে ভিক্ষু সংঘ উত্তর করিলেন, যে একমাত্র মোদ্‌গলিপুত্র তিষ্য ইহার মীমাংসা করিতে সক্ষম। তাঁহার নাম শ্রবণমাত্রই অশোকের হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইল। তাঁহাকে পাটলিপুত্রে আনয়ন করিবার জন্য অশোক দুই বার লোক প্রেরণ করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। ইহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থবিরের পাটলিপুত্রে আগমন না করিবার কারণ কি?" সংঘ বলিলেন, "মহারাজ! একমাত্র ধর্ম্ম-

সংস্থাপনার্থ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আগমন করিবেন, নচেৎ আসিবেন না। অনন্তর পুনরায় নরপতি অশোক সহস্র সহস্র অনুচরসহ ভিক্ষু ও সচিববৃন্দকে স্থবিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের গমনকালে নরপতি বলিয়াছিলেন, যদি স্থবির শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিতে সমর্থ না হন, তবে আপনারা তাঁহাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া আনিবেন। তাঁহার আদেশমত তাঁহারা সেই তপস্যানিরত মহাস্থবিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "প্রভো! মগধাধিপতি মৌর্য্যরাজ সম্রাট্ অশোক আমাদিগকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বিনীতভাবে আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছেন, যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের গ্লানি দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধি সংস্থাপন করিতে ব্রতী হইয়াছেন। এই মহাব্রত পালন করিবার জন্য তিনি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।" ধ্যান-নিরত স্থবির এই বাক্য শ্রবণমাত্র যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা সম্মান পুরঃসর স্থবিরকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে আগমন করিলেন। এদিকে রাজা দূতমুখে স্থবিরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নগর সুসজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নরপতি স্বয়ং নদীতীরে গমনপূর্ব্বক নদীতে অবতরণ করিয়া ভক্তি বিনম্রহৃদয়ে স্থবিরকে প্রণাম করিলেন। স্বীয় দক্ষিণস্কন্ধে তাঁহার বাহু রক্ষা করিয়া তাঁহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইলেন। মহাসমারোহে তাঁহাকে রতিবর্দ্ধন নামক প্রাসাদে লইয়া গেলেন। অশোক স্বহস্তে তাঁহার পাদধৌত করিয়া দিলেন। কথিত আছে মহাস্থবির তিষ্য এই স্থানে অসাধারণ দৈবশক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক

সকলের ভক্তি ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিশ্রামানন্তর নরপতি অতি ধীরভাবে সচিব কর্তৃক কতিপয় ভিক্ষুর হত্যাকাণ্ড বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই হত্যাজনিত পাপ কাহাকে স্পর্শ করিবে? মহাস্থবির অশোককে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, পাপে অভিসন্ধি ব্যতীত পাপ সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহার "পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপে মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য সম্রাট্ অশোককে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সপ্তদিবস মধ্যে রাজা নানাস্থানে দূত প্রেরণ করিয়া সমগ্র ভিক্ষু-মণ্ডলীকে তথায় আহ্বান করিলেন। ভিক্ষুমণ্ডলী সমবেত হইলে মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য সহ অশোক প্রত্যেক ভিক্ষুকে একে একে আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহার কি মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শাশ্বতবাদ * ও অন্যান্য উপধর্ম্মসমন্বিত মার্গকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখা করিতে লাগিলেন। রাজা উক্ত বিধর্ম্মী ভিক্ষুদলকে পতিত বলিয়া সংঘ হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। মহাবংশে তাঁহাদের সংখ্যা ষাটি হাজার বলিয়া উক্ত আছে।

প্রকৃত ভিক্ষুবর্গকে অশোক উক্ত প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্-ত্তরে বিভাজ্যবাদ বা বিচারমূলক ধর্ম্মের উল্লেখ করিলেন। বিভাজ্যবাদই বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষা ইহা অবগত হইয়া অশোক

* শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদ বাদ। এই উভয় মতই বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী। বুদ্ধদেব উভয় মতই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। শাশ্বত বাদ মতে সকল বস্তুই নিত্য ও অনাদি, সকল বস্তু ধ্বংসশীল ইহাই উচ্ছেদবাদের মত।

মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যদি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই ভিক্ষুসংঘ পুনরায় বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন; ইঁহারা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া উপোসথক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।" স্থবির তখন, সেই অসংখ্য ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে এক সহস্র অর্হৎকে ধর্ম্মসঙ্গীতির জন্ম নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। এই সহস্র ভিক্ষু, সকলেই জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, ত্রিপটকে পণ্ডিত, এবং বহুপ্রকার গুণসম্পন্ন। মহাকাশ্যপ এবং স্থবির যশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য ইঁহাদের লইয়া পাটলিপুত্রে তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন সম্পন্ন করিলেন। সেই ধর্ম্মসভাগৃহে স্থবির তিষ্য ধর্ম্মসংশয় দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ * প্রদান করিয়াছিলেন। নরপতি অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে † এই মহাসমিতির অধিবেশন নয় মাস ব্যাপী ছিল। সেই ত্রিসপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ স্থবির মৌদ্‌গলিপুত্র

* এই উপদেশ অভিধর্ম্ম পিটকান্তর্গত কথাবস্তুপ্রকরণ নামক গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ আছে।

† মহাবংশ মতে অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসর পরে তৃতীয় ধর্ম্ম মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু Vincent Smith প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেন যে অশোকের অভিষেকের ত্রিশ বৎসর মধ্যে এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। কারণ তাঁহার রাজত্বের উনত্রিশ বৎসর সময়ে শেষ স্তম্ভলিপি ক্ষোদিত হয়। তাঁহারা অনুমান করেন যে উক্ত সময়ের মধ্যে যদি ওইরূপ কোন বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত হইত, তাহা হইলে অনুশাসনের কোথাও না কোথাও উক্ত বিষয় উল্লিখিত থাকিত। সেই জন্ম অশোকের রাজত্বের ত্রিশ বৎসর সময়ে ধর্ম্ম মহাসমিতির কাল বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন।

তিষ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব পুনঃপ্রচারিত করাতে চারিদিকে ত্রিরত্নের মহিমা প্রচারিত হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তৃতীয় ধর্ম্মসভা ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল।

এই ধর্ম্ম সঙ্গীতির অধিবেশন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মাশোকের রাজত্বকালে ধর্ম্মমহাসমিতির অধিবেশন আদৌ হয় নাই। যদি এইরূপ কোন বৃহৎ ঘটনা তাঁহার রাজত্বকালে সংঘটিত হইত, তবে তাঁহার গিরিলিপিতে ও অন্যান্য অনুশাসনরাজিতে ইহার কোন না কোন উল্লেখ থাকিত। যদি এই তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতির মূলে কোন সত্য নিহিত থাকিবে, তবে ভারতীয় বা চীনদেশীয় উপাখ্যানে ইহার কোন উল্লেখ নাই কেন? অতএব মহাবংশের বর্ণিত এই ঘটনা সত্য বলিয়া কিরূপে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, এখনও অশোকের সমগ্র গিরিলিপি ও অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা অশোকের রাজত্বের সমগ্র ঘটনাবলীর বিচার করিতে পারা যায় না। অনুশাসন ও গিরিলিপিতে যে ঘটনাগুলির উল্লেখ আছে, তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু যে ঘটনা-গুলি তাহাতে উল্লিখিত নাই, তাহা আদৌ সংঘটিত হয় নাই বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। বিশেষ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। মহাবংশ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে ভারতের অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অশোকের রাজত্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র। যখন ভারতীয় ভিক্ষুদল সিংহলে অবস্থান করিয়া ভগবান্ তথাগতের মহিমা প্রচার করিতেন, তখন তাঁহারা ভারতের ইতিহাসও কীর্ত্তন করিতেন। নতুবা আজ আমরা মহাবংশে অশোক বা বিন্দুসারের নামমাত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাইতাম না। সুতরাং অনুশাসনে ও গিরিলিপিতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া মহাবংশের বর্ণিত এত বড় ঘটনা অলীক বা কবিকল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় না। এ বিষয়ে ভারতীয় উপাখ্যানের মধ্যে একমাত্র অশোকাবদান। ইহাতে ধর্ম্ম মহাসভার কোন উল্লেখ নাই সত্য কিন্তু ইহা প্রকৃত ইতিহাস নহে। ইহা এক খানি অবদানগ্রন্থমাত্র। দুই এক খানি পুরাণ ব্যতীত ভারতীয় কোন গ্রন্থে অশোক বা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস কীর্ত্তিত হয় নাই। চীন দেশীয় গ্রন্থ যাহা এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অশোকের সমসাময়িক নহে। বিদেশী পরিব্রাজকদিগের নিকট সমুদয় ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরাশা মাত্র। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, যাহা লোকমুখে শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতির কথা অসত্য বা কল্পিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

একাদশ অধ্যায়।

অশোকের ধর্ম্মপ্রচার।

ধর্ম্ম-মহাসঙ্গীতির অধিবেশনের পর বৌদ্ধধর্ম্ম মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মজগতে সুবিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ধর্ম্মের নামে যে সকল কদাচার সংঘমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। ধর্ম্ম-মহা-সঙ্গীতি বৌদ্ধ সংঘকে পুনরায় সুসংস্কৃত ও সুগঠিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিল। ইতিপূর্ব্বে বিম্বিসার প্রভৃতি রাজন্য বর্গ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ভিক্ষু সংঘকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বতন প্রথামত সংঘের অধিনায়ক মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা-প্রচারের নিমিত্ত সম্রাট্ অশোকের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। পূর্ব্বেই অশোকের ধর্ম্মপরায়ণতা ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর তিনি বুদ্ধদেব-প্রদত্ত অমূল্য উপদেশাবলী কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণান্তর তিনি আড়াই বৎসরের অধিক কাল উপাসকরূপে * অতিবাহিত

---

* বৌদ্ধ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে উপাসক বলে। ইঁহারা কেবল মাত্র পঞ্চ ও অষ্ট শীলের অধিকারী।

করিয়াছিলেন। অনন্তর খ্রীঃ পূঃ ২৫৯ অব্দে তাঁহার অভিষেকের একাদশ বৎসর কালে অশোক ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণ উপদেশ সকল যথাযথরূপে পালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত দেবোপাসনা তাঁহার নিকট অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ভিক্ষুসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিহার ও ধর্ম্মরাজিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। পাটলিপুত্র নগরে সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মাণের ভার স্থবির ইন্দ্রগুপ্তের * উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই নিম্মাণকার্য্য শেষ হইতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। রাজধানীর এই বিহার বিচিত্রশিল্পকলাপূর্ণ কারুকার্য্যখচিত বৃহদায়তন ছিল; তজ্জন্য স্থবিরগণ কর্ত্তৃক উহা অশোকারাম নামে অভিহিত হইত।

ইহার পরেই অশোক উপগুপ্তসহ নানা বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক প্রবল ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। সপ্তদিনব্যাপী † দীপাবলী উৎসব, স্থানে স্থানে বিচিত্র স্তম্ভরাজি ও বিহারাদি নির্ম্মাণ, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মবিধির প্রচার, উৎকীর্ণ শিলালিপি দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠান তাঁহাকে মানবসমাজে ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিগণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র জগতে বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ভার অশোক মহাস্থবির তিষ্যের উপরেই অর্পণ করিলেন। তিষ্য ভারতের নানা প্রদেশে ও ভারতের বহির্ভূত নানা বিদেশীয় রাজ্যে

* মহাবংশ।

† মহাবংশ।

ধর্ম্মপ্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্রই জ্ঞান, ধর্ম্ম; নীতি, পবিত্রতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মপ্রচার ভারতে সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধশিষ্যদিগের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব এই স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্বগুলি কেবলমাত্র প্রকৃত অধিকারীকে প্রদত্ত হইবে, এবং সেই ধর্ম্মতত্ত্ব গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্যে প্রচারিত হইত। দ্বিজাতির মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই ধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্বগুলি আবদ্ধ ছিল। অপর সাধারণের ইহাতে অধিকার ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধযুগে এই সংকীর্ণভাব দূরীভূত হইল। বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মতত্ত্বে কোন জাতিবিশেষের একাধিপত্য রহিল না। ধর্ম্ম সাধারণের সম্পত্তি হইল। গৌতম যে মহাসত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জলদ-গম্ভীরস্বরে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবান্ গৌতম বোধিদ্রুম তলে যে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জগতে বিতরণ করিবার উদ্দেশে, তিনি উরুবিল্ব হইতে মৃগদাবে * গমনপূর্ব্বক ষাটজন শিষ্যকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সেই মহা সত্য প্রচার উদ্দেশে দেশদেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অমর বাণীতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন,—"চরথ ভিক্খবে চারিকম্, † বহুজনহিতায় বহু-জনসুখায়, লোকানুকম্পায়, অথায়, হিতায়, সুখায় দেব মনুস্সানম,

* বর্ত্তমান সারনাথ, বারাণসীর তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে কোন জন্মে বুদ্ধদেব এইস্থানে মৃগদেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

† মহাবগ্গ।

দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং, পরিশুদ্ধম্ ব্রহ্মচরিয়ম্ পকাসেথ।" হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মনুষ্যের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য, জগতের প্রতি, দেব মনুষ্যের প্রতি, অনুকম্পাবশতঃ দেশে দেশে বিচরণ কর, আমার ধর্ম্ম প্রচার কর, ও সর্ব্বত্র পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও। যতদিন জগতে ধর্ম্মের ইতিহাস বিদ্যমান থাকিবে, ভগবান সুগত-মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত এই অমৃতোপম বাক্য জগদ্‌বাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে।* বুদ্ধদেব

---

* বুদ্ধদেবের প্রচারক প্রেরণ সম্বন্ধে সমন্তকূটবর্ণনা নামক পালিগ্রন্থে একটী সুন্দর বর্ণনা আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১

উপ্‌ঘোসয়ন্তা মম ধম্মঘোসং
সম্বাহয়ন্তা মম ধম্ম ভেরিং,
সাধুং ধমেন্তা মমধম্মসঙ্খং
চরাথ তুম্হে সনরামরানং।

২

জয়দ্ধজং মে ভুবনে খিপন্তা
উস্সাপয়ন্তা মমধম্মকেতুং,
অথুক্খিপন্তা মম ধম্মকুম্ভং
চরাথ লোকেসু সদেবকেসু।

৩

সুসজ্জিততং অমতস্স মগ্‌গং
সকণ্টকত্তং নরকায়নস্স
মারাননপ্পিং মসিমক্খিততং
কথেথ লোকস্স সদেবকস্স।

৪

বুদ্ধত্তয়ং সুপ্পিহিতং আচারং
পুব্বস্স মোক্খস্স বিসাল দ্বারং
অবাপুরি নো ভগবাধুনা ভো
যাথঞ্চ সর্ব্বেতি নিবেদয়ব্‌হো।

৫

উপ্পন্নভাবং ভুবনে মমঞ্চ
তথেবধম্মস্স চ পাতুভাবং,
উপ্‌পন্নভাবঞ্চ মনোরথানং
পকাসয়ন্তা জগতিং চরাথ।

৬

বনম্হি পব্বে গিরিগহ্বরায়ং
রুক্খস্স মূলেপি চ সুঞ্ঞ্‌ঞাগারে,
বসং যতত্তা মমধম্মমগ্‌গং
দেসেথ লোকে সনরামরানং

৭

বত্বান এবং যতয়ো দিসাসু
পেসেত্বা নাথো উরুবেলগামী,
পটিপাজ্জ মগ্‌গং অথ অন্তরালে
কপ্পাসিকব্বং বিপিনং পবিট্ঠো।

সমন্তকূটবন্ননা।

উদাসীন পবিত্রচরিত্র শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, অশোকের আহুতিবলে তাহাই প্রদীপ্তভাব ধারণ করিয়া, নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছিল। ভগবান্ গৌতম যে বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন, অশোকের প্রযত্ন-জল-সেচনে তাহাই ক্রমে মহা-মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। দ্বীপবংশে ও মহাবংশে সম্রাট্ অশোকের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

অশোকের রাজত্বকালে নিম্নলিখিত স্থানে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। কাশ্মীর ও গান্ধারে মহাস্থবির মজ্ঝন্তিক, মহিষমণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান মহিশুরে স্থবির মহাদেব, বনবাসী অর্থাৎ উত্তর কনারায় স্থবির রক্ষিত, অপরান্তক অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের উত্তরকূলে, যোনধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, এবং যোনরাজ্যে অর্থাৎ যবন প্রদেশে স্থবির মহারক্ষিত গমন করিয়াছিলেন। হিমবন্ত বা হিমালয় প্রদেশে স্থবির মজ্ঝিম ও কাশ্যপ, সুবর্ণভূমি বা বর্ত্তমান পেগু ও মৌলমিনে সোন ও উত্তর এবং সিংহলে মহেন্দ্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশ সকলে বৌদ্ধধর্ম্মের এক একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উক্ত অর্হৎগণ ঐ স্থান সকলের আচার্য্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। সাঁচীর * একটী স্তূপে মজ্ঝিম ও কাশ্যপের ভস্মাবশেষ রক্ষিত আছে, এবং সোনারি + স্তূপে কাশ্যপ হিমালয় প্রদেশের আচার্য্যপদে

* ইহার প্রাচীন নাম চৈত্যগিরি।

+ ভিল্সার নিকটবর্ত্তী স্থান।

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং দ্বীপবংশ ও মহাবংশের বর্ণনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিবদ্ধ আছে, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা ব্যতীত উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও ধর্ম্মপ্রচারের উল্লেখ আছে। কেরলপুত্র, সতীয়পুত্র, চোল, পাণ্ড্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ ভিক্ষুগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। গিরিলিপি পাঠে জানা যায়—সিরিয়া, সাইরিন্, ইপিরাস্ ও মাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানেও অশোকের প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং ঐ সকল সুদূর প্রদেশেও ধর্ম্মপ্রচারার্থ অশোক ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোক যে যে স্থানে ধর্ম্মবিধির প্রচারনিমিত্ত ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে অশোকের প্রচার-কেন্দ্র যথাক্রমে ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ।

২। সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ, অর্থাৎ যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পিটেনিক, অন্ধ্র, পচিন্ত, নাভাগ প্রভৃতি দেশ এবং নভপন্থী প্রভৃতি জাতির আবাসভূমি।

৩। অরণ্যপ্রদেশ।—এই স্থানে নানাবিধ আরণ্যক জাতির নিবাস ছিল।

৪। দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনরাজ্যসমূহ।—কেরলপুত্র, সতীয়াপুত্র, চোল ও পাণ্ড্যদেশ।

৫। সিংহল।

৬। মিসর, সিরিয়া, সাইরিন, ইপিরাস ও মাসিডোনিয়া।

দ্বীপবংশে ও মহাবংশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম কেন্দ্রের কথা উল্লেখ আছে, ইহাতে দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্য সমুদায় এবং ভারত বহির্ভূত দেশ সকলের কোন উল্লেখ নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, অশোকের রাজত্বকালের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে দ্বীপবংশ এবং আট শত বৎসর পরে মহাবংশ রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দ্বীপবংশ ও মহাবংশ রচনার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মিসর, সিরিয়া, সাইরিন প্রভৃতি গ্রীক্‌রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্যই উপরি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উহাদের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মহাবংশ ও দ্বীপবংশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রামাণিক ইতিহাসরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যখণ্ডে আদৃত হইলেও এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা উৎকীর্ণ শিলালিপির প্রামাণিকতা অধিক। সিংহলবাসীর সহিত দক্ষিণ ভারতান্তর্গত তামিলজাতির প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত, সুতরাং দ্বীপবংশে ও মহাবংশে কেরলপুত্র প্রভৃতি প্রদেশসমূহের নাম ঐ কারণেও উল্লিখিত না হইতে পারে। এস্থলে ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া সিংহল গ্রন্থকারগণ তামিল প্রদেশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই, ইহাও কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, ভারতে এবং ভারত-বহির্ভূত প্রদেশে অশোক তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, এবং ইহারই ফলে যে ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য স্থানে ক্ষিপ্রগতিতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল ইহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই।

মহাবংশে ও দ্বীপবংশে প্রচারকগণের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিকত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। তিব্বতীয় গ্রন্থ "দুল্‌ভায়" স্থবির মঝ্‌ঝন্তিকার কাশ্মীরে ধর্ম্মপ্রচারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। সাঁচীর নিকটবর্ত্তী ভিল্‌সা স্তূপে যে ভস্মাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মজ্‌ঝিমা ও কাশ্যপের নাম দৃষ্ট হয়। "সমগ্র হিমবন্তের আচার্য্য কাশ্যপগোত্র" * ইহা ঐ ভস্মপাত্রের উপরে খোদিত আছে। মহেন্দ্র যে সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাহা যে কেবল হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে তাহা নহে, তৎপ্রদেশে মহেন্দ্রের কীর্ত্তিরাজিও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে দ্বীপবংশের বর্ণনা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু অশোক কর্ত্তৃক সুবর্ণভূমিতে † ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। যদিও সিংহলের গ্রন্থদ্বয়ে ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে, তথাপি কেহ কেহ উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারত হইতেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধমত চারিদিকে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে ভারত, চীন এবং অন্যান্য প্রদেশেও মহাযান সম্প্রদায়ের বিজয়বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইতেছিল। এই সময়েই ভারত ও চীন হইতে দুইদিক্

* Cunnigham, Vhilsa Topes. Rhys Davids, Buddhist India.

† Vincent Smith in the Indian Antiquary for 1905.

দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে নীত হয় এবং তথা হইতে উহা ক্রমে জাভা ও কাম্বোডিয়া * প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হয়। মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও ব্রহ্মদেশে এক সময় মহাযান বৌদ্ধমত প্রবল ভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহার কারণ কি? যে মহাযানের গাথা বা স্তোত্ররাজি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিত, যাহার শাস্ত্রগ্রন্থ, আচার ব্যবহার ও নিয়মাবলী ভারত প্রচলিত চিন্তা ও ধর্ম্ম ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল, যে মহাযানের বিজয়শঙ্খে ব্রহ্মদেশে একদিন দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে সেই ব্রহ্মদেশে পালিভাষার শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার, সিংহলীয় আচারবিধি এবং সিংহলদেশীয় বৌদ্ধদর্শন প্রচলিত হইল কেন? ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, মহাযান সম্প্রদায় উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিলে স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে নানাবিধ গ্লানিও প্রবেশ করিতে থাকে। অবশেষে ১৫০০ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃসংস্কৃত † হইল। এই সময়েই উহা সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন দেহধারণ করিয়াছিল। পুরাতন রীতি নীতি শাস্ত্রগ্রন্থ

* Senart ও Kern প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষ হইতেই এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

† এই সংস্কার পেগুর রাজা ধর্ম্মচেতি কর্ত্তৃক সাধিত হয়। এই উদ্দেশে তিনি সিংহল হইতে ভিক্ষুগণকে লইয়া গিয়াছিলেন। এই বিষয়টি তিনি কল্যানিলিপিতে (Kalyani Inscription) বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া নূতনভাব গ্রহণ করিল। তাই আজ ব্রহ্মদেশে পালি বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল পুরাতন বিহার, স্তম্ভ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিও অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এই সকল কারণই অশোক কর্ত্তৃক সুবর্ণভূমিতে প্রচারক প্রেরণ * সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হয়েন।

রাজপুত্র মহেন্দ্র চারিজন অনুচরসহ সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। এই সিংহল দেশের সহিত ভারতের একটী প্রাচীন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই নিমিত্তই সিংহলের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বঙ্গাধিপতির দৌহিত্র সিংহবাহু রাঢ় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় যথাসময়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। বিজয় যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহার অনুচরগণও তদ্রূপ ছিল। প্রজাবর্গ তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে রাজসমীপে ঐ সকল অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা নিবেদন করিল। রাজা সিংহবাহু পুত্রকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে, প্রজাগণ সমবেত হইয়া পুনরায় নরপতিকে যুবরাজের উৎপীড়ন-কাহিনী অবগত করাইল। রাজা বিষম ক্রুদ্ধ

* ব্রহ্মদেশের সেগায় (Sagaing) নামক স্থানে Pagoda অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ আছে। ব্রহ্মদেশের Ruby Mines নামক স্থানেও বৌদ্ধ রাজাদিগের কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। কত

হইয়া পুনরায় বিজয়কে ভৎর্সনা করিলেন। নরপতি সিংহবাহুর এইরূপ বারবার তিরস্কারেও যুবরাজ বিজয়ের চৈতন্যোদয় হইল না। কিছুদিন পরে আবার প্রজাগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাজাকে যুবরাজকৃত নানাবিধ উৎপীড়নের বিষয় জ্ঞাপন করিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ ইহাও নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইল না যে, যুবরাজ জীবিত থাকিলে তাহাদের প্রাণরক্ষা দুষ্কর হইবে। রাজা তখন যুবরাজ ও তদীয় সাতশত অনুচরের মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডন করিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসাইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। যথাকালে রাজার আদেশানুসারে প্রথমে যুবরাজ ও তদীয় অনুচরবর্গকে, তৎপরে উক্ত নির্ব্বাসিতগণের পত্নীদিগকে এবং তৎপরে উহাদের পুত্র কন্যাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পোতে স্থাপন পূর্ব্বক সমুদ্রবক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগরের তরঙ্গাঘাতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমুপনীত হইল। বহুদিন পরে বহুতর ক্লেশ সহ্য করিয়া বিজয় সাতশত অনুচরসহ লঙ্কার * তাম্রপর্ণী বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, উক্ত প্রদেশ অসভ্য জাতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক

Vincent Smith প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন না। কারণ ঐ সকল স্থান আকিয়াব বা রেঙ্গুন হইতে এত দূরে যে অশোক কর্ত্তৃক প্রেরিত ভিক্ষুগণের পক্ষে ঐ সকল স্থানে গমনের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

* সিংহলের প্রাচীন নাম লঙ্কা। তৎপরে সিংহবাহু পুত্র বিজয় যখন অনুচরাদি সহ তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় হইতে লঙ্কা ইতিহাসে সিংহল নামে পরিচিত হয়।

অনুরাধাপুরে * স্বীয় রাজসিংহাসন স্থাপন করিলেন। বিজয়ের অনুচরগণ সিংহলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব নামে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা সকলে একমত হইয়া বিজয়কে রাজ পদে অভিষিক্ত করিল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, মাদুরাধিপতি পাণ্ডব রাজার কন্যার সহিত বিজয় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমশঃ বিজয়ের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সেই বিশাল রাজ্যের নিয়ন্তা তদীয় কোন উত্তরাধিকারী নাই দেখিয়া তিনি পিতৃরাজ্যে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা সিংহবাহুর তখন মৃত্যু হইয়াছে। তৎকালে বিজয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্র তদীয় পিতৃ-সিংহাসনে সম্রাট্‌রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সুমিত্র দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎসগণ! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ, সমুদ্র-পারে গমন করিয়া রাজ্যশাসন করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তোমাদের মধ্যে যাহার ইচ্ছা হয়, আমার অগ্রজের সমৃদ্ধিশালী বিশাল রাজত্বের ভারগ্রহণ করিতে পার।" কনিষ্ঠপুত্র পাণ্ডবাসদেব পিতার আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন। বত্রিশ জন সামন্তসহ যথাসময়ে তিনি সিংহলে উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়ের মৃত্যুর পর

* সিংহলের প্রাচীন রাজধানীর নাম অনুরাধাপুর। প্রাচীন কদম্ব নদীর উপর এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। বিজয়ের অনুরাধ নামক এক সহচরের নাম হইতে অনুরাধাপুর নাম হয়। তৎপরে বুদ্ধ নির্ব্বাণের ১১৬ বৎসর পরে, সিংহল রাজ পাণ্ডকাভয়ের সময় হইতে এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়।

সিংহলের একচ্ছত্র সম্রাট্ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই পাণ্ডবাসদেবের মৃত্যুর পর অভয়, পরে অভয়ের ভাগিনেয় পাণ্ডুকাভয় সত্তর বৎসর রাজত্ব করেন। পাণ্ডুকাভয়ের পুত্র মুটাসিব ষাট বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মুটাশিবের দশ পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র দেবপ্রিয় তিষ্য। মুটাশিবের মৃত্যুর পরে খ্রীঃ পূঃ ৩০৯ তিষ্য সিংহলের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক। ইহাঁরই রাজত্বকালে ধর্ম্মপ্রচারার্থ মহেন্দ্র সিংহলে গমন করেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে তিষ্য বহুমূল্য উপহারসহ নরপতি অশোকের নিকট চারি জন দূত প্রেরণ করেন। মহারাজ তিষ্যের ভ্রাতুষ্পুত্র মহা অরিষ্ট তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অরিষ্টের সহিত একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ,একজন রাজমন্ত্রী ও একজন হিসাবরক্ষক আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা জম্বুকোলায় * অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া এক পক্ষ পরে তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথা হইতে যথাসময়ে পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক তিষ্যপ্রদত্ত উপঢৌকনাদি মগধাধিপতিকে প্রদান করেন। মহারাজ অশোক সিংহল-রাজের উপঢৌকন-দ্রব্যাদি সাদরে গ্রহণ করিয়া দূতদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনি অরিষ্টকে সেনাপতি, ব্রাহ্মণকে পুরোহিত, মন্ত্রীকে দণ্ডনায়ক, হিসাব-রক্ষককে শ্রেষ্ঠী উপাধি

* জম্বুকোলা সিংহলের একটী প্রাচীন বন্দর, ইহার স্থান বর্ত্তমান জ্যাক্নার নিকটবর্ত্তী।

প্রদান করেন। যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া মহারাজ অশোক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা সিংহলরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিবেন, যে, আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমি ভগবান শাক্যসিংহের প্রদর্শিত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার বিশেষ ইচ্ছা যে, একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত সিংহলরাজও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনিও এই পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন।" দূতগণ পাঁচমাস পাটলিপুত্রে অবস্থান-পূর্ব্বক তাম্রলিপ্ত বন্দরে পুনরায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহেন্দ্রের দ্বারাই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়। মহাবংশ-মতে ইনি সসাগরা ভারতভূমির ভাবী সম্রাট্ বলিয়া মগধে পূজিত ও আদৃত হইতেন। ইনি পিতার প্রিয়তম পুত্র বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছেন, ইনি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক যৌবনে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন, এবং সমগ্র সিংহলকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই অশোকপুত্র মহেন্দ্রের জীবন-কাহিনীর কিয়দংশ এ স্থলে বিবৃত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠীকন্যা দেবীর গর্ভে মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু মহাবংশ মতে তিনি অশোকের পুত্র।* অশোক মগধ সাম্রাজ্যের রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার উজ্জয়িনীর

* এ বিষয় সবিস্তারে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

উদ্বাহ-কাহিনী রাজধানীতে জ্ঞাপন করেন নাই। পরে তিনি মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে পাটলিপুত্রে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য ধর্ম্ম ও চরিত্রোন্নতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মহাবংশে বর্ণিত আছে, যখন অশোক সমগ্র ভারতে চুরাশি হাজার বিহারাদির প্রতিষ্ঠা সমাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অসীম আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া রাজধানীতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সেই দিন হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সমগ্র রাজ্যে প্রতিযোজন অন্তর এক "মহাদান মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হইবে। রাজপথ, গ্রাম্যপথ, ও বিহারাদি সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইবে। সকলকেই সমস্ত বিহারের ভিক্ষু সংঘকে সামর্থানুসারে ভিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে। আলোকমালা ও পুষ্পদাম-সমূহে গ্রামনগরাদি সুসজ্জিত করিতে হইবে। নানাবিধ সঙ্গীত-তরঙ্গে রাজধানী আমোদিত হইবে, এবং সপ্তম দিবসে নরপতি দলবলসহ রাজপথে বহির্গত হইবেন। এই সাত দিন সকলে সংযত হইয়া বুদ্ধদেব-প্রদত্ত অমূল্য ধর্ম্মতত্ব অবহিত হইয়া শ্রবণ করিবে। সপ্তম দিবসে বিহারাদিতে দান প্রদত্ত হইবে। সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। আনন্দোৎসবে ও এবম্বিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মগধ সাম্রাজ্য দেবলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অশোক সপ্তম দিবসে মহা সমারোহে মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহ অশ্বোপরি কেহ বা গজপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রধান ভিক্ষু মৌদ্‌গলি-পুত্র তিষ্যের পদে প্রণত হইয়া অশোক সেই ভিক্ষু-সংঘ মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলেন। সেইদিন অসংখ্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রসন্ন হইয়া সম্রাটকে অলৌকিক দিব্য শক্তি

প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শক্তিপ্রভাবে সম্রাট্ অবলোকন করিলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চুরাশি হাজার ধর্ম্মরাজিকা সমুদ্র-মেখলিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎসব মহিমায় জ্যোতির্বিমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। অশোক তখন আনন্দোৎফুল্লচিত্তে সংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান তথাগতের ধর্ম্মে কাহার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?" সংঘ উত্তর করিলেন "মহারাজ! ভগবান বুদ্ধদেবের লীলা-সময়েও আপনার ন্যায় দাতা কেহ ছিলেন না।" অশোক সংঘের এই প্রশংসা-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এইরূপ দান করিয়া কেহ কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতবন্ধু * বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?" সংঘের নেতা মহাস্থবির মৌদ্গলি-পুত্র তিষ্য বলিলেন, "হে রাজন্! যিনি ধর্ম্মার্থ পুত্র কিম্বা কন্যা উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত অন্তরঙ্গ। আপনার ন্যায় দাতা যে বৌদ্ধধর্ম্মের পরম হিতৈষী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" সেই বিহারে তখন রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সংঘমিত্রা উপস্থিত ছিলেন। মহেন্দ্র তখন অনিন্দ্যসুন্দর বিংশতি-বর্ষীয় যুবক, তাঁহার বিনয়নম্র স্বভাব, স্থিরবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া অশোক তাঁহাকে অচিরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই আশা তিনি বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। আজ ধর্ম্মার্থে তিনি সেই আশা ত্যাগ করিলেন। সংঘমিত্রা তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী; নরপতি তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বৎসগণ, ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ অতীব

* মহাবংশ।

পূণ্যকার্য্য বলিয়া মহাপুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমরা কেহ কি এই পুণ্যব্রত গ্রহণ করিতে অভিলাষী?" পুত্র ও কন্যা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিলেন। উভয়ে বলিলেন "পিতঃ! যদি আপনি * অনুমোদন করেন, তবে অদ্যই আমরা এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিব। এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে আপনার ও আমাদের সকলেরই পুণ্য অর্জ্জন হইবে। অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমরা ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করি।" তখন অশোক সেই সমবেত ভিক্ষু-সংঘকে সম্বোধন পূর্ব্বক অকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আজ ভগবান তথাগতের পবিত্র ধর্ম্মের জন্য আমার প্রিয়তম পুত্র ও কন্যা উৎসর্গ করিলাম।" তখন সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের এই অসাধারণ ত্যাগের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া ভক্তি এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হইল।

মৌদ্‌গলি-পুত্র তিষ্য মহেন্দ্রের উপাধ্যায় ও গুরুপদে বৃত হইলেন। স্থবির মহাদেব মহেন্দ্রকে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রবাদ এই উপসম্পদা † মন্দিরেই মহেন্দ্র অর্হৎপদ লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণী ধর্ম্মপালি রাজকুমারী সংঘমিত্রার উপাধ্যায়া এবং আয়ুপালি তাঁহার উপদেশিকা হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সংঘমিত্রা

---

* মূল পালিতে "দায়ক" বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দায়ক অর্থে যিনি সংঘকে দান করেন।

† ভিক্ষুসংঘে প্রবেশের নাম উপসম্পদা (Ordination)। ইহার সবিস্তার নিয়মাবলী বিনয়পিটকে বর্ণিত আছে।

অর্হৎ অবস্থা লাভ করেন। মহেন্দ্র তিন বৎসর কাল মৌদ্‌গলি পুত্রের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

যখন মহেন্দ্র সিংহলে প্রেরিত হইবার জন্য গুরুর আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর। সিংহলে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মহেন্দ্র ভগিনী সংঘমিত্রার সহিত মাতৃদর্শনার্থ উজ্জয়িনীর অন্তর্গত চৈত্যগিরিতে * গমন করিলেন। মহেন্দ্র তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া ভগবান তথাগতের অমূল্য উপদেশাবলী প্রচার করিতে লাগিলেন। মাতা পুত্র ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ভিক্ষু-দিগের গৈরিক বসন দর্শনে পুলকিতা হইলেন, এবং নগরোপান্তে চৈত্যবিহার নামে যে বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তথায় তাঁহাদের বাস করিতে দিলেন। সেই বিহারে স্বীয় পুত্রের প্রমুখাৎ দেবী বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব মনোমোহকর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তথায় মাসাধিক কাল অবস্থিতি করিয়া মহেন্দ্র চারিজন বিশিষ্ট স্থবির ও অন্যান্য ভিক্ষুগণসহ সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সিংহলের মিশ্র পর্ব্বতে মহেন্দ্র যথাসময়ে † উপনীত হইলেন। ঘটনাক্রমে সিংহলাধিপতি দেবপ্রিয় তিষ্য চারি হাজার অনুচর সহ মৃগয়োদ্দেশে সেইদিন উক্ত পর্ব্বতে উপস্থিত ছিলেন। মহেন্দ্র মৃগয়া-ব্যপদেশে অনুচরবর্গ হইতে বহুদূরে সমাগত একাকী নরপতিকে দর্শনপূর্ব্বক তৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে তিষ্য বলিয়া আহ্বান

* বর্ত্তমান ভিলসার নিকটবর্ত্তী স্থান। এই স্থানে বহুল প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই স্থান বিদিশাগিরি নামেও পরিচিত।

† জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমা তিথিতে।

করিলেন। দেবগণের প্রিয় তিষ্য সিংহলের মহারাজাধিরাজ। তদ্দেশবাসী কাহারও তাঁহাকে তিষ্য বলিয়া সম্বোধন করা অসম্ভব। সেই নিস্তব্ধ বিজন প্রদেশে অকস্মাৎ তিষ্য নাম শ্রবণ করিয়া সিংহলাধিপতি ভীত ও চমকিত হইলেন। পরে মহেন্দ্র তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি জম্বুদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন। তিষ্য তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমে রাজার অনুচরবর্গ ও মহেন্দ্রের সঙ্গী অন্যান্য ভিক্ষুদল তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিষ্য সকলের কাষায় বসন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে ?" মহেন্দ্র তাঁহাদের ব্রত ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিলে পরে তিষ্য ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া মহেন্দ্রের চরণে প্রণত হইলেন। তিষ্য মহেন্দ্রের গৈরিক বসনালঙ্কৃত তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভারতবর্ষে এইরূপ বেশধারী কতজন আছেন? মহেন্দ্র বলিলেন "গৈরিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বল। বুদ্ধ শিষ্যের সংখ্যা অগণিত।" ক্রমে সিংহল রাজা তিষ্য মহারাজ অশোকের বাণী স্মরণ করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। অবশেষে মহেন্দ্রের দ্বারা প্রচারিত বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবন ও শান্তিপ্রদ উপদেশে সিংহলের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুগ্ধ হইল। এই সময়েই সিংহলের সুবিখ্যাত মহামেঘ উদ্যান সংঘের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল, ক্রমে ক্রমে সিংহলের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। দলে দলে সিংহলবাসিগণ সেই পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সিংহলরাজকুমারী অনুলা পাঁচশত সখীসহ ভিক্ষুণিব্রত অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে ভিক্ষুণী সংঘমিত্রাও সিংহলে উপনীত হইয়া ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের পরামর্শে ও দেবপ্রিয়তিষ্যের ধর্ম্মানুরাগে ক্রমে বোধিদ্রুমের শাখা ভারত হইতে সমানীত হইয়া মহা সমারোহে সিংহলে রোপিত হইল। সিংহলে এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার অশোকের একটী অক্ষয় কীর্ত্তি। এই ভাবে নরপতি অশোক দেশে ও বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—(*)—

উপগুপ্ত।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণ বৌদ্ধগুরুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, যথাঃ—মহাকাশ্যপ, * আনন্দ, সনবাস, উপগুপ্ত, ধ্রুটক, মিচ্ছক, বসুমিত্র, বুদ্ধানন্দী, বুদ্ধমিত্র, পার্শ্ব, পুণ্যযশ, অশ্বঘোষ, কপিমল, নাগার্জ্জুন, কণদেব বা আর্য্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু ইত্যাদি। মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে ইঁহারা সময়ে সময়ে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপগুপ্ত ইঁহাদিগের মধ্যে চতুর্থ। মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে যে, স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধদেব ও স্থবির আনন্দ ইঁহার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন। উপগুপ্ত মহারাজ অশোকের গুরু ও ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। ইঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা, অসামান্য প্রতিভা এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ অপরিসীম পরিশ্রম মহাযান গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অশোকের জীবনের সহিত উপগুপ্ত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। এই নিমিত্ত উপগুপ্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধ হয় এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যখন তৃতীয় বৌদ্ধগুরু সনবাস † চম্পা নগরে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন উপগুপ্ত তাঁহার আসনে উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি ভাগীরথী পার হইয়া

* Aswaghosha's Awakening of Faith.

† কোন কোন স্থলে ইনি শাণসুবসু নামেও পরিচিত হইয়াছেন।

বিদেহ (বখিরা) নগরের বসুসার-নির্ম্মিত বিহারে কিছুদিন অবস্থান করেন। তৎপরে গান্ধার পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক বহু নর-নারীকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মথুরাভিমুখে অগ্রসর হন, এখানে নট ও ভট্ট নামক বণিকদ্বয় দ্বারা নির্ম্মিত বিহারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং এই স্থানে মারকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় পূর্ব্বক সহস্র সহস্র লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে মহেন্দ্র ও চমস নামক নৃপতিদ্বয়ের রাজত্বকালে তিনি সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিয়া ও তথায় হংসারাম নামক বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। তথা হইতে উপগুপ্ত কাশ্মীর প্রদেশে আগমন করেন ও তথায় নানাবিধ অলৌকিক দৈবশক্তি প্রদর্শন করিয়া অধিবাসিগণকে মুগ্ধ করেন। তিব্বতীয় লামা তারানাথের ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নামক পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপগুপ্তের কাহিনী বর্ণিত আছে। তিব্বতীয় গ্রন্থে উপগুপ্তের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে রতিগুপ্ত * নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থলে তাঁহাকে কাশ্মীর-দেশবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি মঙ্গোলিয়া দেশের কোন কোন পুস্তকেও ইঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নেপাল-দেশীয় পুস্তকে উপ-গুপ্তকে অশোকের সমকালীন ও পাটলিপুত্রের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। উপগুপ্ত অধিকাংশ সময় মথুরায় অবস্থান করিতেন। হুয়েন-সাং মথুরাভ্রমণকালে † কুড়িটী সংঘারাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। তথায় প্রায় দুই হাজার ভিক্ষুর বাস

* Lt. Col. waddell.

† Beal's Record of Western World. vol.

ছিল। মথুরার সংঘে হীনযান ও মহাযান সমভাবে আদৃত হইত। অশোক মথুরায় তিনটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তথাগত, সারিপুত্র, মৌদ্গলিপুত্র, পূর্ণ-মৈত্রাণিপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বের স্মারকস্তূপ বিদ্যমান ছিল বলিয়া চীন পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন। নগরের পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধক্রোশ দূরে সংঘারাম পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড় কাটিয়া ভিক্ষু-নিবাসের জন্য গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আরামের দ্বার-স্বরূপ একটী উপত্যকা-ভূমি অতিক্রম করিয়া চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং গুহা বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপগুপ্ত এই পথনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হুয়েনসাংবর্ণিত এই বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মথুরা একটী প্রধান বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল এবং ইহাই উপগুপ্তের লীলাভূমি। উপ-গুপ্ত সপ্তদশ বৎসর বয়সে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিংশবর্ষে অর্হৎ পদ লাভ করেন। অশ্বঘোষ তাঁহার উপদেশ মধ্যে একটী অবদান স্বরূপ ইহার বর্ণন করিয়াছেন। হীনযান সম্প্রদায় উপগুপ্তের আখ্যান অবগত নহেন। মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে অশোকের সমকালবর্ত্তী উপগুপ্তের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করেন। হুয়েনসাংয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, বিশ ফিট উচ্চ এবং ত্রিশ ফিট্ প্রশস্ত একটী প্রস্তরাবাসে সংঘারাম পাহাড়ের উত্তরে উপগুপ্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। অলক্ষণক* বুদ্ধ বলিয়া তিনি ভিক্ষুসমাজে সম্মানিত হইতেন।

* অর্থাৎ চিহ্নশূন্য বুদ্ধ। কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের শরীরে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান ছিল।

বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের মুখমণ্ডলে অমানুষিক প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় তেজস্বিতা প্রতিভাত হইত। যখন ধর্ম্মানুরাগবশতঃ স্থবির * সনবাসের নিকট উপনীত হইলেন, তখন স্থবির তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মসাধনার মূল, যখন তোমার মানসপটে কুচিন্তার উদয় হইবে, তখন তুমি একটী পাত্রে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে, আবার যখন কোন সাধুর চিন্তায় তোমার মন নিমগ্ন হইবে, তখন এক খণ্ড শ্বেতবর্ণ প্রস্তর উক্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, তৎপর দিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাত্র হইতে প্রস্তররাশি গ্রহণ করিয়া দেখিবে কোন বর্ণের প্রস্তর সংখ্যা অধিক।" প্রথম দিন উপগুপ্ত দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ড দ্বারাই পাত্রটী প্রায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন দেখিলেন, শ্বেতবর্ণ প্রস্তরের সংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রমে সপ্তম দিনে দেখিলেন, পাত্রটী শ্বেতবর্ণ প্রস্তরের দ্বারাই পরিপূর্ণ। এইরূপ অনুষ্ঠানে উপগুপ্তের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া সনবাস তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। অচিরে উপগুপ্ত স্রোতাপত্তি † ফল প্রাপ্ত হইলেন।

উপগুপ্তের যশঃকাহিনী শ্রবণ করিয়া একদা এক সুন্দরী বারাঙ্গনা তাহার নিকট আসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আমন্ত্রণ করে। উপগুপ্ত যাইতে অস্বীকৃত হন। মথুরার কোন সম্ভ্রান্ত যুবক উক্ত বারাঙ্গনার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহার সমীপে

* Edgin Chinese Buddhism.

† যে অবস্থায় উপনীত হইলে সাত জন্ম পরে মনুষ্য নির্ব্বাণ লাভ করে।

প্রতিদিন গমন করিত। কয়েক দিন অতীত হইলে, জনৈক ধনবান পর্য্যাটক বহুমূল্য হীরক ও মণিমাণিক্যাদি লইয়া ঐ বারাঙ্গণার গৃহে গমন করে পাপিষ্ঠা অর্থলোভে প্রলুব্ধা হইয়া ঐ পর্য্যাটকের অনুরাগিণী হয় এবং সম্ভ্রান্ত মথুরাবাসী যুবককে নিশীথকালে হত্যা করিয়া তাহার শবদেহ প্রাঙ্গণে প্রোথিত করিয়া রাখে। যুবকের আত্মীয় স্বজনগণ তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ঐ বারাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হন। পাপীয়সীর হাব ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের চিত্তে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁহারা উক্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে সন্ধান করিতে করিতে মৃত্তিকা খনন করিয়া শবদেহ উত্তোলন করেন! নরপতি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণ করিয়া ব্যভিচারিণীর নাসিকা ও কর্ণ দ্বয় ছেদনপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ পাপিষ্ঠাকে এক অরণ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। উপগুপ্ত ভিক্ষা করিতে করিতে উক্ত অরণ্যে উপনীত হইলেন। বারাঙ্গনার ঈদৃশ আকার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। রমণী উপগুপ্তের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বলিল, আমি যখন সুন্দরী ছিলাম, তখন তোমাকে আমার নিকট আসিবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। অধুনা রাজদণ্ডে আমার চক্ষু কর্ণ ছিন্ন হইয়াছে। আমার এই বীভৎস আকৃতি দেখিয়া সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমার মৃত্যু সন্নিকট, এখন আমার নিকট আসিবার ফল কি?" উপগুপ্ত বলিলেন, "আমি কোন পাপ অভিপ্রায়ে তোমার নিকট

আসি নাই। তোমার প্রকৃত মানসিক অবস্থা জানিতে আসিয়াছি। কিন্তু এখনও তুমি আমার নিকট কালকূট পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ। তোমার সৌন্দর্য্য ছিল, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য-বহ্নিতে বহু কামমুগ্ধ যুবক ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তোমার সহবাসে কোন আনন্দলাভ করিবেন না। দেহের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নহে; কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আজ তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছ। অসাধু পথের ইহাই শোচনীয় পরিণাম!" উপগুপ্তের উপদেশপূর্ণ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারা-ঙ্গনার ধর্ম্মনেত্র উন্মীলিত হইল। কায়মনোবাক্যে সে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রাণের পূর্ণ একাগ্রতা নিয়োজিত করিল। ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলে তাহার হৃদয় নির্ম্মল হইল।

যৌবনের প্রারম্ভেই উপগুপ্ত জগতের দুঃখপরিপূর্ণ, ভঙ্গুর ও ক্ষণ-স্থায়ী ব্যাপার দর্শন করিয়া, সাংসারিক ভোগসুখে বীতরাগ হইয়া অনাগামী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাই নির্ব্বাণের পূর্ব্বাবস্থা। উপগুপ্ত সনবাসের সমীপে গমন করিলে, তিনি তাঁহাকে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। উপগুপ্ত অচিরে অর্হৎ পদ লাভ করিলেন।

অশোকাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তীর্থযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে অশোক ও উপগুপ্তের মিলন হয়। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে, উপগুপ্ত অশোকের সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ সকল নির্দ্দেশ করেন, তাহারই ফলে অশোক কর্ত্তৃক উক্তস্থান সকলে নানা-বিধ স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মিত হয়। সেই সময় উপগুপ্ত মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশবাণী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র

নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার গুণগ্রাম ও যশোরাশি শ্রবণ করিয়া পাটলিপুত্র নগরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য পাটলিপুত্র হইতে তরণী প্রেরণ করেন ও তথায় উপনীত হইলে মহাসমাদরে তাঁহাকে নগরে লইয়া আইসেন। অশোক তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে তাঁহাকে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। উপগুপ্ত আনন্দ সহকারে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। অশোক পুষ্পমাল্য ও নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক ও লোকপরিবৃত হইয়া তীর্থভ্রমণোদ্দেশে গমন করিলেন।

পাটলিপুত্রে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর উপগুপ্তের আশ্রম ছিল। ইহারই সন্নিকটে অন্যান্য অর্হৎগণের অবস্থিতির জন্য অশোকরাজ অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত আরাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত ভূমি-খণ্ডের ধ্বংসাবশেষ আজিও 'ছোট পাহাড়ি' নামে অভিহিত হয়। চীন দেশীয় উপাখ্যান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহাস্থবির উপগুপ্তের দ্বারাই অশোক প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন ও তাঁহারই আদেশে নানাপ্রদেশে স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহারই ফলে পাটলি-পুত্র নগরে সর্ব্বপ্রথম নানাবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত কুক্কুটারাম বা অশোকারাম বিহার নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে অশোক ও উপগুপ্তের সহিত যে ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল, তাহাই গুণকারণ্ডব্যূহ * নামক বৌদ্ধগ্রন্থে পরিণত হয়। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ

* নেপালে নয় খানি অতীব পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, ইহা তাহার অন্যতম।

প্রচলিত আছে। কাহারও মতে মথুরায় তাঁহার মৃত্যু হয়। জাপান দেশীয় প্রচলিত কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, এক ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হয় ও তৎসঙ্গে উপগুপ্তের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। ব্রহ্মবাসিগণের বিশ্বাস যে, আজিও তিনি জীবিত আছেন।

ব্রহ্মদেশে উপগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। * এই

* Moung Kin in "Buddhism."

ব্রহ্মদেশে উপগুপ্ত সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশবাসিগণের বিশ্বাস যে উপগুপ্তের পূজা প্রদান করিলে ঝড়বৃষ্টি নিবারণ ও আকাশ পরিষ্কার হয়। উপগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিলে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে দানাদি ক্রিয়া দ্বারা পুণ্যকার্য্য অর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, সেই পুণ্যফলে তিনি সন্তান লাভ করিবেন। রাজাও তাঁহাদের পরামর্শানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই এক দিন এক ধীবর একটী মৎস্যের গর্ভ হইতে এক অসামান্যরূপসম্পন্না একটী বালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং সেই শিশুবালিকাটী রাজা ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিল। রাজও তাহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। বালিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রূপরাশিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালিকার নাম হইল মৎস্যদেবী। বালিকার সৌন্দর্য্য যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহার শরীর হইতে এক প্রকার অসহ্য মৎস্যগন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। পরে রাজা বাধ্য হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। একটী তরণি-মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে গঙ্গা-বক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ক্রমে তরণি ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বালিকা একদিন দেখিল যে এক দিব্যদেহধারী ঋষি, তাঁহাকে নৌকায় স্থাপনপূর্ব্বক

সকল পালিভাষায় রক্ষিত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপগুপ্তসম্বন্ধে কেবল যে মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে তাহা নহে, পালিগ্রন্থেও তাঁহার নামে উপাখ্যানাদি প্রচলিত দেখা যায়। ব্রহ্মদেশবাসিগণের বিশ্বাস যে উপগুপ্ত অমর, * তিনি দক্ষিণ মহাসাগরের গভীর বারিরাশির মধ্যে এক পিত্তলময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া আজিও দৈবশক্তি প্রভাবে ধ্যানে নিরত হইয়া জগতের কল্যাণ বিধান করিতেছেন এবং নির্ব্বাণাবলম্বীদিগকে স্ব স্ব পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য দান করিতেছেন। ব্রহ্মদেশে প্রত্যেক বৎসর ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের শেষ দিনে (ইংরাজি অক্টোবর মাসের মধ্যে) উপগুপ্তের নামে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই দিনে † প্রত্যেক গৃহই আলোকমালায় সুশোভিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেক ব্রহ্মদেশবাসী গৃহস্থ

গঙ্গাপার করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বালিকা, একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে ঋষি সঙ্গে নৌকা পারে দ্বিধা করিয়াছিলেন। পরে ঋষির নির্ব্বিকার চিত্ত ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। ঋষির নৌকা পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদের চারি চক্ষে মিলন হইল। বালিকা জানিতে পারিল যে সে গর্ভবতী হইয়াছে। উভয়ের মিলনে একটী সন্তান উৎপন্ন হয়। বালকের নাম হইল উপগুপ্ত। ঋষি উপ দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বালকের উপগুপ্ত নাম হইয়াছিল।

* মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ আনন্দকে বলিতেছেন যাঁহারা চারি ঋদ্ধিপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে লোক কল্যাণের নিমিত্ত কল্পান্তব্যাপী জীবন ধারণ করিতে পারিবেন।

† "The Soul of a People," H. Fielding,

এক এক খানি ক্ষুদ্র তরণী পত্রপুষ্প ও আলোকদামে সুসজ্জিত করিয়া সুমধুর সঙ্গীত সহযোগে নদীমধ্যে উহা ভাসাইয়া দেয়। তাঁহাদের বিশ্বাস উক্ত তরণী উপগুপ্তের সমীপে যাইবে এবং তাঁহাকে পুনরায় লইয়া আসিবে। কোন কোন স্থলে বর্ণিত আছে যে, উপগুপ্ত বারাণসীর কোন সুগন্ধি বিক্রেতার পুত্র।

হীনযান বৌদ্ধগ্রন্থে উপগুপ্তের পরিবর্ত্তে মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যের নাম ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন উপগুপ্ত-তিষ্য ও মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য এক অভিন্ন * ব্যক্তি। প্রথম নামটি মহাযান গ্রন্থে, দ্বিতীয়টি হীনযান গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, উপগুপ্তের মথুরা হইতে পাটলিপুত্র আগমন এবং মৌদ্‌গলিপুত্র-তিষ্যের অহোগঙ্গা পর্ব্বত হইতে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। এই দুই ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ধচরিত কাব্য, হুয়েনসাংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ব্রহ্মদেশ-প্রচলিত কাহিনীতে উপগুপ্ত অশোকের উপদেষ্টা ও গুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

---

* Lt Col. Waddell.

ত্রয়োদশ অধ্যায়।
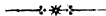
অশোকের তীর্থভ্রমণ।

অশোকাবদনে লিখিত আছে যে, মহাস্থবির উপগুপ্ত প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুনায়ক ছিলেন। তাঁহার দিগন্তব্যাপী শুভ্র যশোরাশি রাজচক্রবর্ত্তী মগধাধিপতি মহারাজ অশোকের শ্রুতিগোচর হয়। পাটলিপুত্রে উপনীত হইবার জন্য অমাত্যবর্গ উপগুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পাটলিপুত্র নগরে আগমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অশোকের মথুরা যাত্রার আয়োজন হইতেছে এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, উপগুপ্ত স্বয়ং পাটলিপুত্র বিহারে আগমন করিতেছেন। উপগুপ্ত আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইল। অশোক নদীতীরে, তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তরণী ঘাটে লাগিল, অশোক মহাসমারোহে উপগুপ্তকে অভিবাদন ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মহাস্থবির উপগুপ্তের উজ্জ্বল মূর্ত্তি, অপকট ধর্ম্মালাপ, ও অনুভাবজড়িত লাবণ্যদর্শনে অশোক মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া নরপতি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি উপগুপ্ত সহ বৌদ্ধতীর্থ সমুহ পর্য্যটন করিবেন ইহা স্থির হইল। শুভদিনে তাঁহারা তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

কন্যা চারুমতি * ও মহাস্থবির উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে অশোক গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বৈশালী নগরে প্রবেশ করিলেন। বৈশালীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরাদি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিলেন। এই বৈশালী প্রদেশে লিচ্ছবি জাতি বাস করিত এবং বৈশালী নগরী তাহাদের রাজধানী ছিল। এই জাতির সহিত মগধ ও নেপালের রাজকুল কতবার উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই স্থান বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শে ও উপদেশে এক সময়ে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। এই স্থানে বৃজি † জাতির প্রবলশক্তিশালী সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মগধাধিপতি অজাতশত্রু বৃজি জাতিকে পরাজিত করিয়াও সাধারণ তন্ত্র বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। অশোক দেখিলেন এই বৈশালী নগরীতে এখনও সেই প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে। বৈশালীর সুবিখ্যাত বালুকারামে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংঘের অধিবেশন হইয়াছিল—সেই বালুকারাম তখনও বৌদ্ধ ভিক্ষুর পঞ্চশীল ও নির্ব্বাণ-গানে মুখরিত হইত।

ভাগীরথীর উত্তরে বার ক্রোশ দূরে গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বভাগে মহা-সমৃদ্ধিশালী বৈশালী নগরী অবস্থিত ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বৈশালী গ্রামে যে প্রাচীন ভগ্নদুর্গ দৃষ্ট হয়, তাহা অদ্যাপি রাজা বিশলকা গড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে রাজা বিশল হইতে বৈশালী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ চারি শত ফিট্ বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন দুর্গের পরিমাণও প্রায় চারি হাজার ছয় শত ফিট্। বর্ত্তমান দিগ্‌ওয়ারা

* চারুমতির নাম কেবল মাত্র কাশ্মীর কাহিনীর মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে।

† লিচ্ছবিগণ বৃজি জাতির শাখা বিশেষ।

হইতে তেইশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বেশারগ্রাম। কিম্বদন্তী * আছে ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের সহিত চপলাস্তূপাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আনন্দ! † এই বৃজিভূমি বৈশালী নগরী মনোরম সৌন্দর্য্যশালিনী"। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে এবং তৎপরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈশালীর অধিবাসিগণ লিচ্ছবি নামে অভিহিত হইত।

নগরের উপকণ্ঠে পাবাগ্রামে জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৈশালি-সংলগ্ন মহাবন নিবিড় লতাপাদপাদি সহ বিস্তৃত হইয়া উত্তরে অত্যুচ্চ হিমাচলের পাদদেশ স্পর্শ করিয়াছে; এই মহাবন মধ্যে বুদ্ধশিষ্যগণ একটী সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই বিহারে ‡ বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈশালী নগরী তিনটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীরত্রয় পরস্পর এক গোবুথ § ব্যবধানে অবস্থিত

* মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র।

† ত্রিকাণ্ডশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে লিচ্ছবী, বৈদেহ এবং তীর-ভুক্তি একার্থ বোধক পর্য্যায় শব্দ মাত্র। রামায়ণে রাজর্ষি জনক বৈদেহ ও সীতাদেবী বৈদেহী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তীর-ভুক্তির অপভ্রংশ তিরহুত। বর্ত্তমান জনকপুর প্রাচীন মিথিলার রাজধানী ছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

‡ ইহাই সুবিখ্যাত মহাবন বিহার।

§ গোবুথ পালিতে গাবুতং, সংস্কৃতে গব্যূতি; ইহা একটী দীর্ঘতা পরিমাপক শব্দ। Childers সাহেব তাঁহার পালি অভিধানে লিখিয়াছেন যে গাবুতং এক যোজনের চারি ভাগের এক ভাগ। শব্দকল্পদ্রুম বলেন দুই ক্রোশে এক গব্যূতী।

ছিল। কথিত আছে বৈশালীর সাধারণ তন্ত্রে ৭৭০৭ জননায়ক * সমবেত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অদ্যাপিও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পাঁচটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ রাজা অশোকের তীর্থ যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বাখিরার সিংহস্তম্ভ, কেশরীর স্তূপ, লোরিয়া আরা-রাজ ও লোরিয়া নন্দনবনের সিংহস্তম্ভ অশোকের তীর্থকীর্ত্তি স্বরূপ ধ্বংসোন্মুখ হইয়াও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব দিক্ ও পশ্চিম দিকে দুইটী পথ গিয়াছে। এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে রামগ্রামাভিমুখে অশোক গমন করিয়াছিলেন।

রামগ্রামের পূর্ব্বদিকে একটী ইষ্টকস্তূপ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ তথাগত মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলে এই প্রদেশের কোন নরপতি এই স্থানে তাঁহার শরীরধাতু রক্ষা করিয়া একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপের সম্মুখে একটী হ্রদ আছে। বুদ্ধদেবের শরীরধাতু এখানে রক্ষিত আছে বলিয়া অশোকরাজ স্তূপ ভগ্ন করিয়া তাহা উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী মহানাগ নিজমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বলে "মহারাজ! আপনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে বহু সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অশেষ পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, আমার একান্ত প্রার্থনা যে, আপনি যান হইতে অবতরণ করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করুন।" অশোক কহিলেন, "এই স্থান হইতে আপনার আশ্রম কতদূরে?" ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি এই হ্রদের অধীশ্বর

* Rhys Davids, Buddhist India.

নাগরাজ। মহারাজ আপনি স্তূপ ভগ্ন করিবার বাসনা করিয়াছেন জানিয়া আমার আলয়ে আপনাকে আহ্বান করিতেছি।" অশোক সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পথানুসরণ করিয়া নাগরাজের ভবনে গমন করিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আমার পাপ-কর্ম্মের দরুণ আমি নাগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহাস্থি প্রতিদিন পূজা করিয়া আমি পাপ স্খালন করিতেছি। আপনার যদি তাহা বিশ্বাস না হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ করুন।" নাগালয়ে প্রবেশ করিয়া এবং নাগরাজের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অশোক ভয়ে অভিভুত হইলেন। নাগরাজের পূজোপকরণ দেখিয়া অশোক বলিলেন, "এরূপ উপকরণ মানবসমাজে দৃষ্ট হয় না।" নাগরাজ উত্তর করিলেন, "মহারাজ যদি তাহাই হয়, তবে এই স্তূপ ভগ্ন করিবেন না প্রতিশ্রুত হউন। অশোক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বুদ্ধদেবের শরীর ধাতু উত্তোলন করিবার বাসনা ত্যাগ করিলেন। এই হ্রদের যে স্থানে নাগরাজ ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় এই কাহিনী বিবৃত করিয়া অশোকরাজ এক লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হুয়েনসাং সেই লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামগ্রামের * যে স্থানে যুবরাজ সিদ্ধার্থ রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাবাসদেবের নিকট হইতে মৃগচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন, তথায় অশোক এক শত ফিট্ উচ্চ একটী সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই রামপুরায় একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহস্তম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারা গিরি অতিক্রম করিয়া কুশীনগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন।

* অনোমা নদীর তীরে।

এই কুশী নগরীতে ভগবান্ সুগত মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বর্ত্তমান কাশিয়াগ্রামকে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কুশীনগরী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্থান গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন কাশিয়াগ্রাম বিধ্বস্ত কীর্ত্তিরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং নগরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রশস্ত রাজপথাদি দর্শন করিয়াছিলেন। সেই পুরাতন নগরীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ আছে যে চণ্ডের গৃহে ভগবান্ বুদ্ধদেব অন্তিম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চণ্ডের গৃহ উক্ত স্তূপ সমীপে ছিল। অচিরাবতী নদীর * তীরে উচ্চশালবৃক্ষমূলে ভগবান্ তথাগত মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। এই মহাতীর্থস্থানে একটী সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে ভগবান্ তথাগতের নির্ব্বাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তরশীর্ষ হইয়া বুদ্ধদেব শয্যার উপরে যেন নিদ্রা যাইতেছেন। অশোক এই স্থানে দুইশত ফিট্ উচ্চ এক সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,উক্ত স্তূপ সমীপে একটী প্রস্তরস্তম্ভে নির্ব্বাণকাহিনী উৎকীর্ণ করিয়াছেন। এই কুশীনগরীতেই মল্ল জাতির বাস ছিল। এই স্থানেই অশোক দুর্দ্দান্ত মল্লজাতির জাতীয় গৌরবের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নগুলি দেখিতে পাইলেন। চীন পর্য্যটকেরা বলেন, একদা মল্লজাতির অখণ্ড প্রতাপ শাক্যভূমির বন্ধুর গিরিসানুদেশের পূর্ব্ব হইতে বৃজি প্রদেশের উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোক কুশীনগরী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় রামপুরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপর

* বর্ত্তমান রাপ্তি নদী।

খরস্রোতা গণ্ডকী নদী উত্তীর্ণ হইয়া তরাই পথ দিয়া লুম্বিনী উদ্যানে গমন করিলেন।

এই লুম্বিনী উদ্যানে ভগবান্ গৌতম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লুম্বিনীতে অশোক একটী অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্তম্ভোপরি একটী বৃহৎ প্রস্তরাশ্ব স্থাপিত আছে; সেই স্তম্ভগাত্রে নিম্নলিখিত পদ কয়টী ক্ষোদিত আছে, "দেবপ্রিয় নরপতি প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজত্বের একবিংশতি বৎসরে এই স্থানে তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নরপতি প্রিয়দর্শী এই স্থানে প্রস্তরস্তম্ভ ও প্রস্তরনির্ম্মিত অশ্ব স্থাপন* করিলেন। পরমারাধ্য বোধিসত্ত্বের জন্মভূমি বলিয়া লুম্বিনী নিষ্কর স্বরূপ নরপতি কর্তৃক নিবেদিত হইল।" অশোক উপগুপ্ত সহ এই স্থানের মনোমোহকর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলেন। অদূরে গগনস্পর্শী শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ, চারি পার্শ্বে পত্রপুষ্প-সমাকীর্ণ তরুরাজী, তৃণাচ্ছন্ন বনভূমিতে কুরঙ্গের ক্রীড়া এবং সেই পুণ্যতীর্থ লুম্বিনী উদ্যানের পূর্ব্বস্মৃতি, সম্ভবতঃ তাঁহার হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। তথা হইতে তাঁহারা শাক্য-রাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তু নগরীতে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান ফয়জাবাদ হইতে গণ্ডকী ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশকে প্রাচীন কপিলাবস্তু নামে অভিহিত করা হয়। বস্তি জেলার উত্তর পশ্চিমভাগে ভুইলা গ্রাম কপিলাবস্তুর রাজধানী

* ইহা পরে নষ্ট হইয়াছিল। Beal's Record of Western World. Vol II.

ছিল বলিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন। ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াও কপিলাবস্তুর পূর্ব্বগৌরব বিনষ্ট হয় নাই। রাজ-প্রাসাদের প্রাচীন ভিত্তির উপরে বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত, তন্মধ্যে শাক্য-সিংহের পিতা নরপতি শুদ্ধোদনের প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। ইহার অনতিদূরে রাজান্তঃপুরের ভগ্নাবশেষ। ভগ্নাবশেষের ভিত্তির উপর সুবৃহৎ বিহার নির্ম্মিত, তন্মধ্যে বুদ্ধ জননী মহামায়ার মূর্ত্তি স্থাপিত। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, এই অপরূপ দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হইয়া বিহারাভ্যন্তরে বিরাজিত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। কপিলা-বস্তুর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অশোক বিশ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্তম্ভের শিরোদেশে একটি সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। এই স্তম্ভপার্শ্বে একটী স্তূপের মধ্যে ভগবান তথাগতের অস্থি রক্ষিত ছিল। অশোক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাহিনী স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া-ছিলেন। নগরের উত্তর পূর্ব্বভাগে আর একটী স্তূপ বিদ্যমান আছে। এইস্থানে রাজকুমার শাক্যসিংহ উপবিষ্ট হইয়া হলোৎ-সব দেখিতে দেখিতে গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন; নরপতি শুদ্ধোদন বহুস্থান অন্বেষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের সময়—ধ্যাননিরত কুমারকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্ব তোরণে একটী স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, এইস্থানে সিদ্ধার্থ দেবদত্ত কর্ত্তৃক নিহত হস্তী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা হস্তি-পরিখা নামে অভিহিত হয়। ইহারই পার্শ্বে একটী বিহারে বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিহারের সন্নিকটে অন্য একটী বিহারে পুত্র ক্রোড়ে যশোধারার মূর্ত্তি

স্থাপিত আছে। এই স্থান যুবরাজ শাক্যসিংহের শয়নমন্দির ছিল। নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটী বিহার আছে, তন্মধ্যে সুসজ্জিত শ্বেতাশ্বোপরি শাক্যসিংহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যুবরাজ সংসার ত্যাগ করিয়া এই দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। নগরের চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার। প্রত্যেক দ্বারে এক একটী বিহার এবং তন্মধ্যে যথাক্রমে বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত এবং ভিক্ষু-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। যে ন্যগ্রোধ কুঞ্জতলে ভগবান্ তথাগত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তথায় অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোক যুবরাজ সিদ্ধার্থের ব্যায়ামাগারে শরকূপ, তৈলনদী প্রভৃতি বাল্যক্রীড়াস্থল দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং কপিলাবস্তুতে যে অসংখ্য স্তূপ বিহার, মূর্ত্তি এবং চিত্রাদি দর্শন করিয়াছিলেন, বোধ হয় তৎসমুদায়ই অশোকের কীর্ত্তি।

এই স্থানের রাজকার্য্য সাধারণ-তন্ত্র-প্রচলিত নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত। প্রাচীন কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষের পর পুনরায় এই নগর নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে অবস্থিত সুবৃহৎ শান্থাগারে * আবাল বৃদ্ধ প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে প্রকাশ্য সভায় রাজ্যশাসন এবং বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। একজন সামন্ত পঞ্চায়েৎ বা সভাপতি রূপে নির্ব্বাচিত হইতেন। ইনি তৎকালে রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া রাজা নামে অভিহিত হইতেন। কত দিনের জন্য এই রাজ সম্মান লাভ একজনের ভাগ্যে ঘটিত, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুরূহ। শাক্যজাতির প্রাচীন

* মন্ত্রণাগৃহে। Rhys Davids, Buddhist India.

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন একস্থলে রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং অন্যত্র তিনি কেবলমাত্র একজন সম্মানিত নাগরিক রূপে পরিগণিত এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভদ্দিয়শাক্য রাজা বলিয়া পূজিত হইতেছেন। বুদ্ধদেবের জীবিত কালেই প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোশলরাজ প্রসন্নজিৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। শাক্যবংশের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বুদ্ধদেবের পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবার মানসে কোন এক শাক্যসামন্তের কন্যার সহিত পরিণয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শাস্থাগারে শাক্যগণ সম্মিলিত হইয়া কোশলের নীচবংশে কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ভয়ে জনৈক শাক্য সামন্তের ঔরসে ও কোন ক্রীতদাসীর গর্ভে বাসবাক্ষত্রিয়া নামে উৎপন্না এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে এই উদ্দেশে অর্পণ করেন। শাক্যগণের ষড়যন্ত্র না বুঝিয়া কোশলরাজ তাঁহাকেই শাক্যরাজদুহিতা জ্ঞানে পরিগ্রহণ করেন। পরে বাসবার গর্ভজাত সন্তান বিড়ূরভ কোশলের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর শাক্যজাতির নীচাশয়তা অবগত হইবার সুবিধা হইলে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রই ক্রোধে বিড়ূরভ অধীর হইলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। এই কারণে তিনি শাক্যরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক কপিলাবস্তু নগর ধ্বংস করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নিহত করেন। এই ঘটনার দুই এক বৎসর পরে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

অশোক ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহাস্থবির উপগুপ্ত গৌতম বুদ্ধের বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত কোনাকমুনির * আশ্রম-স্থান

প্রদর্শন করাইলেন। তথায় অশোক একটী স্তম্ভ* নির্ম্মাণ করেন, সেই স্তম্ভোৎকীর্ণ অনুশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে তীর্থপর্য্যটন কালে অশোক হিমাচলের সেই নির্জ্জন গিরিসানুদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত লুম্বিনী উদ্যানের প্রস্তরলিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, অশোক তাঁহার রাজত্বের একবিংশতি বৎসর কালে লুম্বিনীস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অশোক একাধিকবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। উপগুপ্ত কোন্ বারে তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে অশোক নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ললিতপত্তন, কাটমুণ্ড প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া তিনি পুণ্যভূমি শ্রাবস্তী নগরে আগমন করিলেন।

শ্রাবস্তী অতি প্রাচীন প্রদেশ। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে যে, সূর্য্যবংশ-সম্ভূত যুবনাশ্বের পৌত্র শ্রাবস্ত এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্ব সূর্য্য হইতে পঞ্চম পুরুষ অধস্তন। সুতরাং রামচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বায়ুপুরাণে দৃষ্ট হয় যে, নরপতি লবের রাজত্বকালে শ্রাবস্তী অযোধ্যা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাপ্তি নদীর দক্ষিণ তীরে এখনও এই নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান আকোয়ান

* বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কল্পে চব্বিশ জন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনকমুনি তাঁহাদের অন্যতম।

এবং বলরামপুরের অন্তর্গত সাহেত্-মাহেত্‌কে প্রাচীন শ্রাবস্তী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন, বর্ত্তমান্ সাহেত্ মাহেতে একটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটী অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত অনুশাসনে শ্রাবস্তীর উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের চতুঃসীমাবদ্ধ সুবিশাল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। হুয়েনসাং বলেন, এই সুবৃহৎ প্রাচীরের ব্যাস প্রায় তিন ক্রোশ। ভগবান্ তথাগতের আবির্ভাব-কালে নরপতি প্রসন্নজিৎ শ্রাবস্তীর অধীশ্বর ছিলেন। এই শ্রাবস্তীর ভগ্ন স্তূপের সন্নিকটে সদ্ধর্ম্ম মহাশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মহাশালায় অবস্থিতি পূর্ব্বক গৌতমবুদ্ধ অমৃতোপম উপদেশ প্রদানে সহস্র সহস্র নর-নারীর হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছিলেন। এই মহাশালার অনতিদূরে ভগবান্ বুদ্ধদেবের মাতৃষসা প্রজাপতি ভিক্ষুণীর বিহার স্থাপিত ছিল। শ্রাবস্তীর দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে দেশবিশ্রুত জেতবন বিহার * অনাথ পিণ্ডিকের অপূর্ব্বকীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। এই পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য নগরের পূর্ব্বদ্বারের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে নরপতি অশোক প্রায় সত্তর ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বামদিকের স্তম্ভ-শিরে ধর্ম্মচক্র ক্ষোদিত এবং দক্ষিণদিগের স্তম্ভ-চূড়ে একটী বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত

* শ্রাবস্তীর রাজকুমার জেতসিংহের নাম হইতে এই উদ্যানের নাম জেতবন হইয়াছিল। বুদ্ধশিষ্য মহাধনশালী অনাথপিণ্ডিক এই উদ্যান ক্রয়পূর্ব্বক ভিক্ষুসংঘকে ইহা দান করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব অধিকাংশ সময় এই বিহারে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ এই স্থান হইতে এই প্রদত্ত হইয়াছিল।

হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজকেরা এই স্তম্ভদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং জেতবনবিহারের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটী ইষ্টকালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তথায় স্থাপিত ছিল। জেতবনবিহারে বুদ্ধদেব স্বহস্তে জনৈক নির্ম্মম রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা করিয়াছিলেন। এই পুণ্যলীলা চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থানে সারিপুত্রের নিকট মৌদ্‌গল্যপুত্রের অলৌকিক শক্তি প্রতিহত হইয়াছিল, সেইস্থানে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ স্থাপিত রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র স্তূপের অনতিদূরে অন্য একটী কূপ দৃষ্টিগোচর হইত। প্রবাদ আছে যে, ভগবান তথাগত যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার ব্যবহারের নিমিত্ত জল এই কূপ হইতে উত্তোলিত হইত। অশোক এই কূপ-পার্শ্বে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বিহারের মধ্যে নানাস্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেব পাদচারণ করিতে করিতে সদ্ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, অশোক সেই পুণ্যস্মৃতি জাগরিত রাখিবার জন্য একটী বৃহৎ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। জেতবনবিহারের নিকট একটী বৃহৎ গভীর পরিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিখার অভ্যন্তরে বুদ্ধদ্বেষী দেবদত্ত নিহত হয়েন। * ইহার দক্ষিণদিকে আর একটী পরিখায় পাপিষ্ঠা কুকালী ভিক্ষুণী বুদ্ধনিন্দার ফলে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

* প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদ্বেষী-দেবদত্তের প্রয়োচনায় কুকালি ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের চরিত্রে বিষম দোষারোপ করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহার চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই পাপে পাপিষ্ঠা ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

শ্রাবস্তী সমৃদ্ধিশালী নগরী, বহু জ্ঞানী ধনী শ্রেষ্ঠী তথায় বাস করিতেন, ইহা উত্তর ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে ভগবান তথাগত বহুদিবস অবস্থান করিয়া সুমধুর উপদেশ দানে শত শত নর-নারীর ত্রিতাপদগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়াছিলেন। অশোক এই শ্রাবস্তীর অন্তর্গত বকুলের স্তূপ ও আনন্দের স্তূপ দর্শন করিলেন। বকুলের স্তূপে তিনি একটী তাম্রখণ্ড মাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীর পুণ্যভূমিতে তিনি সত্তর ফিট্ উচ্চ একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী হইতে তাঁহারা মহাতীর্থ গয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গয়া হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ, ইহা ভগবান বুদ্ধদেবের লীলাস্থল। আধুনিক ফল্গুতীরস্থিত বিষ্ণুমন্দির হইতে বুদ্ধগয়া প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ হিন্দু ও বৌদ্ধের ভক্তি ও পূজা চির দিন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এই বোধিদ্রুমতলে ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অশোক এই স্থানে অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য-সমন্বিত এক বিচিত্র বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের সুদীর্ঘ ধ্যানাসীন মূর্ত্তি অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বুদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটে সুবৃহৎ প্রাচীরাদি ও প্রস্তর স্তম্ভ মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে উৎখাত হইয়া বর্ত্তমান যুগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। উরুবিল্বের রমণীয় দৃশ্য যিনি একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। চতুর্দ্দিকে অনুন্নত গিরিরাজি স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্রকায়া ফল্গুনদী (প্রাচীন নৈরঞ্জন) তীরবর্ত্তী প্রদেশের পাদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নির্জ্জন

গুহাসকল সাধকের প্রকৃত তপঃক্ষেত্ররূপে ইতস্ততঃ বিরাজিত রহিয়াছে। এইস্থানে অশোক উপগুপ্তের পবিত্র সঙ্গলাভে নির্ব্বাণের মহিমা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। বোধিদ্রুম-তলে আসীন, নির্ব্বাণানন্দে বিভোর মহাযোগী বুদ্ধদেবের উজ্জ্বলমূর্ত্তি তাঁহার মানসচক্ষে সমুদিত হইল। তিনি ভক্তিভারাবনত হৃদয়ে প্রাচীন বোধিদ্রুম-তলে বজ্রাসন* দর্শন করিলেন। তৎপরে বুদ্ধগয়া বারাণসী † দর্শনপূর্ব্বক তথাহইতে ঋষিপত্তন বা সারনাথ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বর্ত্তমান বারাণসী হইতে সাত মাইল উত্তরে সারনাথ। ‡ এই সারনাথ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রচার ক্ষেত্র। এই স্থানেই লোকনায়ক ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্ম জগৎ সমক্ষে প্রচার করেন এবং এইস্থান হইতেই জীবের কল্যাণার্থ ষাটিজন ভিক্ষুকে তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ চারিদিকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সারনাথ স্তূপ এই সকলের পবিত্র স্মৃতি ধারণ করিয়া আজিও দণ্ডায়মান আছে।

* গৌতম বুদ্ধ ও তাঁহার অন্যান্য পূর্ব্বোবর্ত্তী বুদ্ধগণ এই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

† হুয়েন সাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে তিনি এই স্থানে ১০ ফিট্ উচ্চ শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। Beal's Record. Vol II.

‡ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ জাতক নামক পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে। এইরূপ কথিত আছে যে ভগবান্ যখন মৃগজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন, এবং একটী মৃগযূথের রাজা ছিলেন,সেই সময় একটী আসন্নপ্রসবা মৃগীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নিজ প্রাণ দান করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা হইতে এই স্থানের নাম হয় মৃগদাব। এক্ষণে এ স্থানকে সারনাথ বা সারঙ্গনাথ বলে।

এই সারনাথ স্তূপও অশোকের কীর্ত্তি। ভগবান্ তথাগত যে স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন এবং জগতের কল্যাণের জন্য সহস্র নরনারীর নিকট মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মহা পবিত্র স্থানে অশোক একটী ইষ্টকস্তূপ এবং সত্তর ফিট্ উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন। ইহার পর অশোক সারনাথ দর্শন করিয়া পাটলিপুত্র নগরে প্রত্যাগমন করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—০(*)০—

অশোকের গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি।

ভারতের কোন ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস নাই। সংস্কৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে বহুস্থলে ইতিহাস শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু কহ্লণ-মিশ্রের "কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী" প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর কোন প্রাচীন সংস্কৃত যথার্থ ঐতিহাসিক গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীন দুর্গ, স্তূপ, বিহার বা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, জীর্ণ মন্দিরাদি, ইষ্টক, মুদ্রা, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদি ও তাম্রানুশাসন প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু উল্লিখিত উপাদান সমূহের মধ্যে অনুশাসন-লিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ অনুশাসনাবলী অনুমানের প্রতীক্ষা না করিয়াই সহজ ও সরল ভাবে ঐতিহাসিক ব্যাপার নিচয় বিঘোষিত করে। ইহাতে যে শুধু কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহা হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিখনপ্রণালী, অক্ষরের ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজকীয় রীতি পদ্ধতি, তাৎকালিক সভ্যতা প্রভৃতিও উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতে অশোকই উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

অশোকযুগের অনুশাসনাবলী প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত;— স্তম্ভলিপি, ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি, বৃহৎ গিরিলিপি ও ক্ষুদ্র গিরিলিপি। সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হুয়েনসাং অশোকনির্ম্মিত * ষোলটী স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্তম্ভ একটী সমগ্র প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত ও নানাবিধ কারুকার্য্য-শোভিত। এই ষোলটীর মধ্যে এপর্য্যন্ত দশটী মাত্র স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বখিরা ও লড়িয়াগড়ের দুইটী স্তম্ভ এখনও অবিকৃত ভাবে দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলির আনুপুর্ব্বিক বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।—

(১) বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বেসারের (প্রাচীন বৈশালীর) সন্নিকট বখিরাস্তম্ভ। এই স্তম্ভে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই। এই স্তম্ভের সম্মুখে একটী তড়াগ। তড়াগ হইতে ইহা চুয়াল্লিশ ফিট্ দুই ইঞ্চি উচ্চ, এবং তিনটী সোপানযুক্ত একটী চতুষ্কোণ পীঠের উপর বিরাজিত। স্তম্ভটীর নিম্নভাগের ব্যাস প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি, কিন্তু ইহার মধ্যদেশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া উচ্চে ৩৮·৭ ইঞ্চি ব্যাসে পরিণত হইয়াছে। শিরোদেশ দুই ফিট দশ ইঞ্চি উচ্চ মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত। ইহার শীর্ষে বার ইঞ্চি উচ্চ বেদীর উপর একটী ৪॥ ফিট্ উচ্চ সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। স্তম্ভটি গুরুত্বে † প্রায় পঞ্চাশ টন্।

(২) লড়িয়ানন্দনগড়স্তম্ভ। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লড়িয়া একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই স্থানের স্তম্ভটী অনেকটা বখিরার স্তম্ভ সদৃশ। ইহা চল্লিশ ফিট্ উচ্চ। এই স্তম্ভের মধ্যদেশ ৩২ ফিট্ ৯॥ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার নিম্নদেশের ব্যাস

* Beal's Record of Western world, vol II.
† Cunningham, Report.

৩৫॥ ইঞ্চি এবং এই ব্যাসের পরিধি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া উর্দ্ধে ২২.৪ ইঞ্চি ব্যাসে পরিণত হইয়াছে। শিরোদেশের পীঠ মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত এবং নানাবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যে বিভূষিত হইয়াছে। কতকগুলি মরাল তাহাদের আহার চঞ্চুপুটে তুলিতেছে, এই ক্ষোদিত চিত্রটী অতীত ভারতের শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই বেদীর শীর্ষে একটী সিংহমূর্ত্তি পূর্ব্বাস্য হইয়া স্থাপিত আছে। ইহাতে চারিটী অনুশাসনলিপি এখনও অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আরংজেবের সময়, একটী গোলার আঘাতে এই সিংহমূর্ত্তিটির কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৩) প্রয়াগ স্তম্ভ।—ইহাতে মরাল চিত্রিত নাই। কিন্তু মণ্ডলাকার স্তম্ভদেশ সম্ফুট পদ্মপুষ্প ও লতাকাবলীর চিত্রে বিমণ্ডিত হইয়া দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। কেহ কেহ ইহা গ্রীক্‌শিল্পের আদর্শ হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান * করেন। ১৮৩৮খ্রীষ্টাব্দে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন স্মিথ বখিরা ও লড়িয়া-নন্দন গড়ের স্তূপের আদর্শে ইহার শিরোভাগ সংস্কার করিতে আহূত হয়েন। কিন্তু তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এলাহাবাদ ফোর্টে এলেনবরা বারাকের নিকটে এক্ষণে ইহা স্থাপিত। সুলতান ফিরোজ কর্ত্তৃক কৌশাম্বী হইতে এই স্তম্ভ এখানে আনীত হইয়াছে। চারিটী স্তম্ভলিপি, † মহিষীলিপি, কৌশাম্বী অনুশাসন, সকল গুলিই ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে ক্ষোদিত আছে।

(৪) রামপুর স্তম্ভ।—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের

* Vincent Smith. † Queen's Edict.
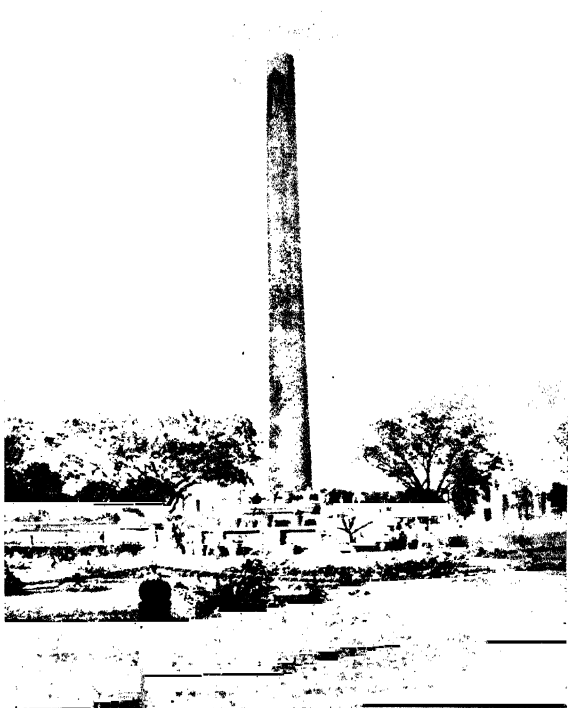
উত্তরপূর্ব্ব দিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ইহা অবস্থিত। এখানে দুইটি ধ্বংসোন্মুখ স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে। একটীতে ছয়টী বিভিন্ন স্তম্ভলিপির প্রতিলিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভোপরি অতি সুন্দর সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল; সম্প্রতি ইহা মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে উৎখাত হইয়াছে। মিঃ মার্সেল বলেন—"ইহা মৌর্য্যযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর-কীর্ত্তি।" এই স্তম্ভের মধ্যদেশ তাম্রমণ্ডিত। অপর স্তম্ভটীর শিরোদেশে একটী বৃষমূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহাতে কোন অনুশাসন উৎকীর্ণ নাই।

(৫) (ক) দিল্লী-তোপরা স্তম্ভ।—ইহা দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোথিলা পাহাড়ের চূড়ায় অধুনা বিরাজিত। আম্বালার অন্তর্গত তোপ্রা হইতে ১৩৫৬খ্রীষ্টাব্দে ইহা সুলতান ফিরোজ তোগ্লক্ কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছে। সুলতান এই অপূর্ব্ব স্তম্ভ দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং বহু যত্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সাহায্যে ইহা দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহাতে সাতটী স্তম্ভলিপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভই 'দিল্লী শিবালিক্' বা 'ফিরোজশার লাট' নামে কখনও কখনও উক্ত হইয়া থাকে।

(খ) দিল্লী মিরাট স্তম্ভ।—এই স্তম্ভ দিল্লীর অন্তর্গত একটী উচ্চ ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে। ইহা অধুনা ভগ্নপ্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ তোগলোক মিরাট হইতে এই স্তম্ভটী আনয়ন পূর্ব্বক দিল্লীতে তাঁহার মৃগয়া বাসের সন্নিকটে স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার বর্ত্তমান স্থানেই ইহা পুনঃ স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম চারিটী স্তম্ভলিপি অসম্পূর্ণ ভাবে ক্ষোদিত আছে।

(৬) লড়িয়া অররাজ। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়ার পথে কেশরী স্তপের দশ ক্রোশ দূরে অররাজ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লড়িয়াগ্রাম। এইস্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে। ইহাতে ছয়টী স্তম্ভলিপি সম্পূর্ণভাবে উৎকীর্ণ এবং একটী গরুড়মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

(৭) সাঁচী স্তম্ভ।—মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্যে সুবৃহৎ সাঁচী স্তূপের দক্ষিণ দ্বারে এই স্তম্ভ স্থাপিত। ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি, সারনাথ লিপি এবং কৌশাম্বী ও প্রয়াগলিপি অসম্পূর্ণভাবে ইহাতে ক্ষোদিত আছে। অতি সুন্দর চারিটী সিংহমূর্ত্তি ইহার শিরোদেশে স্থাপিত।

(৮) সারনাথ স্তম্ভ।—বর্ত্তমান বারাণসীর প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে যেখানে সুবৃহৎ সারনাথ স্তূপ অবস্থিত, তাহার সন্নিকটে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সাঁচী ও কৌশাম্বী লিপি সুবিস্তৃতভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে। ধর্ম্মচক্র চারিটী সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত। স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৯) রুম্মিনী দেবী স্তম্ভ।—বস্তি জেলার অন্তর্গত দুলুহার গ্রামের ছয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে রুম্মিনী দেবীর মন্দির। এই মন্দির সম্মুখে একটী স্তম্ভ বিরাজিত। বজ্রপাতে ইহার বহুস্থান বিনষ্ট হইয়াছে। স্মারক * অনুশাসনগুলি ইহাতে সম্পূর্ণভাবে উৎকীর্ণ আছে।

(১০) নিগ্লীবা স্তম্ভ।—বস্তী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাইতে নিগ্লীবা গ্রামে ইহা স্থাপিত। ইহাতে স্মারক লিপিগুলি অস্পষ্টভাবে

* Commemorative Inscription.

বিদ্যমান আছে। প্রায় এক সময়েই রুম্মিনীদেবী স্তম্ভ ও নিগ্লীবা স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যে সকল অশোক-নির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রুম্মিনী দেবী ও সারনাথ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কোনাকমান্ স্তূপের বিবরণ প্রসঙ্গে যে একটী স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকে ইহা নিগ্লীবা স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে অপর ছয়টী * স্তম্ভের কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

আবিষ্কৃত গিরিলিপির সংখ্যা চতুর্দ্দশটি। অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরে অধিকাংশ গিরিলিপিই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। অনুশাসনে অশোক তাঁহার অভিষেক বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা করিয়াছেন। অশোকের অভিষেক-কাল ২৬৯ খ্রীষ্ট পূঃ † নির্ণীত হইয়াছে; সুতরাং ২৫৭ ও ২৫৬ খৃঃ পূঃ মধ্যে অশোক গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত দ্বাদশটী বিভিন্ন স্থানে অনুশাসনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত পেশোয়ারের চল্লিশ মাইল উত্তরপূর্ব্ব ইসুপ্‌জাই মহকুমায় সাহবাজ্‌গিরি অনুশাসন গুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্বে বন্ধুর গিরিসানুদেশে

* শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী জেতবন বিহারের সন্নিকটে দুইটী স্তম্ভ বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রচলিত বর্ণনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একটীর শিরোদেশে বৃক্ষ এবং অপরটীর শিরোদেশে ধর্ম্মচক্র স্থাপিত বলিয়া বর্ণনা আছে। নেপালের জঙ্গলের মধ্যে স্তম্ভ দুইটী অবস্থিত। ইহারা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত নেপাল তরাইয়ে আরও অনেক অশোকস্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

† অনেক স্থলে ৩৬৮ খৃঃ পূঃ অভিষেকের কাল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

একটি প্রস্তর গাত্রে দ্বাদশ গিরিলিপি ব্যতীত অন্যান্য অনুশাসনগুলি ক্ষোদিত আছে। পরে সার্ হেন্‌রি ডিন্ এই স্থানের অনতিদূরে কপূর্দাগিরিতে দ্বাদশ অনুশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবোতাবাদের পঞ্চদশ মাইল উত্তরে হাজরা জেলায় মানসহরেও চতুর্দ্দশ গিরিলিপির প্রতিলিপি পরিদৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে লোকালয় বা রাজপথ বহুদূরে। ডাক্তার ষ্টীন্ বলেন যে ব্রেরী বা বট্টারিকা (দেবী বা দুর্গা) তীর্থে যাইবার জন্য এই স্থান দিয়া একটী অতি প্রাচীন পথ ছিল। তীর্থযাত্রীদিগের উদ্দেশে এই সকল বিভিন্ন স্থানে অনুশাসনগুলি ক্ষোদিত * হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অনুশাসনগুলি আরমাইক বা খরোষ্ট্রী অক্ষরে ক্ষোদিত। খরোষ্ট্রী অক্ষর বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হয়। বোধ হয় ৫০০ খ্রীঃ পূঃ হিস্‌টস্পিস্-পুত্র দরায়ুস কর্ত্তৃক সিন্ধু উপত্যকা বিজিত হইলে পারস্য দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সীমান্ত প্রদেশে এই অক্ষরের † প্রচলন করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কাল্‌সীগ্রামে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুশুরীর পঞ্চদশ মাইল পশ্চিমে চক্রতা ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে সাহারণপুরের পথে একটী পর্ব্বতগাত্রে এই গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ ছিল ; ইহারই অনতিদূরে যমুনা ও টন নদীর সঙ্গম-

* Ep, Ind, II. 447. Ind. Ant, XIX.

† Vincent Smith, Asoka. পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

স্থল। প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয় এই স্থানে গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসনোৎকীর্ণ গিরিগাত্রে একটী সুন্দর গজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ব্রাহ্মী অক্ষরে এই গিরিলিপিগুলি লিখিত। বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত সোপারাগ্রামে অষ্টম গিরিলিপির কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম গিরিলিপির প্রতিলিপিও এখানে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন কালে সোপারা গ্রাম সুপারকা বা সুরপারকা নামে অভিহিত হইত। পূর্ব্বে ইহা সমুদ্রতটবর্ত্তী একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যবহুল বন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কালপ্রভাবে সমুদ্রের অপসারণ ঘটিয়াছে।

কাটিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্রের রাজধানী প্রাচীন জুনাগড় (অমরকোট) গির্ণার ও দত্তার পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ইহা জৈনদিগের এক তীর্থভূমি। গির্ণার পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অনুশাসনাবলী এবং পশ্চিমে অমরকোট পাহাড়। ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সুদর্শন হ্রদ সমগ্র উপত্যকা ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মৌর্য্যবংশসম্ভূত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশে এই হ্রদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গিরিচূড়ায় ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অনুশাসন এবং পশ্চিমভাগে স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক প্রেরিত শাসনকর্ত্তার ক্ষোদিত লিপি অবস্থিত ছিল। কালের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াও অনুশাসনগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর কূলে চতুর্দ্দশ গিরিলিপির দুইটি সংস্করণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি ধৌলি * নামক গ্রামের

* ইহা পুরী জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত ভুবনেশ্বর নামক হিন্দুতীর্থের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। Cunningham Inscription of Asoka.

নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত আছে। এই লিপির উর্দ্ধদেশে একটি গজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী তোষালি নগরী ইহারই সন্নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। দ্বিতীয়টি গঞ্জাম জেলার প্রাচীন জৌগড় নামক স্থানে অবস্থিত। ইহাতে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপির পরিবর্ত্তে সীমান্ত ও প্রাদেশিক * লিপি নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবের সংস্করণ অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

নিম্নে অনুশাসনগুলির সারাংশ প্রদত্ত হইল।

(১) "সকল প্রাণীর জীবন পবিত্র" ইহাই প্রচার করিবার উদ্দেশে ইহা লিখিত। এই অনুশাসনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মোপলক্ষে বা সামাজিক উৎসবে কেহ কোন প্রাণীকে হত্যা করিতে পারিবে না।

(২) অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, সিংহল, গ্রীকরাজ এণ্টিয়কথিও এবং তদধীন সামন্তবর্গের রাজ্যে পশু, পক্ষী, মানবের জন্য আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, কূপ-খনন, ভেষজাগার-স্থাপন এবং রাজপথে বৃক্ষাদিরোপণ করিয়াছিলেন তাহা এই গিরিলিপিতে বিবৃত হইয়াছে।

(৩) রাজকর্ম্মচারিগণ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অনুসম্যায়নে (পরিদর্শনে) বহির্গত হইবেন। তৎকালে তাঁহারা কিরূপ ভাবে ধর্ম্মবিধি প্রচার করিবেন তাহা এই অনুশাসনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

* Borderers and Provincial Edict.

(৪) এই গিরিলিপিতে প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা ও তাহার মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

(৫) ধর্ম্মমহামাত্রদিগের কর্ত্তব্য সকল ইহাতে বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। অনুশাসন পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, রাজ্যের অভ্যন্তরে যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্টিক, পিতেনিক এবং অন্যান্য সীমান্তবাসী জাতি সমূহের ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মোন্নতি কামনায় প্রিয়দর্শী ধর্ম্মমহামাত্র নিয়োগ করিয়াছিলেন।

(৬) প্রিয়দর্শী রাজকার্য্য সত্বর নিষ্পন্ন করিতেন। কাহারও কোনও দুঃখ বা অভিযোগ থাকিলে তিনি যথাসময়ে তাহা শ্রবণ করিতেন। ইহাতে অশোক ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে আহারকালে বা অন্তঃপুরে অবস্থানকালে, শয্যাগৃহে বা বিরাম কক্ষে, যানারোহণে বা প্রমোদোদ্যানে যে স্থানে থাকিব, রাজদূতগণ আবশ্যকমত প্রয়োজনীয় সংবাদাদি আমাকে জ্ঞাপন করিবে। আমি সকল সময়েই সকল প্রজাগণের হিতকর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছি"।

(৭) ধর্ম্মবিধিতে মুখ্যত ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের পবিত্রতা, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং দান এই সকলেরই মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৮) প্রমোদবিহার, মৃগয়া ও অন্যান্য আমোদ-বিলাসের পরিবর্ত্তে তীর্থভ্রমণে প্রিয়দর্শী বহির্গত হইতেন জানিতে পারা যায়। অশোক তাঁহার রাজত্বের একাদশ বৎসর কালে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইতেন। এই তীর্থভ্রমণব্যপদেশে তিনি

স্বীয় শাসনাধীন দেশ সমূহের প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা স্বয়ং অবধারণ করিতে পারিতেন। তীর্থভ্রমণকালে ভিক্ষুও ব্রাহ্মণদিগকে অশোক প্রচুর দান করিতেন, এই সময় অশোককর্তৃক ধর্ম্মবিধির অনুশীলন ও প্রচার হইত।

(৯) প্রকৃত মঙ্গলানুষ্ঠান কি, তাহা এই গিরিলিপিতে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মবিধির অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মদান যে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণপ্রদ, তাহা এই অনুশাসনে ব্যাখাত হইয়াছে।

(১০) প্রজাবৃন্দের ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য রাজা প্রিয়দর্শী ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন, ইহা এই অনুশাসনের মর্ম্ম।

(১১) ধর্ম্মদানই প্রকৃতদান। এই লিপিতে ধর্ম্মবিধিপ্রচার শ্রেষ্ঠদান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১২) এই গিরিলিপি পাঠে অশোকের অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করাই কর্ত্তব্য, ইহা উজ্জ্বল ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৩) মহারাজ অশোক তাঁহার রাজত্বকালের নবম বৎসরে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই গিরিলিপিতে অনুশোচনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরদেশ বিজয়ের নৃশংসতা অতি সরলভাষায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৪) এই লিপিতে প্রিয়দর্শী রাজা তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিপির বিস্তৃতি এবং সংক্ষেপতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মবিধি প্রচারই এই সকল গিরিলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য। কলিঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই যে বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছিল,

ক্ষুদ্র গিরিলিপিগুলি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসনাবলী মধ্যে ক্ষুদ্র গিরিলিপি সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন। প্রথম গিরিলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সাড়ে তিন বৎসর কাল পরে এই লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে লিখিত আছে, রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করেন। সুতরাং অশোক তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের সাড়ে এগার বৎসর কালে এই অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনুমান ২৫৭—৫৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে গিরিলিপিগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গিরিলিপির সংখ্যা তিনটি। এই তিনটী গিরিলিপি উত্তর মহীশূর প্রদেশে চিতলগড় জেলার অন্তর্গত সিদ্ধাপুর, জটিঙ্গা-রামেশ্বর, এবং ব্রহ্মগিরি এই তিনটী বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপি বৈরাট, সাসেরাম ও রূপনাথ এই তিন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম এবং বর্ত্তমান শ্লীমানবাদ রেল ষ্টেশনের চতুর্দ্দশ মাইল পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ। প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপির সারাংশ এই যে, আড়াই বৎসর কাল তিনি উপাসক ভাবে, এবং পরে বৎসরাধিককাল ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া সংঘে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবদেবীপূজা সম্বন্ধে অশোকের অভিমত লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মগিরির অনুশাসনে পরিদৃষ্ট হয় যে, এই ক্ষুদ্র গিরিলিপি দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা সুবর্ণগিরির রাজপুত্র

এবং ঈশিলার রাজকর্ম্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে ধর্ম্মবিধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, জীবে অহিংসা এবং সত্য বাক্য ধর্ম্মবিধির মূলমন্ত্র। এই অনুশাসনের নিম্নে খরোষ্ট্রী অক্ষরে পদলিপিকারকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। ভাব্রা অনুশাসন মগধের ভিক্ষু সংঘকে সম্বোধন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভাব্রা সহরের নিকটস্থ গিরিচূড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহারভূমিতে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে "বিনয়সমুচ্চয়, অরিয়বসানি, অনাগতভয়ানি, মুনিগাথা, মুনিসুক্ত, মুসাবাদস্‌স" * সহ ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগকে আদেশ করা হইয়াছে।

অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসনগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	সংখ্যা	সময়	অভিষেক বর্ষ
ক্ষুদ্র গিরিলিপি	৩	২৫৭ খৃঃ পূঃ	ত্রয়োদশ
ভাবরা লিপি	১	ঐ	ঐ
গিরিলিপি	১৪	২৫৭—২৫৬	,, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ।
স্তম্ভলিপি	৭	২৪৩—২৪২	,, সপ্তবিংশতি ও অষ্টবিংশতি।
ক্ষুদ্রস্তম্ভলিপি	৪	২৪১—২৩২	,, ঊনত্রিংশৎ ও অষ্টত্রিংশৎ।
স্মারকলিপি	২	২৪৯	,, একবিংশতি।
গুহালিপি	১	২৫৭—২৫০	,, ত্রয়োদশ, বিংশতি।
কলিঙ্গলিপি	১	২৫৫—২৫৬	,,
প্রাদেশিকলিপি	১	২৫৬—২৫৫	,,
মোট সংখ্যা	৩৪		

* উল্লিখিত পালি পুস্তক সমূহের প্রথমটী বিনয় পিটকের অন্তর্গত। ইহাতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি সুত্ত-পিটকের অন্তর্ভুক্ত ও সুমধুর উপদেশে পূর্ণ।

ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপিতে চারিটী অনুশাসন দৃষ্ট হয়, যথা—(১) সারনাথ লিপি। এই লিপি সংঘের বিবাদ বিসম্বাদ রহিত করিবার জন্য ক্ষোদিত হইয়াছিল। যদি কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘের নিয়ম বা আদেশ উপেক্ষা করে, তবে তাহাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। এই লিপি পাঠে অনুমিত হয় যে, অশোকের নেতৃত্বে সংঘের কার্য্য পরিচালিত হইত। (২) কোশাম্বী লিপি। (৩) সাঁচীলিপি, এই দুইটী লিপি সারনাথ লিপির প্রতিধ্বনি মাত্র। সংঘের আদেশ যাহাতে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী অমান্য না করেন, ইহাতে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (৪) মহিষী লিপি। এই লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী তিবর মাতা কুরুবকী, আম্রতরুগুচ্ছ, প্রমোদোদ্যান এবং সদাব্রতাশ্রমাদি প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

গিরিগাত্রে তীর্থসমূহে রাজপথে এই সকল অনুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। এই অনুশাসনগুলি তাৎকালিক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তখন জনসমাজে বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। নতুবা এত নৈপুণ্য সহকারে প্রাদেশিক অক্ষরে প্রচলিত ভাষায় ইহা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? অশোকের এই অবিনশ্বর কীর্ত্তি পরিদর্শন করিলে বোধ হয় যে, সাধারণ প্রজাবৃন্দের বোধগম্য করিবার জন্য অশোক নিরলঙ্কার চলিত ভাষায় অনুশাসন সকল উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বৌদ্ধ বিহারে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল। এখনও ব্রহ্মদেশে ইহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিগত * আদম সুমারিতে প্রকাশ যে, যুক্তপ্রদেশে (অর্থাৎ

* ১৯০১ সালের।

আগ্রা এবং অযোধ্যা প্রদেশে) প্রতি সহস্রে ৫৭ জন পুরুষ এবং ২জন নারী শিক্ষিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যেখানে বোদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে প্রতি সহস্রে ৩৭৮ জন পুরুষ এবং ৪৫ জন নারী লিখিতে পড়িতে জানে। ইহাতে বোধ হয় বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধবিহারে বহু বালক-বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিত। অশোকযুগে বিদ্যাশিক্ষা সমগ্র জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, স্তম্ভগুলি পারস্য স্থাপত্যের অনুকৃতি; তাঁহাদেরমতে মৌর্য্যযুগে ভারতের সভ্যতা পারস্য-প্রভাবান্বিত ছিল। একটী প্রস্তর-স্তম্ভনির্ম্মাণ,স্তম্ভশীর্ষে পশুর প্রতিকৃতি স্থাপন বা অঙ্কন প্রভৃতি আকেমেনি সাম্রাজ্যের পারসী অনুকরণ বলিয়া পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কিন্তু সারনাথ স্তম্ভ পারস্যের স্তম্ভ অপেক্ষা সুন্দর এবং সমধিক শিল্প-নৈপুণ্য-পরিপূর্ণ। ভারতীয় স্থাপত্য কিসের আদর্শে গঠিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, গ্রীক্ অনুকরণে বৌদ্ধশিল্প গৌরবান্বিত। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। শুধু একটী অনুমানসাহায্যে ভারতশিল্পের প্রকৃত ধারণা হইতে পারে না। পারস্য দেশে গ্রীক্ প্রভাব বিস্তৃত ছিল, এবং তাহারই প্রভাবে শিল্পকলা বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমান কল্পনামূলক হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে উহা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমাদিগের বিশ্বাস ভারত শিল্প বিদেশীয় প্রভাবের নিকট কোন প্রকারে ঋণী নহে।

অনুশাসন সকল তৎকাল প্রচলিত মাগধী ভাষায় লিখিত। পুস্তকে ব্যবহৃত সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত ভাষার সহিত এই ভাষার নৈকট্য

থাকিলেও পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। অশোক অনুশাসনের অনেক শব্দ এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না। তজ্জন্য অনুশাসনগুলির অর্থ ও পাঠ উদ্ধার করা দুরূহ হইয়াছে। অনুশাসনগুলির মধ্যে কোন কোন একই শব্দের ব্যবহারভেদে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি এই পার্থক্য-নিবন্ধন ভাষার ও ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে। পূর্ব্বে বহু পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠোদ্ধার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণ-চর্চ্চার বাহুল্যে অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য হইয়াছে। অনুশাসনগুলির ভাষা সহজ সরল ও অলঙ্কারশূন্য।

উল্লিখিত অনুশাসনরাজি ব্যতীত অশোক বহু স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জনপ্রবাদ আছে যে, অশোক চুরাশি হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তূপরাজির নির্ম্মাণকৌশল এতই অপূর্ব্ব ছিল যে, জনসমাজে ইহা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তাঁহার ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের মধ্যস্থলে পুরাতন রাজপ্রাসাদ এবং সভাগৃহ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা কোন দৈত্যের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই দৈত্য প্রস্তররাশি স্তূপাকার করিয়া প্রাচীর ও তোরণ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যে অলৌকিক স্থাপত্যকৌশল প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।" ইহার দুই শত বৎসর পরে হুয়েনসাং আসিয়া দেখেন যে, হুনজাতি অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিনষ্ট করিয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। হুয়েনসাং অশোক-স্থাপিত আশীটী স্তূপ ও বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহাও

ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। অশোকারাম বা কুক্কুটারাম নামে একটী সুবৃহৎ বিহার পাটলিপুত্র রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সহস্র ভিক্ষু তথায় অবস্থান করিতে পারিতেন। লামা তারানাথ বলেন, রাজগৃহের সন্নিকটে নালন্দবিহার অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং ইহার যে গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন,তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সাঁচীস্তূপে একটী ভগ্ন সাধুমূর্ত্তি জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত হইয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে। আগ্রা ও মথুরার অন্তর্ব্বর্ত্তী পার্খম নামক স্থানে সাত ফিট উচ্চ একটী প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। অধুনা ঐ মূর্ত্তির মুখ বিকৃত, এবং বাহুদ্বয় ভগ্ন। উহার বুক হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঢলঢলে পোষাক বিলম্বিত আছে। বেশনগরে সাঁচী স্তূপে ছয় ফিট সাত ইঞ্চ উচ্চ একটী প্রকাণ্ড রমণীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল ভারতের অতীত ভাস্করনৈপুণ্যের পরিচায়ক। স্তূপগুলির অলিন্দ ও তোরণ সকলে বৌদ্ধজাতক বর্ণিত ও ভগবানের জন্মকাহিনী অঙ্কিত আছে। এতদ্ব্যতীত সাঁচী, বারাহুত এবং বুদ্ধগয়ায় প্রস্তর নির্ম্মিত রেলিং অশোকযুগের ভাস্করনৈপুণ্যের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতের শিল্প ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য এ সমস্তই ধর্ম্মের সহিত এক অভেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত ইহাদের পূর্ণবিকাশ ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা দৃষ্টি হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।
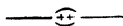
অশোকের ধর্ম্মবিধি।

অশোকের গিরিলিপি, স্তম্ভলিপি এবং অন্যান্য অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে "ধর্ম্ম" শব্দের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই "ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কি? ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, "Law of Piety". এই অনুবাদটী অনেকটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। এই অনুশাসনগুলি অনেক স্থলেই ধর্ম্মলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজকার্য্যের সৌকর্য্য ও মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই উক্ত অনুশাসন সকল উৎকীর্ণ হইয়াছিল। নরপতি অশোক কেবলমাত্র কতকগুলি নীতিসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। প্রকৃতিবর্গের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তিনি সেই সঙ্গে কতকগুলি নিষেধ বিধিও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নরপতি-প্রদত্ত নৈতিক উপদেশাবলী প্রজাবৃন্দের বাস্তব জীবনে যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তত্ত্বাবধান জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, পরোপকার এবং নিষ্কামকর্ম্ম এই ধর্ম্মবিধির মূল ভিত্তি। মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজন প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সাধু ও দরিদ্রের সেবা, পবিত্রতা এবং বাক্‌সংযম ধর্ম্মবিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্বে পূজা, যজ্ঞ, হোম ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে গো, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতি বলি প্রদত্ত হইত

এবং সেই উৎসর্গীকৃত মাংস সকলেই গ্রহণ করিত। মৃগয়াব্যাপারে এবং সামাজিক পর্ব্বোপলক্ষে আহারের নিমিত্ত নানাবিধ পশু পক্ষী নিহত হইত। এই প্রাণঘাতী প্রথার উচ্ছেদ সাধনার্থে অশোক তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসর কালে ঘোষণা করেন যে, রাজ্যমধ্যে কেহ যজ্ঞার্থে বা পর্ব্বোপলক্ষে প্রাণিহিংসা করিতে পারিবে না। পূর্ব্ব হইতেই রাজ-রন্ধনশালায় সূপকারগণ নানাবিধ আমিষপ্রধান খাদ্য প্রস্তুত করিত। অশোক তাঁহার প্রথম গিরিলিপিতে তাহা রহিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে তিনি আমিষ আহার ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তিনি উক্ত গিরিলিপিতে * স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রাজরন্ধনাগারে ভোজনার্থে সহস্র সহস্র প্রাণী নিহত হইত, অধুনা কেবল দুইটী ময়ূর ও একটি হরিণ নিহত হয়। হরিণ বধও ধারাবাহিকরূপে হয় না। ভবিষ্যতে এই তিনটী প্রাণীও বিনষ্ট হইতে পারিবে না। অশোক তাঁহার রাজত্বের সপ্তবিংশতি বর্ষে পঞ্চম স্তম্ভ লিপিতে † অনেকগুলি প্রাণীর বিনাশ নিষেধ করিয়াছিলেন। "অতঃপর আমার রাজত্বে কেহ নিম্নলিখিত প্রাণী ‡ সকল নিহত করিতে পারিবে না যথা:—

শুক, শারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, রাজহংস, নান্দীমুখ, গিলাট, জোতুকা, অম্বাকপীলিকা, কূর্ম্ম, অনস্থিকমৎস্য, বেদব্যাক, গঙ্গা

* ধৌলি, গির্ণার, জুনাগড়, কালসি, মানসেরা এবং সাহাবাজগিরি নামক স্থান সকলে এই অনুশাসনের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

† লৌড়িয়নন্দন গড়স্তম্ভ। ‡ বিশ্বকোষ।

পুপুটক, শঙ্করমৎস, কফটশল্যাক, কচ্ছপ, শল্লাক, পন্নসস, বড়সিংহ-গ্রীম, ষণ্ড, বানর, পলশ্য, গণ্ডার, ঘুঘু, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও সর্ব্ববিধ চতুষ্পদ প্রাণী। অজকা (ছাগী), এড়কা, (ভেড়ী), শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী গাভী কিম্বা ছয় মাসের ন্যূন বয়স্ক বৎস বধ করিতে পারিবে না। বোধিকুক্কুট বধও নিষিদ্ধ ছিল।

তুষানলে কোনও জীবন্ত প্রাণী দগ্ধ হইতে পারিবে না। কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে বা প্রাণিবধ করিবার উদ্দেশে কেহ বনভূমি দগ্ধ করিতে পারিবে না। চাতুর্মাসিক (আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত) সময়ের প্রত্যেক পূর্ণিমায়, পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং প্রতিপদে, বৎসরের উপোসথ দিবস সকলে মৎসবধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, উক্ত দিবস সকলে কেহ মৎসপূর্ণ পুষ্করিণীতে কোন প্রকার প্রাণিবধ করিতে পারিবে না। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, মেষ, বৃষ, ছাগল ও শূকর প্রভৃতিকে পীড়ন করিতে পারিবে না। পুষ্যাও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যুক্ত দিবসে, প্রত্যেক চাতুর্মাসিক পূর্ণিমায় কিম্বা পাক্ষিক অন্যান্য দিবসে অশ্ব বা কোন বৃষকে হিংসা করিতে পারিবে না।

অশোক জীবহিংসা নিবারণার্থে যে বিধিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আজ দ্বিসহস্র বৎসর পরে তাহা পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দের উদ্রেক হয়। যিনি সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর, যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অমোঘ শাসন উত্তরে তুষার-মণ্ডিত হিমাচলের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বর্ত্তমান মহীশূর প্রদেশ, পূর্ব্বে

অনন্তনীলপ্রবাহপুঞ্জ পরিপূর্ণ বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে সমৃদ্ধিশালী গান্ধার রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাঁহার হেমমণি বিজড়িত রাজদণ্ড পরিচালনে দুর্দ্ধর্ষ-প্রতাপ বিদেশীয় রাজন্যবর্গ সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হইত, তিনি বরাহ, মৎস্য এবং অন্যান্য সামান্য প্রাণীরও প্রাণরক্ষার জন্য আকুল, এ দৃশ্যে কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়? যিনি বিলাস-ভোগৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বর্ণসিংহাসনে আসীন, তিনি সামান্য পিপীলিকার প্রাণ কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না, এই আদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত করুণাপ্লুত জলদগম্ভীরস্বরে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভিনব ও মানবজাতির ইতিহাসে দুর্ল্লভ।

সত্য বটে প্রিয়দর্শী তাঁহার উৎকীর্ণ গিরিলিপিতে কোথাও "নির্ব্বাণ" "কর্ম্ম" চতুরার্যসত্য * ও অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই, তথাচ এই সকল পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার অনুশাসন-সকল ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধ-প্রদর্শিত উপদেশের সারাংশ মাত্র। ইহাতে সহজ ভাষায় জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, সত্য, বিনয় ও উদারতা প্রভৃতি নীতিতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি বিবৃত হইয়াছে। উক্ত অনুশাসন গুলি পাঠে অনুমিত হয় যে, অশোক, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক এক অভিনব ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই উচ্চ আদর্শই তাঁহার ধর্ম্মনীতির মূল ভিত্তি। ধর্ম্ম ও নীতির যে আদর্শ আবহমানকাল হইতে ভারতভূমিতে প্রচলিত ছিল, তাহাই বৌদ্ধ-

* দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায়, ইহাই আর্য্যসত্য। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সমাক বাক, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, ইহাই আষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাই বুদ্ধদেবের মধ্যপথ।

প্রভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া অশোকের অনুশাসনাকারে আমরা ইতিহাসে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম ও উপবাসাদি এই ধর্ম্মবিধির অঙ্গীভূত নহে, যাহাতে জীব সকলপ্রকার সদ্‌গুণের অধিকারী হয়, জ্ঞানে, ধর্ম্মে উন্নত হয়, যাহাতে মনুষ্য দেবতায় পরিণত হয়, ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়, তাহাই ধর্ম্মবিধি। অশোক এই নীতিসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজ-জীবনে এই সকল পালন এবং যাহাতে প্রকৃতিবর্গ স্ব স্ব জীবনে এই সকল সদ্‌গুণ পালনে সমর্থ হয় তাহারও ব্যবস্থা করেন। পশুবধনিবারণ, পশু ও মনুষ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মোপদেশ প্রণালী প্রতিষ্ঠা করেন।

সমগ্র প্রাণিজগতের হিতসাধনই অশোকের মূল মন্ত্র এবং ইহাই প্রকৃত বৌদ্ধভাব। ধর্ম্মবিধি পালনে ইহপরকালে মানব সুখী হইবে, ইহা রাজ্যময় বিঘোষিত হইয়াছে। যুক্তি, তর্ক বা দার্শনিক মত বাদে ধর্ম্মবিধির কোন সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হয় নাই। মনুষ্যের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহাই সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি পাঠ করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়। ভাব্‌রা অনুশাসন* পাঠ করিলে বুঝা যায়, কোন্ অমৃত-

* ভাবরা অনুশাসনে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ আছে।

১। অরিয়বসানি,—ইহা দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত।

২। অনাগত ভয়ানি,—অঙ্গুত্তর নিকায়ের তৃতীয় ভাগ।

৩। মুনিগাথা,—সূত্রনিপাত, ২০৬ হইতে ২২০ শ্লোক।

ময় ভাণ্ডার হইতে অশোক রত্ন আহরণ করিয়া জগতে বিতরণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের আধ্যাত্মিক প্রস্রবণ; বুদ্ধদেবের উপদেশ অশোকের মূলমন্ত্র; এই নিমিত্তই প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত অশোক অনুশাসন মধ্যে বৌদ্ধবিধিগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছেন। যদি এই ধর্ম্মবিধিগুলি অশোকের নিজস্ব হইত, তবে তিনি নানা যুক্তি তর্ক সহকারে উক্ত সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের কঠোর সাধনার ফলে যে মহাবাণী বিঘোষিত হইয়াছিল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য নির্ব্বিচারে অশোক জগতের আপামর সাধারণকে ইহপরকালের সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মবিধি পালন করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। অশোক তাঁহার প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে * ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ক্ষুদ্র হউক, মহৎ হউক, সকলেই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভ করিবে।" তিনি প্রথম স্তম্ভলিপি ও দশম গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়াছেন যে, "প্রিয়দর্শী রাজা যাহা কিছুর অনুষ্ঠান করেন, সকলেই পরলোকের জন্য। সকলে বিপদ্‌শূন্য হউক, পাপই একমাত্র বিপদ। ক্ষুদ্র বা মহৎ সকলের পক্ষেই একান্ত চেষ্টা এবং সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত ইহা দুঃসাধ্য। একান্ত ধর্ম্মানুরাগ, আত্ম-পরীক্ষা, অতিমাত্র ধর্ম্মভয় ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় ব্যতীত ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ দুর্ল্লভ।"

বৌদ্ধগ্রন্থের বহুস্থানে এই সত্য বারম্বার বিঘোষিত হইয়াছে।

৪। মোনিয্য সূত্র, অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম ভাগ ও ইতিবুত্তকের অন্তর্গত

৫। উপতিস্য পসিন, উপতিষ্য বা সারিপুত্র সংবাদ।

* রূপনাথ পাঠ।

ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অশোকও তদ্রূপ জনসাধারণকে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা ইহপরকালে সুখলাভ করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন। কোথাও ঈশ্বরের কৃপা বা অনুগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন নাই।

ভারতের প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তি রাজন্যবর্গ হইতে অশোকের পার্থক্য এই ধর্ম্মবিধি প্রণয়নে পরিলক্ষিত হয়। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপুরুষগণ স্বীয় উন্নত আদর্শ মানবসমাজে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লৌকিক জগতে স্বীয় চরিত্রবল নির্ভীকভাবে রক্ষা করিয়া নিজ নিজ মহত্ত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। যদিও অশোকচরিত্র সেরূপ ভাবে জনসমাজ মধ্যে পরিস্ফুট নহে, যদিও তাঁহার ন্যায় অমোঘ প্রতাপশালী রাজা জগতে আরও ছিলেন, তথাপি তাঁহার মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মবিধিই অশোকের জয় পতাকা। অশোকের শিরোদেশ এই ধর্ম্মবিধির উজ্জ্বল মুকুটে বিমণ্ডিত। তাহার স্বর্গীয় প্রভা দ্বিসহস্র বৎসরের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া আজিও বিকীর্ণ হইতেছে। তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে, এমন কি সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উন্নত ও গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পিতা যেমন পুত্রকে, বিদ্বান্ সচ্চরিত্র ও উন্নত দেখিতে লোলুপ, তিনিও সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, পিতার ন্যায় সমগ্র মানব জাতিকে উন্নত, ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে তেমনি অভিলাষী ও যত্নশীল। এ ক্ষেত্রে তিনি একা অতুলনীয়। সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অনুদার ভাবের গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া তিনি মানবকে স্বীয় কর্ম্মের

দ্বারা স্ব স্ব মুক্তিপথের পথিক হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি দার্শনিক যুক্তিবিচার বা বলপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্ধ বিশ্বাসের অবতারণা করেন নাই। পবিত্র ভাবে জীবনযাপন, ইন্দ্রিয়সংযম, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা মানবের উন্নতির লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশোক কোন নূতনমত বা প্রথার প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি জগতে বিনাতর্কে যে সত্যগুলি পরিগৃহীত হইতে পারে তাহারই ঘোষণা করিয়াছেন। উহা সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে মানবপ্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিসমূহ বিকসিত ও এক অখণ্ড প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি আকাশের ন্যায় বিশ্বব্যাপী, নির্ম্মল ও উদার।

মাতাপিতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সুহৃদ্‌গণের উপকার, সাধুসজ্জনের সেবা, দুঃখী নিরাশ্রয়কে দান, অহিংসা, দয়া ও সত্যপরায়ণতা, প্রত্যেক প্রাণীর জীবন পবিত্র বোধে সম্মান তাঁহার ধর্ম্মবিধির একমাত্র লক্ষ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব এবং কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের মহিমা কীর্ত্তন অশোক করেন নাই। ক্ষুদ্র, নীচ, ধনী, দরিদ্র এবং রাজা ও প্রজা সকলেই উন্নত কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে এই সরল উপদেশ তিনি বারংবার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শুধু উপদেশে, গিরিলিপি ও স্তম্ভোৎকীর্ণ অনুশাসনেই অশোকের ধর্ম্মবিধি পর্য্যবসিত হয় নাই। প্রজাবর্গ ও মানবজাতি যাহাতে প্রতিদিন এই মহাসত্যগুলি নিজ নিজ জীবনে প্রতিপালন করে, তন্নিমিত্ত ধর্ম্মমহামাত্র, রাজুক, প্রাদেশিক ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিয়োজিত ছিল। অশোক তাঁহার রাজত্বকালের চতুর্দ্দশ বৎসরে ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যবন, কাম্বোজ, গান্ধার রাষ্ট্রীক, পিঠেনিকাশ এবং অন্যান্য সীমান্ত-বাসিগণের মধ্যেও ধর্ম্মবিধি-প্রচার কল্পে ধর্ম্মমহামাত্রগণ প্রেরিত হইয়াছিল্। অশোকের রাজত্বে রাজদণ্ড ধর্ম্মবিধিবিমণ্ডিত ছিল। ধর্ম্মবিধি অশোকের' প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরবের পরিচায়ক। গীতা, উপনিষৎ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থরাজি যেমন পুরাতন হয় না, সেইরূপ অশোকের প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত ধর্ম্মলিপিও পুরাতন হয় না। ইহা চির নূতন, চির সত্য এবং চিরশান্তিদায়ক!

ষোড়শ অধ্যায়।

অশোকযুগে ভাষা ও সাহিত্য।

অশোকযুগে ভারতের অধিবাসিগণ জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সকলে আমরা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং দেশে বিদেশে সেই ধর্ম্মের প্রচারের নিমিত্তই কেবল মাত্র অশোকযুগ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যেমন জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্থাপত্য এবং ভাস্কর বিদ্যায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধন নিমিত্তও অশোকযুগ চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত আছে।

ইতিহাসের কোন্ আদিম যুগ হইতে মানবের ভাষা সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং কোন্ সময় হইতে অক্ষরের আবিষ্কার হইয়া উহা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষে কোন্ সময় সর্ব্বপ্রথম লিখনপ্রণালীর সৃষ্টি হয় এবং সেই লিখনপ্রণালীর সাহায্যে ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের আকার ধারণ করে, পরবর্ত্তীকালে কিরূপে বৌদ্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই বৌদ্ধ সাহিত্য অশোকযুগে কিরূপে পরিপুষ্টি লাভ করে, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

অক্ষরের সাহায্যেই ভাষা ও সাহিত্য সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত

হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যত প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে বা ছিল, তাহার মধ্যে অশোক-অক্ষরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহারাজ অশোকের শাসনসমূহ ঐ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই, উহা অশোক-অক্ষর নামে বিদিত। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে লিখনপ্রণালী সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাঁহারা বলেন, প্রাচীন সেমিটিক অক্ষর হইতেই অশোক-অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই অশোক-অক্ষর হইতেই ভারতের অন্যান্য অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় বর্ণমালা এদেশে উৎপন্ন কিম্বা বিদেশ হইতে আনীত ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে এই বিচার বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সুনিপুণ জ্ঞানসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। টমাস্, গোল্‌ডষ্টুকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ল্যাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছে। উহা বিদেশ হইতে আনীত হয় নাই। কনিংহামের * মতে অশোক-অক্ষর প্রাচীন ভারতীয় বস্তুচিত্র হইতেই উৎপন্ন। অধ্যাপক ডসনের (Dawson) † ন্যায় বিজ্ঞ ও বহুদর্শী পণ্ডিতও ভারতীয় বর্ণমালা ভারতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। পক্ষান্তরে বহুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয়

* Corpus Inscriptionum Indicarum vol I.

† The peculiarities of the Indian Alphabets demonstrate its independence of all foreign origin.

বর্ণমালা বিদেশ হইতে আনীত বলিয়া মনে করেন। জেমস্ প্রিন্সেপ্, ডাক্তার মূলারের মতে ভারতীয় অক্ষর গ্রীক্ অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে উহা চীন দেশীয় বস্তুচিত্র হইতে উৎপন্ন। বার্ণেলের মতে পারস্য অক্ষর হইতেই অশোক-অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। বেবার এবং টেলারের মতে ইহা ইমেন (Yemen) হইতে আনীত। বেন্‌ফি (Benfey) উহা ফিনিসিয়ানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। সার্ উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) অধ্যাপক কপ্ ও লেপ্‌সিন (Profs. Kopp ও Lepsins), ডাক্তার ষ্টিফেন্‌সন্, গ্রিস্‌লার, কারর্ণ্ এবং বুহ্লার (Drs Stephenson, Grisler, Kern and Buhler) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শেষোক্ত মতই সমর্থন করেন।

উপরিউক্ত প্রশ্নের সম্যক মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কিরূপে অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের সৃষ্টি হয়, এই বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অনেকরই ধারণা যে, অক্ষরসৃষ্টির পূর্ব্বে মানবজাতি অসভ্য অবস্থায় ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বর্ণমালার প্রচলনের পূর্ব্বে, বহু প্রাচীন দেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শিল্পবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, সঙ্গীত ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বর্ণমালার আবিষ্কারের অনেক পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ ক্যাল্‌ডিয় এবং মিসর প্রভৃতি দেশে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতির বিশ্ববিমোহন ছবি যখন মানব চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইত, কিম্বা উহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শককে অভিভূত করিত, তখন লোকে ভয়ে ও ভক্তিতে প্রাণের উচ্ছ্বাস ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিত। যখন

আর্য্যঋষিগণকণ্ঠে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বর সংযোগে বৈদিক সূক্ত সকল প্রতিধ্বনিত হইত, তখন লিপির কোন ব্যবস্থা ছিল না। যখন এক্রেদীয় পুরোহিতগণ তারস্বরে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতেন তখন অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, কিম্বা যাঁহারা ট্রয় নগরের ধ্বংসকাহিনী গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারাও উহার প্রচলন জানিতেন না। অতি প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, অক্ষর-সৃষ্টির পূর্ব্বে শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক দেশে বিদ্যমান ছিল।

অক্ষরসৃষ্টির পূর্ব্বে সমাজমধ্যে যে, কেবল উপরিউক্ত বিষয় সকলের প্রচলন ছিল তাহা নহে, লিখনপ্রণালীও তখন বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক শব্দ প্রকাশ করিবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। এক একটী ভাষায় যে কত শব্দ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক শব্দের জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ চিহ্নের সংখ্যার কোন সীমা থাকে না। এইরূপ সমগ্র চিহ্ন আয়ত্ত করিতে একটী লোকের সারা জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং ঐরূপ লিখনপ্রণালী তখন সমাজমধ্যে কেবল একশ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, সাধারণের তাহাতে কোন অধিকার থাকিত না। এই কারণ যাঁহারা লিখনপ্রণালী জানিতেন, কেবলমাত্র তাঁহারই শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। মিসর, আসিরীয়, চীন প্রভৃতি দেশে কেবল পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরাই লিখন প্রণালী অবগত ছিলেন। ভারত-বর্ষেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, কেবল ব্রাহ্মণ জাতিই শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, আপামর সাধারণের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না। এই

অভাব মোচন করিবার জন্যই অক্ষরের সৃষ্টি হয়। কোন বস্তুর বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে, সেই বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেখান হইত। বর্ত্তমান সময়েও এই প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে। চীনদেশীয় অক্ষর পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা বস্তু বিশেষের চিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। অনেকেই বিবেচনা করেন, ফিনিসিয়া দেশে সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের আবিষ্কার হয়। কাহারও কাহারও মতে ব্যাবিলোন, কাহারও মতে ক্রীট্, কাহারও মতে মিসর অক্ষরের প্রথম জন্মস্থান। প্লেটো, প্লুটার্ক, ট্যাসিটস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শেষোক্ত মতই সমর্থন করেন। কিন্তু মিসর হইতেই যে কি প্রকারে অক্ষরের প্রচলন অন্যান্য দেশে ব্যপ্ত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মিসরের সভ্যতা বহু প্রাচীন; মেম্ফিস্ নগর মিসরের রাজধানী ছিল, এই স্থানেই জগদ্বিখ্যাত পিরামিড এখনও বর্ত্তমান। পরে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ সেমিটিক জাতি মিসর আক্রমণ করে, এই সময় হইতেই মিসরবাসিগণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেমিটিকগণ আভিরিস্ নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক খ্রীঃ পূঃ ২২০০-১৭০০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়েই মিসরের অক্ষর নিনেভা, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে মূল সেমিটিক অক্ষর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ সেমিটিক এবং ফিনিসিয়ান অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মতে এই দক্ষিণ সেমিটিক অক্ষর কিছু পরিবর্ত্তনের পর প্রাচীন ভারতের

প্রাচীন অশোক লিপির নিদর্শন।—১০৯ পৃষ্ঠা।
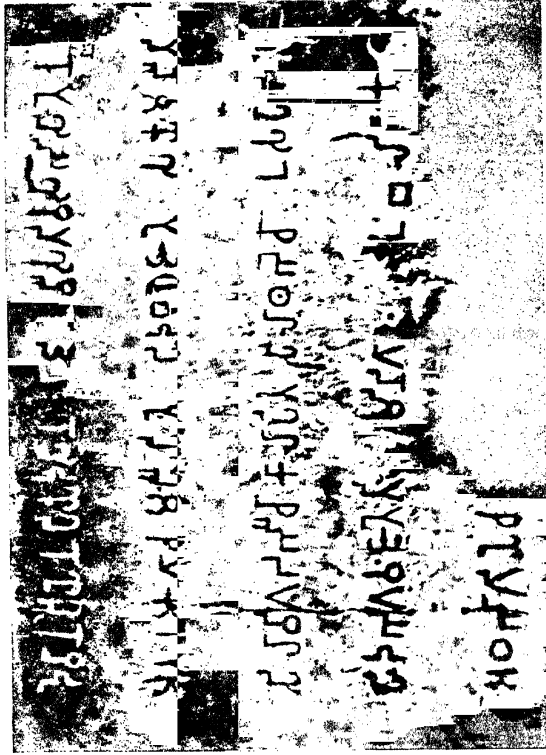
অক্ষরে পরিণত হয়। অশোক-অক্ষর আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, নাগরী, পালি এবং দ্রাবিড়ীয়। নাগরী অক্ষর হইতে তিব্বতীয়, গুজরাটী, কাশ্মীরী, মহারাষ্ট্রী এবং বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। পালি অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, সিংহল ও কোরিয়া দেশের অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান মালয়, তেলুগু, কানাড়ী এবং তামিল অক্ষর দ্রাবিড়ীয় অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাল সহকারে ভারতভূমিতে নানাপ্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও তাহাদের গঠন-প্রণালীর বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি ঐগুলি একই মূল অক্ষর হইতে উৎপন্ন। ভারতের অতি প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি হইতেই এ দেশের সকল অক্ষরের উৎপত্তি। মহারাজ অশোকের আদেশে এই সকল লিপি ক্ষোদিত হইয়াছে। যদিও অশোকলিপি আজ দুই হাজার বৎসরের অধিককাল লোকচক্ষুর-অন্তরালে অতীতের গভীর অন্ধকারে লুকায়িত ছিল, তথাপি এখনও এত সুন্দর ও পরিস্কার অবস্থায় বিদ্যমান আছে যে, হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে সদ্য উৎকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর নানাদেশে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে, অশোক অক্ষরের ন্যায় পরিস্কার, নিরলঙ্কার, সরল অক্ষর অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকলিপি দুই প্রকার অক্ষরে লিখিত। এক প্রকারের নাম Ariano Pali (আর্য্য পালি) এবং অপরের নাম Indo Pali (ভারতীয় পালি)। আর্য্য পালি ও ভারতীয় পালি যথাক্রমে উত্তর অশোক এবং ভারতীয় অশোক-অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথমটী খরোষ্ট্রী বা ইণ্ডো বাক্ট্রিয়ান (Indo-Bactrian)

অক্ষর নামে বিদিত হইয়া থাকে। সাহাবাজগিরি এবং মান্‌সেরা নামক স্থানদ্বয়ে অশোকের যে দুইটি প্রস্তর শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই উত্তর অশোকলিপির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এই অশোকলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, গ্রীক্ অক্ষর হইতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সেমিটিক অক্ষরই রূপান্তরিত হইয়া অশোক-অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাপক বেবার * ডাক্তার বুহ্লার প্রভৃতির মতে ভারতীয় অক্ষর কতকগুলি আসিরিয় অক্ষরের সমতুল এবং খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর পেলেস্তাইন (Palestine) দেশস্থ মেশা অনুশাসনের অনুরূপ। ইহা হইতেই তাঁহারা উত্তর সেমিটিক অক্ষর হইতে ভারতীয় অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। অন্যদিকে Isac Taylor প্রবল যুক্তি সহকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে,দক্ষিণ সেমিটিকজাতি হইতেই ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। ডাক্তার রিস্ ডেভিড্‌স্ † এই উভয় মতই অনুমোদন করেন না। তাঁহার মতে উত্তর বা দক্ষিণ সেমিটিক জাতির বহুপূর্ব্বে ইউ-

* Rhys Davids. Buddhists India p. 113.

† I venture to think therefore,that the only hypothesis harmonising these discoveries is that the Indian letters were derived, neither from the alphabets of the northern, nor from that of the southern Semites, but from that source from which these in their turn, had been derived viz from the presemitic form of writing used in the Euphrates Valley.

ক্রেটিস উপত্যকা হইতে ভারতীয় অক্ষরের প্রচলন হইয়াছে। এই ভারতীয় অক্ষর সমূহ ইউক্রেটীস বর্ণমালার ভিত্তির উপর স্থাপিত।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে—বেবিলনের সহিত ভারতের পশ্চিম তীরস্থ সোবির, সুপারক এবং বারুকচ্ছ * বন্দরগুলির বাণিজ্য-কার্য্য বহুল পরিমাণে নিষ্পন্ন হইত। পশ্চিম ভারতস্থিত দ্রাবিড় জাতিই সর্ব্বপ্রথম ব্যবিলোন হইতে সেমিটিক দিগের পূর্ব্বে একেডিয়দিগের মধ্যে প্রচলিত বর্ণমালা ভারতে আনয়ন করেন। এই লিপি প্রায় হাজার বৎসর পরে ভারতের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মিলিপিতে পরিণত হয়। বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গের এই মতের সহিত সকল বিষয়ে একমত হওয়া যায় না। আমাদের বোধ হয়, আর্য্য জাতির প্রাচীন বাসভূমি অশোক-অক্ষরের জন্মস্থান। পরে কালসহকারে সেমিটিক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পরিবর্ত্তনের পর উহা ভারতের অশোক অক্ষরে পরিণত হয়।

অনেকের ধারণা যে, এদেশে যত প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অশোক-অক্ষরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এ মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতে পারা যায় না। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকঅক্ষর এ দেশে প্রচলিত ছিল। মহারাজ অশোকের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য সাহিত্যাদি উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে লিখনপ্রণালীও প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে এ বিষয়ের বহুল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদিক সূক্ত সমূহ

* ইহার অপর নাম ভৃগুক্ষেত্র।

যখন রচিত হয়, তখন অবশ্য লিখনপ্রণালীর সৃষ্টি হয় নাই। তখন উক্ত সূক্ত সমূহ লোকে স্মৃতি সাহায্যে স্মরণ করিয়া রাখিত। তন্নিমিত্ত উহারা শ্রুতি নামে বিদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে লিখনপ্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাকরণাদি গ্রন্থ যে অক্ষরসৃষ্টির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হইতেছে, অক্ষরাদির পরিবর্ত্তনের নিয়ম সমূহ নির্দ্দেশ করা। খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির ব্যাকরণ বিদ্যমান ছিল। বেদের প্রাতিশাখ্য এবং যাস্কের নিরুক্তও অত্যন্ত প্রাচীন ব্যাকরণ। এই সকল গ্রন্থাদির পূর্ব্বেই যে এ দেশে লিখনপ্রণালীর প্রচলন হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহর্ষি পাণিনির একটী সূত্রে "লিপিকর" শব্দ দৃষ্ট হয়, যদি এই সময় লিখনপ্রণালী প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে কখনই লিপিকর শব্দের উল্লেখ থাকিত না। মনুসংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ে ১৬৮ শ্লোকে "লেখিত" শব্দের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে অনুমান হয়, মনুর সময়ে লেখার প্রচলন ছিল। মহাভারতেও এই প্রকার বেদ-লেখক শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে চৌষট্টিপ্রকার লিপির উল্লেখ আছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময় ললিতবিস্তরের রচনাকাল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যদি তাহাই ঠিক হয় তাহা হইলে ঐ সময়ে যে এই সকল লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন পালিগ্রন্থেও অশোক-লিপির প্রচলনের পূর্ব্বে লিখনপ্রণালীর উল্লেখ বহু স্থলে দেখিতে

পাওয়া যায়। সুত্রপিটকের প্রথমভাগের প্রথম অধ্যায়ে শীলনামক এক-খানি শাস্ত্রগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিকগণ ৪৫০ খ্রীঃ পূঃ উক্ত শীল গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিষিদ্ধ কি, তাহা শীলগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। নিষিদ্ধ নিয়মাবলীর মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত ক্রীড়াদির এক সুদীর্ঘ তালিকায় 'অক্ষরিকা' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। 'অক্ষরিকা' যখন একটি ক্রীড়ার অন্তর্গত ছিল, তখন অক্ষরাদির জ্ঞান যে জনসমাজে প্রচারিত ছিল, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

বিনয়পিটকের লেখার ভুয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বিনয়ের চতুর্থ ভাগে সপ্তম সূত্রে লেখা প্রসিদ্ধ শিল্পবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভিক্ষুণীদিগের মধ্যেও উহা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগে লিপিবিদ্যা উপজীবিকার এক প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত। প্রবাদ আছে, যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সংঘ-মধ্যে কেহ আত্মহত্যার সমর্থক কোন পত্রাদি লিখিতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক অক্ষর হিসাবে তাহার দণ্ড হইত। রাজা বিম্বিসার তাঁহার রাজত্বকালে গান্ধাররাজ পকুসতির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই লিপি স্বর্ণপাত্রে ৬´(ছয় ফিট্) × ১১´।২″ (এগার ফিট দুই ইঞ্চি)ক্ষোদিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এবং তাঁহার নব উপদেশাবলীর সংবাদ এই লিপিতে নিবদ্ধ ছিল। মনোরথ-পুরানি নামক পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপ সংসারত্যাগ-কালে তাঁহার স্ত্রী ভদ্রার নিকট পত্রের দ্বারায় বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। পালিগ্রন্থের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লিপিবিদ্যা তৎকালে সমাজে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের

মধ্যেই প্রচলিত ছিল, রাজকার্য্যে এবং সংবাদ-প্রেরণে এই লিপি-বিদ্যার প্রয়োজন হইত।

যদিও অশোকের পূর্ব্বে এদেশে লিখনপ্রণালী ও সাহিত্য বিদ্যমান ছিল, তথাপি যাহাতে উহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, অশোকের সময় হইতেই তাহার জন্য নিয়ম মত চেষ্টা হয়। অশোক তাঁহার বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজপথে, পর্ব্বত-গাত্রে, গিরি-গহ্বরে, এই লিপির প্রচার করিতে লাগিলেন। যাহা এতদিন কেবল মাত্র মুষ্টি-মেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এমন কি, চিকিৎসক পরিব্রাজকগণ নানাস্থানে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন এবং সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধের নাম ও উপাদান সকল প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তরাদির গাত্রে লিখিয়া রাখিতেন।

মহারাজ অশোক সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বীয় আদেশ ঘোষণা করিবার জন্য দেশের নানাস্থানে প্রস্তর-গাত্রে এই সকল লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। এই অভিনব প্রথা অশোকের সময়েই সর্ব্ব-প্রথমে প্রচলিত হয়। লিখনপ্রণালী বহুপূর্ব্বে প্রচলিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উক্ত পন্থা অবলম্বন করেন নাই। ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রভাবের সময় শিক্ষা ও লিপিপ্রণালী কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। স্বভাবতই তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ করিবার বিরোধী ছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ, ১৮৩৭খ্রীষ্টাব্দে অশোক-লিপির প্রকৃতপাঠ ও অর্থ সর্ব্ব-প্রথম জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করেন, সেই সময় হইতেই প্রাচীন যুগের বিবরণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে এবং ভারতের ইতিহাসে এক

নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এই সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট উইল্‌ফোর্ড সাহেব এবং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার্লিং সাহেব অশোক অনুশাসনের পাঠ এবং অর্থ উদ্ধার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাঁচি স্তূপের অশোক-অক্ষরের প্রতিলিপি গ্রহণ করিবার কালে, প্রিন্‌সেপ্‌ সাহেব প্রত্যেক লিপির শেষভাগে দুইটী শব্দ লক্ষ্য করেন। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, উক্ত লিপিগুলি সম্ভবতঃ দানপত্র হইবে এবং উক্ত শব্দ দুইটী 'দান' শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষ দুইটি শব্দ যদি 'দান' শব্দই হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটী নিশ্চয়ই দাতার নাম হইবে। এই প্রকারে তিনি 'স' অক্ষর প্রাপ্ত হয়েন। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি দিল্লী স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির মধ্য হইতে 'প্রিয়দসি' বাক্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ পেপি নামক জনৈক ইংরাজের জমিদারীতে কতকগুলি ভস্মাধার মৃত্তিকা-মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হয়। সেই সকল ভস্মাধার শাক্যদিগের অস্থিদ্বারা পূর্ণ ছিল বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করেন। কারণ উক্ত মর্ম্মের লিপিও ঐ ভস্মাধার গুলির গাত্রে ক্ষোদিত আছে। এ পর্য্যন্ত যত ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কারণ ঐ সকল যদি শাক্যদিগের অস্থি হয়, তাহা হইলে উক্তলিপি যে, অশোক অনুশাসনের পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অশোকের ধর্ম্ম প্রচারক মজ্ঝিম ও কাশ্যপের ভস্মাবশেষ, সাঁচীস্তূপ মধ্যে যে

ভস্মাধার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার গাত্রে ক্ষোদিত লিপিও অত্যন্ত পুরাতন। তাহা হইলে যে অক্ষর এক্ষণে অশোক-অক্ষর নামে পরিচিত, তাহা মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, খ্রীঃ পূঃ সপ্তম কিম্বা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ণমালা সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে নীত হয়। বৈদিক সাহিত্য ইহার পূর্ব্বেই জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। বেদের সংহিতা ও মন্ত্র অংশ শ্রুতিনামে অভিহিত হইয়া লোকের মুখে মুখে বিচরণ করিত। বর্ণমালা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমে তাহা গ্রহণ করেন নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথাই অবলম্বন করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অক্ষরসৃষ্টির পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাই বৈদিক সাহিত্য এবং অক্ষরসৃষ্টির পরে যে সকল সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহাই লৌকিক সাহিত্য নামে পরিচিত উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, লিখনপ্রণালী এদেশে প্রচলিত হইবার পরও সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধযুগেই ইহা সবিশেষ আদৃত হয়। বৃক্ষপত্রে লিখিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথির বিষয় যাহা অবগত হওয়া যায়, সে সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত এবং উহা বৌদ্ধযুগেই সর্ব্বপ্রথম লিপি বা অনুশাসন আকারে প্রস্তরে বা ধাতুতে ক্ষোদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

অক্ষর সমূহ ভারত-বহির্ভূত প্রদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকিলেও লিখনপ্রণালী সম্ভবতঃ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথম মৃত্তিকা-গাত্রে বা ইষ্টকখণ্ডে অক্ষরসমূহ ক্ষোদিত

হইত। কিন্তু পুঁথি কিম্বা পত্রাদি এরূপ ভাবে লিখিত হওয়া অসম্ভব ছিল। রাজকীয় দলিলাদি তাম্র ও ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ হইত। বালক-বালিকারা শিক্ষাকালে বালুকার উপর লেখা শিক্ষা করিত। বাঁশ, কাষ্ঠ এবং মোমের উপর তৎকালে লিপি উৎকীর্ণ হইত। খোটানের নিকটবর্ত্তী ঘোসিঙ্গ বিহার হইতে ডাঃ হোই মৃত্তিকা-গাত্রে ক্ষোদিত এইরূপ একখানি লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্তিকা-গাত্রে এবং ইষ্টক খণ্ডে লিখিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও সুবর্ণ এবং তাম্রপাত্রে লিখন অতি পুরাকালেও প্রচলিত ছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও ঐরূপ একখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তালপত্র কিম্বা ভূর্জ্জ পত্রের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। মসীর দ্বারা ভূর্জ্জপত্রের উপর খরোষ্ঠী * অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন এইরূপ একখানি পুঁথি উক্ত ঘোসিঙ্গ বিহার হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পদাবলী ইহাতে ক্ষোদিত আছে। খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। গিরনার পাহাড় হইতে আর এক প্রকারের লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ক্ষত্রপ বংশীয় রাজা রুদ্রদামের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় এ পর্য্যন্ত যত ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন অনুশাসন সকল পালি ভাষায় লিখিত। পালি ভাষা হইতে সংস্কৃতে উপনীত হইতে চারি শত

* অনেকেই "খরোষ্ঠি" বা "খরোষ্ট্র" রূপেও বানান করিয়া থাকেন।

বৎসর অতীত হইয়াছিল। কাপ্তেন বাওয়ার নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিক চীন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মধ্য-এসিয়ার মিঙ্গাই নামক স্থানে অনেকগুলি পুঁথি প্রাপ্ত হয়েন। এই পুঁথি সকল ভূর্জ্জপত্রে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। অনেকগুলি ঔষধের নাম ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইহাতে বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দী ইহার লিখনকাল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হর্ণলি ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। ডাক্তার বুহ্লার Vienna Oriental Journal নামক পত্রে ইহার অনেক স্থানের অর্থ পরিষ্কার করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব জন-সাধারণের ভাষায় তাঁহার উপদেশাবলী প্রদান করিতেন এবং শিষ্যদিগকে সেই ভাষাতেই তাহা রক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অশোকের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার এই আদেশ রক্ষিত হইয়াছিল। ইহাই ভারতের পালি বা মাগধী ভাষা। উত্তরে শ্রাবস্তী, দক্ষিণে অবন্তি, পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থ ও পূর্ব্বে পাটলিপুত্র,এই সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে এই ভাষা পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিবর্ত্তনের সহিত ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে পঞ্চনদে ইহার প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে কোশলরাজ্যের উন্নতির সহিত এই ভাষা তথায় অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময় মগধেই ইহার প্রভাব সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। মাগধী ভাষাকেই বৌদ্ধেরা মূলভাষা বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা এই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। সমগ্র ত্রিপিটক এই পালি

ভাষায় লিখিত। এই মাগধী ভাষায় ভিক্ষু মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহার ফলে মহাবংশ, দীপবংশ এবং অর্থকথা প্রভৃতি গ্রন্থরাজি এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ রচিত হইয়া সমগ্র সিংহলে এক নূতন অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমগ্র ত্রিপিটক গ্রন্থ এই পালিভাষায় সংগৃহীত। বৌদ্ধধর্ম্মের রত্নরাজি ইহারই মধ্যে সংরক্ষিত। এই পিটকগ্রন্থ বিনয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম, এই তিন ভাগে বিভক্ত।

বিনয় পিটক।

১। বিভাঙ্গ,—প্রথমভাগ, পরাজিক।
দ্বিতীয়ভাগ, পাচিত্তিয় (প্রাশ্চিত্তিয়)।

২। খন্দক;—প্রথমভাগ, মহাবগ্‌গ।
দ্বিতীয় ভাগ, চুলবগ্‌গ।

৩। পরিবারপাঠ।

সূত্র পিটক।

১। দীর্ঘনিকায়, (৩৪ টি সুদীর্ঘ সূত্রের একত্র সমষ্টি)।

২। মজ্ঝিম নিকায় (১৫২ টি সূত্রের একত্র সংগ্রহ)।

৩। সংযুক্ত নিকায়।

৪। অঙ্গুত্তর নিকায়।

৫। ক্ষুদ্দক নিকায়।

(ক)। ক্ষুদ্দক পাঠ।

(খ)। ধম্মপদ।

(গ)। উদান।

(ঘ)। ইতিবুত্তক।

(ঙ)। সূত্র নিপাত।

৬। বিমান বত্থু।

৭। পেত বত্থু।

৮। থের গাথা।
৯। থেরি গাথা।
১০। জাতক।
১১। নিদ্দেশ।
১২। পটিসম্ভিদা মগ্‌গ।
১৩। অবদান।
১৪। বুদ্ধবংশ।
১৫। চারিয়াপিটক।

অভিধম্ম পিটক।

১। ধর্ম্মসংঙ্গিনী।
২। বিভঙ্গ।
৩। কথাবস্তুপকরণ।
৪। পুগ্‌গলপঞ্ঞাতি।
৫। ধাতুকথা।
৬। যমক।
৭। পঠানপ্রকরণ।

অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজানুগৃহীত হইয়া পালিভাষার অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তাৎকালীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দ-বিহারে এই ভাষাই ব্যবহৃত হইত। এই নালন্দ-বিহারের বর্ণনা অতীব বিস্ময়াবহ। নানা দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থে এখানে আগমন করিত; এরূপ কথিত আছে যে, এক সঙ্গে প্রায় দশহাজার ছাত্রের অবস্থান এই স্থানে সম্ভবপর হইত। নানাবিধ শাস্ত্রে ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করা হইত। ভারত-বহির্ভূত দেশ সকলেও ইহার যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি সুদূর চীনদেশেও ইহার যশোগাথা প্রচারিত ছিল। এই নালন্দ-বিহার ব্যতীত সমগ্র বৌদ্ধ বিহারসমূহে এই পালি ভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন রাজা, প্রজা, বিদ্বান, ভিক্ষু ও গৃহীর ভাষা ছিল পালি ভাষা। অশোকের রাজত্বে ইহার গৌরবচ্ছটা দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অশোকের ঐতিহাসিকত্ব।

ভারতের প্রাচীন নরপতিবৃন্দের বহু উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং তাম্রশাসন উদ্যমশীল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যে আবিষ্কৃত ও পঠিত হইয়াছে। এই সকল অনুশাসনাবলী ভারতেতিহাসের অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগের ক্ষণপ্রভা স্বরূপ। কিন্তু এই ক্ষণিক ক্ষণপ্রভার আলোক-রেখা-সম্পাতে সমুদ্ভাসিত এক একটী যুগের অস্পষ্ট ছবি ঐতিহাসিকের নিকট সময়ে সময়ে কতকগুলি প্রাচীন ইতিবৃত্তের মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সুতরাং ইতিহাসের দিক্ হইতে নিরূপণ করিলে এই অনুশাসনাবলীর মূল্য অতুলনীয়। বিশেষতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অশোকযুগের প্রাধান্য এবং গৌরব এই উৎকীর্ণ শিলালিপির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। যদি অশোকের নাম এই সকল ক্ষোদিত লিপিতে উল্লিখিত থাকিত, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে এই অনুশাসনাবলী অশোকযুগের কীর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যাইত। কিন্তু এই প্রস্তর ইতিহাসের নীরব পৃষ্ঠায় কোথাও অশোকের নাম মাত্র উল্লিখিত হয় নাই। যে স্তম্ভলিপি, গিরিলিপি প্রভৃতি অশোক—যুগের একমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি বলিয়া বিঘোষিত হয়, তাহাতে অশোকের নাম মাত্র নাই। সেই জন্য কেহ কেহ এই অনুশাসনগুলিকে অশোকের উৎকীর্ণ লিপি বলিতে কুণ্ঠিত।

যে চৌত্রিশটী অনুশাসন বিগত ৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নরপতি প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ বলিয়া বর্ণিত আছে। এই প্রিয়দর্শী কে? ইনি কোন্ যুগের কোন্ সময়ে ভারত-গগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইনিই কি ইতিহাস বিশ্রুত মৌর্য্য সম্রাট অশোক? ইহাই প্রতিপাদন করা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এই সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রিয়দর্শী অশোকের নামান্তর মাত্র। আবার কাহারও মতে প্রিয়দর্শী শব্দে একজন নরপতিকে বুঝায় না। উৎকীর্ণ শিলালিপিতে "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী" কোন এক বিশেষ নরপতিকে বুঝাইতেছে, কিম্বা রাজার উপাধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক।

'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ রাজকুলের গৌরবার্থে রাজার ব্যক্তিগত নামের পূর্ব্বে সংযোজিত হইত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। মহাবংশে সিংহলাধিপতির নাম "দেবানাং প্রিয়ঃ তিষ্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষসে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত 'প্রিয়দর্শন' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। অশোক-পৌত্র দশরথ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ নাগার্জ্জুনী গুহার অনুশাসনেও 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত প্রিয়দর্শীর অষ্টম গিরিলিপিতে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব নরপতি-গণকেও 'দেবানাং প্রিয়াঃ' বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। গির্ণার, ধৌলি এবং জৌগড় নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত অনুশাসন মধ্যে বহু-বচনান্ত "দেবানাং প্রিয়াঃ" শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাজানো' শব্দের উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 'রাজানো' শব্দ 'দেবানাং প্রিয়াঃ'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন মনস্যুর সেনার্ট Les Inscription de Piyadasi প্রিয়দর্শীর অনুশাসনাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন একমাত্র কালসীর পাঠই বিদ্যমান ছিল, সেই পাঠানুযায়ী 'দেবানাং প্রিয়াঃ' এই পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। এই সময়ে মানসেরার অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং সাহাবাজগিরির পাঠও দুর্ব্বোধ্য ছিল। জর্ম্মাণ পণ্ডিত বুহ্লার কর্ত্তৃক এক্ষণে যে শিলালিপির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কালসী, মান্‌সেরা এবং সাহাবাজগিরি লিপির পাঠে একই ভাবে 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'দেবানাং প্রিয়ঃ' শব্দ রাজাদিগের ব্যক্তিগত নাম নহে, ইহা উপাধি মাত্র। এক্ষণে প্রিয়দর্শীর নামে যে সকল অনুশাসন প্রচলিত আছে, তাহা একজন রাজা কর্ত্তৃক কিম্বা একাধিক রাজার আদেশে উৎকীর্ণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

প্রিয়দর্শীর নামে আবিষ্কৃত অনুশাসনাবলীকে ঐতিহাসিকগণ স্থানভেদে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। চতুর্দ্দশ * গিরিলিপি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নিম্নলিখিত সাতটী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নপাঠসম্বলিত এই অনুশাসন সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ক) পাঞ্জাবের অন্তর্গত পেশোয়ারের উত্তরপূর্ব্বস্থিত ইসুফ্‌জাই প্রদেশের সাহাবাজগিরি বা কর্পূরদাগিরি নামক স্থান।

* Fourteen Rock Edicts.

(খ) পাঞ্জাব প্রদেশে হাজ্‌রা জেলায় মানসহর নামক স্থান।

(গ) যুক্তপ্রদেশান্তর্গত দেরাহুন জেলায় কাল্‌সী।

(ঘ) উড়িষ্যা প্রদেশে কটক জেলায় ধৌলি।

(ঙ) মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ গঞ্জাম জেলায় জৌগড়।

(চ) বোম্বাই প্রদেশস্থ কাথিয়াবাড়ের জুনাগড় সন্নিকটে গির্ণার।

(ছ) বোম্বাইর উত্তরে থানা জেলায় সোপারা।

২। দুইটী বিভিন্ন কলিঙ্গ * অনুশাসন।

(ক) ধৌলির গিরিলিপিদ্বয়।

(খ) জৌগড়ের গিরিলিপিদ্বয়।

৩। ক্ষুদ্র † গিরিলিপি। নিম্নলিখিতস্থান সকলে ক্ষুদ্র গিরিলিপি দুইটির বিভিন্ন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ক) রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে বৈরাট নামক স্থান।

(খ) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ।

(গ) বেহার প্রদেশে সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম।

(ঘ) মহীশুর রাজ্যে সিদ্দপুরায় দুইটী ক্ষুদ্র গিরিলিপির তিনটি বিভিন্ন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৪। আলোয়ার রাজ্যে বৈরাটের সন্নিকট ভাব্‌রা অনুশাসন।

৫। গয়া জেলায় বরাবর পাহাড়ের তিনটি গুহায় তিনটি বিভিন্ন

* The two Kalinga, known as the detached or separate Rock Edict.

† The two minor Rock Edict.

অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত গুহাসকল উৎসর্গার্থে ঐ লিপিত্রয় ক্ষোদিত হইয়াছিল।

৬। নেপালের পাদভূমে তরাই প্রদেশে নিম্নলিখিত স্থানদ্বয়ে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ক) বস্তি জেলার উত্তরে নিগ্লিভার সন্নিকটে।

(খ) উক্ত বস্তি জেলার অন্তর্গত রুম্মিন্ দেবী নামক স্থানে।

৭। সপ্তম স্তম্ভলিপি নিম্নলিখিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ক) দিল্লির সন্নিকটে ফিরোজাবাদের পুরাতন সহরে দিল্লি-তোপরা। এই স্থানকে দিল্লিশিবালিক্ বা ফিরোজসার্ লাট বলিয়া থাকে।

খ) দিল্লি মিরাট।

(গ) প্রয়াগ বা আলাহাবাদ।

(ঘ) মজঃফারপুর জেলায় লড়িয়াগ্রামে অররাজ মহাদেবের মন্দিরের সন্নিকটে।

(ঙ) চম্পারণ জেলার অন্তর্গত নন্দনগ্রামের পাহাড় এবং লড়িয়া গ্রামের সান্নিধ্যে লড়িয়ানন্দনগড় নামক স্থান।

(চ) চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রামপুরাগ্রাম।

৮। উপরিলিখিত অনুশাসন ব্যতীত তিনটি ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ক) প্রয়াগে মহিষী এবং কৌশাম্বী লিপি।

(খ) সাঁচি।

(গ) সারনাথ।

উল্লিখিত ৩৪ টী অনুশাসনে কতকগুলি শব্দ এতবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে যে, সকল অনুশাসনই একই ভাব প্রচার করিতেছে বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, প্রত্যেক অনুশাসনই পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে। যথা প্রথম স্তম্ভ-লিপিতে শাসন-তন্ত্র, দ্বিতীয় লিপিতে আদর্শ নরপতির কর্ত্তব্য, তৃতীয় লিপিতে আত্মবিচার বিবৃত হইয়াছে। প্রিয়দর্শীর অভিষেকের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ বৎসরে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপির যে সকল বিভিন্ন পাঠ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি এবং ভাষার বহু প্রার্থক্য থাকিলেও এবং প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইলেও, সকল অনুশাসনের মধ্যে একই ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল লিপি পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, প্রিয়দর্শী নামক একজন নরপতি কর্তৃক এই সমুদয় লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের ভাব, ভাষা ও লিখনপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা একই নরপতির কীর্ত্তি। উড়িষ্যা প্রদেশের ধৌলি এবং জুনাগড়ের লিপিদ্বয় পর্ব্বতগাত্রে এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, উহা-দিগকে স্থানীয় চতুর্দ্দশ গিরিলিপির অংশমাত্র বলিয়াই বোধ হয়। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং কলিঙ্গ লিপিদ্বয় যে, ভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছে, এরূপ ভাবের সন্দেহ কেহই কখন প্রকাশ করেন নাই। ক্ষুদ্র গিরিলিপিদ্বয়ে নরপতি প্রিয়দর্শীর নাম দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্ত্তে কেবল মাত্র 'দেবানং প্রিয়ঃ' শব্দের উল্লেখ আছে। সেই কারণেই পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত

লিপিদ্বয় অশোকের পৌত্র দশরথ বা সম্পাদি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অশোকোৎকীর্ণ অনুশাসনাবলী স্থান অনুসারে আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত ৩৪টি অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রিয়দর্শীর উপাধিগুলি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রিয়দর্শীর উপাধি সকল চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

১। দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ।—এই পূর্ণ উপাধি সমগ্র চতুর্দ্দশ গিরিলিপি, সপ্তম স্তম্ভলিপি, এবং নেপাল তরাইয়ে অবস্থিত রুম্মিন দেবী এবং নিগ্লিভা স্তম্ভের অনুশাসন মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। দেবানাম্ প্রিয়।—ইহা কলিঙ্গ লিপিদ্বয়ে, ক্ষুদ্রগিরিলিপি এবং ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপির মধ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছে।

৩। প্রিয়দর্শী রাজ।—প্রিয়দর্শী রাজ শব্দ একমাত্র ভাব্রা অনুশাসনেই দৃষ্ট হয়।

৪। রাজা প্রিয়দর্শী।—গয়া জেলায় বরাবর পর্ব্বতের গুহাদ্বয়ে কেবলমাত্র রাজা প্রিয়দর্শী পদ ক্ষোদিত আছে।

উপরোক্ত বিভাগ দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম যে, চতুর্দ্দশ গিরিলিপি, নেপাল তরাইয়ের স্মারকস্তম্ভলিপি এবং সাতটি স্তম্ভলিপিতে 'দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী' শব্দের উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ গিরিলিপি, ক্ষুদ্র গিরিলিপি, এবং প্রয়াগ, কোশাম্বি ও সাঁচি স্তম্ভলিপিতে 'দেবানাম প্রিয়' শব্দ ক্ষোদিত আছে। ভাব্রা অনুশাসনে কেবলমাত্র 'প্রিয়দর্শী

রাজ' শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। এই উপাধিগুলির এবম্প্রকার ব্যবহার হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহারা একই নরপতির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। একজন প্রিয়দর্শী নামক নরপতি কর্ত্তৃক এই অনুশাসন সকল যে ক্ষোদিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কেবল মাত্র স্তম্ভলিপি-গুলিই অশোকের কীর্ত্তি এবং অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ গিরিলিপি অশোকের পৌত্র সম্পাদির আদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এবম্প্রকার উক্তির স্বপক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। উপরি উক্ত প্রমাণগুলির সাহায্যে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একজন 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' নামক নরপতিকর্ত্তৃক সকল অনুশাসনই উৎকীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দুইজন বিভিন্ন প্রিয়দর্শী রাজা একই ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের নানাস্থানে উৎকীর্ণ লিপির প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ লিপিগুলির উদ্দেশ্য, গৌণতঃ বিভিন্ন হইলেও, মুখ্যতঃ একই। যে ধর্ম্মবিধি প্রচারই নরপতি প্রিয়দর্শীর মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্মবিধিই সকল অনুশাসনের মূলমন্ত্র। সমগ্র অনুশাসন মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, তাহা একই ব্যক্তির আদেশে পরিচালিত লেখনী হইতে নিঃসৃত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত দীপবংশ মহাবংশ, প্রভৃতি গ্রন্থাদির মধ্যে অশোকের বহুলিপি প্রচারের উল্লেখ আছে। এস্থলে বিনা প্রমাণে, কেবল মাত্র কাল্পনিক অনুমানের উপর ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়া দুইজন বিভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক এই সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, কিছুতেই এরূপ মতের পরিপোষণ করা যায় না। অনুশাসনসমূহ যে একই যুগের কীর্ত্তি,

তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণ * বলিয়া থাকেন যে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাজাজ্ঞা সকল প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ মহারাজ অশোকের রাজত্বকাল। অশোকের রাজত্বকালেই যে, সর্ব্ব প্রথম অনুশাসনাবলী গিরিগাত্রে এবং স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষোদিত লিপি সকল পাঠ করিলে সেগুলি যে একজন রাজার ধারাবাহিক রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উক্ত রাজত্বকালের কোন্ কোন্ বৎসরে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ প্রস্তরলিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অভিষেকের সময় হইতে বৎসর গণনা	ঘটনা।	প্রমাণ।
নবম বৎসর	কলিঙ্গবিজয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।	ত্রয়োদশ গিরিলিপি।
একাদশ	বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ এবং তীর্থ ভ্রমণ।	ক্ষুদ্রগিরিলিপি।

* Ferguson. Indian and Eastern Architecture.

অভিষেকের সময় হইতে বৎসর গণনা	ঘটনা।	প্রমাণ।
ত্রয়োদশ	ক্ষোদিত লিপির প্রথম প্রচার। চতুর্থ গিরিলিপির রচনা। অনুসম্যায়ণে ভ্রমণ। বরাবর পাহাড়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় গিরিগুহার উৎসর্গ।	সপ্তম স্তম্ভলিপির ষষ্ঠ সংস্করণ। চতুর্থ গিরিলিপি। তৃতীয় গিরিলিপি। গুহালিপি।
চতুর্দ্দশ	ধর্ম্মমহামাত্র নিয়োগ। সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং দ্বিতীয় কলিঙ্গ গিরিলিপির প্রচার।	পঞ্চম গিরিলিপি। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।
পঞ্চদশ	কনকমুনির স্তূপের পুনঃসংস্কার।	নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি।
অষ্টাদশ	ক্ষুদ্র গিরিলিপির প্রচার।	সাসেরামের ক্ষুদ্র গিরিলিপি।
বিংশতি	বরাবর পাহাড়ে তৃতীয় গুহা উৎসর্গ।	গুহালিপি।

অভিষেকের সময় হইতে বৎসর গণনা	ঘটনা।	প্রমাণ।
একবিংশতি	অশোকের তীর্থ পর্য্যটন। লুম্বিনী উদ্যান এবং কনক মুনির স্তূপ দর্শন। নানা স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন।	নিগ্লিভ এবং রুম্মিন দেবী স্তম্ভলিপি।
সপ্তবিংশতি	সপ্তমগিরিলিপির ছয়টি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পাঠের প্রচার।	ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।
অষ্টাবিংশতি	সম্পূর্ণ সপ্ত গিরিলিপির প্রচার।	সপ্তম স্তম্ভলিপি।

চতুর্দ্দশ গিরিলিপির সাহাবাজগিরি এবং মানসহরের পাঠ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল অনুশাসনই প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মী অক্ষরের ন্যূন্যাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ লিপিগুলি একত্র লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, যাবতীয় অনুশাসনই একই সময়ে এবং একই আক্ষরিক স্তর-বিভাগে ক্ষোদিত হইয়াছে। মাগধী প্রাকৃত

ভাষায় অধিকাংশ লিপি উৎকীর্ণ। মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজকর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্যে মাগধী ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এমন কি সুদূর সাহাবাজগিরি, গির্ণার এবং মানসহরের অনুশাসনরাজিও উক্ত প্রাদেশিক ভাষায় ক্ষোদিত হইয়াছিল। উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধিগণের আদেশে উক্ত অনুশাসনলিপি সমূহ স্থানীয় লিপিকর দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে লিপিগুলির ভাষা এবং অক্ষর সমূহ বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ঐ সকল যে অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আরও একটী কথা এই যে, স্তম্ভলিপি এবং গিরিলিপিগুলি যে একজন নরপতি দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা ষষ্ঠ গিরিলিপি পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ষষ্ঠ স্তম্ভলিপিতে ক্ষোদিত আছে যে, নরপতি প্রকৃতিবর্গের সুখ সমৃদ্ধি এবং রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার কল্পে তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্বকাল হইতে এইরূপ ধর্ম্মানুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছেন। এই স্তম্ভলিপি রাজা প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের সপ্তবিংশতি বৎসরে ক্ষোদিত হয়। সুতরাং স্তম্ভলিপি এবং গিরিলিপি যে, একই ব্যক্তির দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে, ষষ্ঠ স্তম্ভলিপিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত আরও একটী যুক্তিসঙ্গত অনুমান দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হওয়া যায়। সকল অনুশাসনই ধর্ম্মোপদেশ-মূলক। ভারতীয় অন্য কোন নরপতির ধর্ম্মভাব-মূলক এরূপ কোন উৎকীর্ণ লিপি অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সুতরাং এরূপ স্থলে প্রিয়দর্শী নামে অভিহিত দুইজন নরপতি একই প্রকারের ধর্ম্মবিধি, একই ভাষায়, একই প্রণালীতে এবং প্রায় একই সময়ে প্রচার করিয়া-

ছিলেন, এরূপ অসঙ্গত মত কখনই সম্ভবপর নহে। অনুশাসন সকল যে, একজন নরপতির আদেশে উৎকীর্ণ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাঁহারা সমগ্র অনুশাসনাবলী একজন নরপতি কর্তৃক উৎকীর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের আর এক আপত্তির বিষয় এই যে, অশোক যদিও বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু অনুশাসনোৎকীর্ণকারী রাজা প্রিয়দর্শী যে বৌদ্ধ ছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন না। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এবং সপ্তম স্তম্ভলিপির মধ্যে যদিও বৌদ্ধ-প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বটে, তথাপি উক্ত অনুশাসনের মধ্যে কোথাও বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ নাই। এবম্প্রকার আপত্তি আদৌ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ক্ষোদিত লিপিগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, নরপতি প্রিয়দর্শী যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে যে হস্তী, বৌদ্ধগণের এক অতি পবিত্র চিহ্ন। কথিত আছে, শুদ্ধোদন-পত্নী মায়াদেবী গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন-যোগে দেখিতে পান যে, একটী শ্বেতহস্তী তাঁহার জঠরে প্রবেশ করিতেছে। এই জন্যই শ্বেতহস্তী বৌদ্ধদিগের নিকট আদরণীয় এবং পূজার্হ। ধৌলি অনুশাসনে সুন্দর শ্বেত হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এবং কালসী অনুশাসনের প্রস্তর-ফলকে হস্তিমূর্ত্তির নিম্নে 'গজতমে' শব্দ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গির্ণারের প্রস্তর-ফলকে "শ্বেতো-হস্তী সর্ব্বলোক-সুখাহরো নম" ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত উৎকীর্ণ লিপি মধ্যে গৌতম বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্ম্মের অনেক প্রচলিত শব্দ পাঠ করা যায়। নেপাল

তরাই প্রদেশের নিগ্লিভাস্তম্ভ-লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা প্রিয়দর্শী তাঁহার অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসরে পূর্ব্বতন * বুদ্ধ কনকমুনির জন্মস্থানে যে স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল, তাহার দ্বিতীয়বার সংস্কারপূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং একবিংশতি বর্ষে তিনি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি এবং কনকমুনিস্তম্ভ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শী তাঁহার অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে বৈষ্ণব আজীবকদিগের ব্যবহারার্থে বরাবর পাহাড়ের গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে কেহ কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি এক সময়ে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ক্ষুদ্রগিরিলিপি, সপ্তম স্তম্ভলিপি এবং ভাবরা লিপি প্রিয়দর্শীর বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উজ্জ্বল ভাষায় এই লিপিত্রয়ে প্রিয়দর্শী এই ধর্ম্মের প্রতি তাহার আনুরক্তি জানাইয়াছেন। রাজা প্রিয়দর্শী ভূয়োভূয়ঃ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূরে পরিহার করিতে বলিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম উদারনীতি-প্রধান ধর্ম্ম। ইহা কোন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। সুতরাং এরূপ স্থলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সাধুদিগকে তিনি যে সম্মান এবং যথাযোগ্য সাহায্য করিবেন, ইহা কখনই বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী নহে। বিশেষ প্রিয়দর্শী সমগ্র ভারতের এক-

* বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে চব্বিশ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কনকমুনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। দীপঙ্কর, কণ্ডন, মঙ্গল, সুমন, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, নারদ, পদুমত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, ফুস্স বিপস্সি, সিখি, বেসভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ।

চ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অধিবাসিবৃন্দের নিমিত্তই এই লিপি সকল প্রচার করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে যে অনুশাসন সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নিজ মত ও বিশ্বাস প্রচারের নিমিত্ত তিনি কখন অনুদার নীতি অবলম্বন করেন নাই। অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে সে সকল যে একই নরপতি কর্তৃক উৎকীর্ণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। অনুশাসনে প্রিয়দর্শীর সাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে দেখা যায়; স্থানে স্থানে রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং রাজ্যের ভৌগোলিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। অনুশাসন সকল অনুধাবন করিলে অতি সহজেই মৌর্য্য গৌরব অনুভূত হয়। এই সকল প্রমাণ, যুক্তি ও ঘটনা সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে অশোকাবদান, দীপবংশ মহাবংশ এবং সংস্কৃত পুরাণাদিতে যাঁহার নাম ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতের সেই রাজন্যকুলশ্রেষ্ঠ মহরাজ অশোক এবং অনুশাসনোক্ত 'দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী' এক অভিন্ন নরপতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সমগ্র অনুশাসনাবলী যে 'প্রিয়দর্শী' নামক একজন নরপতি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। সেই প্রিয়দর্শী এবং সম্রাট্ অশোক যে একই ব্যক্তি তাহাই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐতিহাসিকগণের * মধ্যে কেহ কেহ অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, অনুশাসনগুলির মধ্যে কেবল প্রিয়দর্শীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও অশোক-মৌর্য্যের নাম উল্লিখিত নাই। এরূপ স্থলে অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতদ্বৈধ হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা প্রমাণিত হইলে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটী রহস্যময় যবনিকা উত্তোলিত হইবে এবং তৎসঙ্গে অশোক সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ আছে, তাহারও সত্যতা নির্দ্ধারিত হইবে। এই নিমিত্তই অশোক ও প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে সে সকল ঘটনা অবগত হওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করা কর্ত্তব্য। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রিয়দর্শী ও অশোক-মৌর্য্যের অভিন্নতা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব

---

* H. H. Wilson,

প্রথম বিঘোষিত হয়, তখন সুপ্রসিদ্ধ জর্জ টর্ণার * দীপবংশ হইতে উক্ত মতের অনুকূলে কতকগুলি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। দীপবংশ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে † রচিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য নিয়ে দীপবংশোক্ত শ্লোক সকলের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "সম্বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে প্রিয়দর্শন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অভিষেককালে রাজশরীরে অলৌকিক শক্তি প্রবিষ্ট হয়। দিব্যবিহঙ্গগণ ও সুকণ্ঠ কোকিলকুল অশোকের কীর্ত্তিরাজিতে বিমুগ্ধ হইয়া মানবের শ্রুতি-সুখকর পবিত্র সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। অশোকের গুনগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বতন চারি বুদ্ধের সহচর, কল্পান্তবাসী নাগরাজ স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ করিয়া অভিষেক-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। অপূর্ব্ব মহিমান্বিত প্রিয়দর্শী রত্নমালা দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র,

* সিংহলের সুবিখ্যাত George Turnour, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজি অনুবাদ-সহ মহাবংশ গ্রন্থ রোমান অক্ষরে প্রকাশ করেন।

† "The result is that the Dipavansa, be it in that very version which we possess or in a similar one-was written between the beginning of the fourth and the first third of the fifth century. We do not know as yet the exact date of the composition of the Mahavansa, but if we compare the language and style in which the two works are written, there will scarcely be any doubt as to the priority of the Dipavansa," Oldenburg.

বিম্বিসারের পুত্র মগধ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব আদায় করিতেন। ......নগর-শ্রেষ্ঠ পাটলিপুত্রে অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন। অভিষেকের তিন বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকধর্ম্ম অভিষেক সময়ের পর অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহা-সদ্গুণশালী ও সমগ্র জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন .... "অশোকরাজ ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তথাগতের ধর্ম্মের একজন প্রকৃত বন্ধু।"......অরিষ্ট অশোককে বলিতেছেন, "হে মহারাজ প্রিয়দর্শন! আপনার পুত্র স্থবির মহেন্দ্র আপনার সমীপে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" দীপবংশকার 'অশোক,' 'অশোকধর্ম্ম,' 'ধর্ম্মাশোক,' 'প্রিয়দর্শী,' এবং 'প্রিয়দর্শন,' এই বিশেষণ দ্বারা যে, এক অভিন্ন নরপতিকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা উদ্ধৃত শ্লোক সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং সেই অশোক বা প্রিয়দর্শী যে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং বিন্দুসারের পুত্র তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

'দীপবংশ' গ্রন্থ 'মহাবংশ' অপেক্ষা প্রাচীন *। মহাবংশকার দীপ-

* দীপবংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়। দীপবংশ সিংহলের একখানি প্রাচীন ইতিহাস, ইহাতে রচয়িতার নাম নাই। জর্জ্জ টর্ণার সিংহলের উত্তরবিহার সংঘারামে সংরক্ষিত মহাবংশ নামক পুস্তক ও দীপবংশ একই গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন না। Hermann Oldenburgh এর (হারমানওল্ডেনবর্গ) মতে দীপবংশ ও মহাবংশ একই প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। মূল গ্রন্থের সহিত দীপবংশের সাদৃশ্য অধিকতর পরিলক্ষিত

বংশের ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র, মহাবংশে কেবলমাত্র 'অশোকরাজ' ও 'অশোকধর্ম্মের' উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অশোক ও প্রিয়দর্শী বলিলে যে, একই নরপতিকে বুঝাইত, দীপবংশের উদ্ধৃত শ্লোক সকলের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি 'অশোক' ও 'প্রিয়দর্শী' পৃথক ব্যক্তি হইতেন, কিম্বা তদ্রূপ বিশ্বাস সেই সময়ে দেশ-মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে দীপবংশকার কথনই এরূপ স্পষ্ট-ভাবে, এরূপ বিস্তৃতির সহিত, তাঁহাদের অভিন্নতা জ্ঞাপক বর্ণনা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। যদি প্রিয়দর্শী এবং অশোকের অভিন্নতা প্রদর্শনার্থে অন্য কোন প্রমাণই বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলেও এক মাত্র দীপবংশের বর্ণনাই যথেষ্ট হইত। ফলতঃ অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা সম্বন্ধে প্রাচীন দীপবংশের বর্ণনা এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হুয়েন্‌সাং বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যানের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত রুম্মিন দেবীর উদ্যানকেই উক্তস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। হুয়েন্‌সাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে † লিখিয়াছেন যে, এই স্থানে সুবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ বিরাজিত আছে; স্তম্ভোপরি একটি অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত। এই সকলেই অশোকরাজের কীর্ত্তি। যদিও অনুশাসনোক্ত অশ্বমূর্ত্তি কালবশে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু স্তম্ভটি এখনও অবিকৃতভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপিগুলি এরূপভাবে সুরক্ষিত যে,

হয়। মহাবংশ-রচয়িতা ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষার্থ মূল হইতে অনেকটা ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

† Beal's Record of the Western World vol II

তাহাদের পাঠ অতি সহজসাধ্য হইয়াছে। রাজা প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক এই স্তম্ভ * স্থাপিত হইয়াছিল, উৎকীর্ণ স্তম্ভলিপিতেই এই বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হুয়েন্‌সাংয়ের ভারতভ্রমণকালে অশোক ও প্রিয়দর্শী বলিলে একই নরপতিকে বুঝাইত। চীন পরিব্রাজক যাঁহাকেই অশোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই অনুশাসনোক্ত প্রিয়দর্শী।

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও ভারতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে প্রিয়দর্শী ও অশোক যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু পুরাণ, সিংহলের ইতিহাস এবং জৈনগ্রন্থরাজিতে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক মৌর্য্যবংশ-সম্ভূত ছিলেন। গ্রীক্ এবং রোমান ঐতিহাসিকদিগের প্রদত্ত সমসাময়িক ঘটনা আলোচনা করিলে, এই বিষয় অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ † বলেন যে, সান্দ্রাকোটাস, (চন্দ্রগুপ্ত) সেকেন্দার সাহের মৃত্যুর পরে গ্রীক্‌দিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া পঞ্চনদে আধিপত্য স্থাপন করেন ; পরে মগধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়েন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বেবিলনে সেকেন্দার সাহের মৃত্যু হয়। প্রাচীন ইতিহাসের ইহা একটী প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। অনেক দেশের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ইহার সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার

* রুম্মিন দেঈর স্তম্ভ।

† Invasion of India by Alexander the Great. Mc Crindle.

করিয়া থাকেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩অব্দে যে সেকেন্দার সাহের মৃত্যু হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেকেন্দার সাহের মৃত্যুর দুই একমাস পরে এই সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইলে দুই তিনমাস পরে অর্থাৎ বর্ষাকাল অতীত হইলে, গ্রীক্‌দিগের সহিত চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দের শেষ ভাগে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক্‌দিগকে পরাজিত করিয়া পঞ্চনদ অধিকার করেন এবং তথা হইতে সুশিক্ষিত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া মগধরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। মেগাস্থেনিস, জষ্টিন, এরিয়ান, প্লুটার্ক, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই বিষয় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ বিরাট ব্যাপারের উদ্যম করিতেও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে অবশ্যই কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত যে খ্রীঃ পূঃ ৩২১ অব্দে মগধ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রীক্ এবং রোমক ঐতিহাসিকগণ মগধাধিপতি নন্দ্রাসের (নন্দের) বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই নন্দ্রাস, সান্দ্রাকোটাস (সান্দ্রোকোপ্টাস, আন্দ্রোকোটাস্) কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ভারত ও সিংহলের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত শেষ নন্দরাজকে নিধনপূর্ব্বক মগধ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এই উভয় বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, গ্রীক্ ও রোমকদিগের বর্ণিত চন্দ্রগুপ্ত এবং ভারত-ইতিহাসে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্য একই ব্যক্তি। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন কাহিনীতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার, বিন্দুসারের পুত্র অশোকমৌর্য্য। গির্ণারের রুদ্রদাম * অনুশাসনে

* Bhagwan Lal Indraji and Buhler in Ind. Ant. VII. 262.

ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। ইহাতে উভয়েরই নামের উল্লেখ আছে এই অনুশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অশোক গুজরাটের অধিপতি ছিলেন, তিনি চন্দ্রগুপ্তের পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উভয়েরই রাজত্বকাল উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্ত এবং গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত চন্দ্রগুপ্ত একই ব্যক্তি। এই চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩২১অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, সমসাময়িক ঘটনার সাহায্যেই ইহাদের সময় কতক পরিমাণে নিরূপিত হইয়া থাকে, কিন্তু মহারাজ চন্দ্র-গুপ্তের প্রতি এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না, চন্দ্রগুপ্তের সময় এক প্রকার নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বিন্দুসারের রাজত্বকাল ২৫ বৎসর। উভয়ের রাজত্বকাল ৪৯ বৎসর ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে (৩২১ — ৪৯ = ২৭২) আমরা দেখিব খৃঃ পূঃ ২৭২ অব্দে অশোক মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ের সহিত গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত বৃত্তান্তের ঐক্য আছে। যদি আমরা প্রিয়দর্শীর ত্রয়োদশ গিরি-লিপিতে উল্লিখিত গ্রীক্ রাজাদিগের সময়কাল ও সমসাময়িক ঘটনা সকল আলোচনা করি, তাহা হইলেও আমরা উক্ত একই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২৭২) উপনীত হইতে পারিব। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সত্যতা সকল দেশের সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহারই সাহায্যে আমরা অশোকের সিংহাসন অধিরোহণের বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শিলালিপিতে উল্লিখিত সাইরিণের মগাস নামক নরপতির মৃত্যুকাল খ্রীঃ পূঃ ২৫৮। ইহাও একটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই সময় হইতে গণনা করিলেও আমরা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইব।

প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে সিরিয়ারাজ আন্টিয়ক ও অন্যান্য চারিজন গ্রীক্ নরপতির উল্লেখ আছে। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল। অযসু পি যোজনশ (তে)যু যত্র অংতিয়োকো নম যোন রজ পরং চ তেন অংতিষোকেন চতুরের রজনি তুরম যে নম অংতিকিনি নম মক নম অলিকসুন্দরো নম......ত্রয়োদশ গিরিলিপি।

সিরিয়ারাজ আন্টিয়কথিও	রাজত্বকাল	খ্রীঃ পূঃ	২৬১	২৪৬
মিসররাজ টলেমি ফিলেডেল্‌ফাস্	„	„	২৮৫	২৪৭
মাসিডোনিয়া-রাজ আন্টিগোনাস্ গোনাটাস্	„		২৭৭	২৩৯
সাইরিনের রাজা মগাস	„	„	২৫৮ মৃত্যু হয়	
অলিকসুন্দর (ইপিরাসের রাজা)	„	„	২৭২	২৫৮

সেকেন্দারসাহের মৃত্যুর পরে অনেক নরপতি এই সকল নামে বিদিত ছিলেন, কিন্তু ইঁহারাই যে অনুশাসনোক্ত নৃপতি, তাহার প্রমাণ কি? এই নামে অন্যান্য নরপতি বিদ্যমান থাকিলেও, সাইরিনের মগাস্ নামে কেবল একজন নরপতিই ছিলেন। অন্য কোন নরপতির এই নাম ছিল না। ঐতিহাসিকদিগের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৫৮ অব্দে মগাসের মৃত্যু হয়। এই মগাস মিশরের নরপতি ফিলেডেল্‌ফাস্ টলেমির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। টলেমি খ্রীঃ পূঃ ২৪৬ অব্দে দেহত্যাগ করেন। এই টলেমির কন্যাকে সিরিয়ারাজ এন্টিয়কথিও বিবাহ করেন। খ্রীঃ পূঃ

২৪৬ অব্দে সিরিয়ারাজ নিহত হয়েন। খ্রীঃ পূঃ ২৮৩-২৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত আণ্টিগোনাস্ গোনাটাস্ মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনিই উৎকীর্ণ লিপির ইপিরাসের নরপতি আলেকজান্দরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এই আলেকজান্দরের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ২৭২-২৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ লিপিতে যে, গ্রীক্ নরপতিগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই খ্রীঃ পূঃ ২৮৫ হইতে ২৩৯ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মগাস এবং ইপিরাস-রাজ আলেকজান্দর খ্রীঃ পূঃ ২৫৮ অব্দে দেহত্যাগ করেন। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে যখন সাইরিন-রাজ মগাসের নামের উল্লেখ আছে, তখন ত্রয়োদশ গিরিলিপি যে খ্রীঃ পূঃ ২৫৮ অব্দের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত গিরিলিপিতেই উল্লেখ আছে, প্রিয়দর্শীর অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরে এই লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমন সুগম ছিল। সেলুকাস নিকেটার ভারতে দুই জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থেনিস্ (Magasthenes) এবং বিন্দুসারের রাজত্বকালে দিমেকাস (Deimachus) ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। সেলুকাসের নৌ-সেনাপতি পেট্রোক্লিস্ও (Patrocles) ভারতবর্ষ পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। মিসররাজ টলেমিও ডায়োনিসিয়স্ (Dionysius) নামক একজন রাজদূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ করেন। এই সময় টাইমস্থেনিস্ (Timosthenes) নামক একজন সেনাপতি ভারতীয় উপকূল সমূহের অবস্থা পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষ এবং

উল্লিখিত রাজাদিগের দেশ-সমূহের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আসিয়ার দেশ সকলের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দর্শনে অনুমান হয় যে, যদিও খ্রীঃ পূঃ ২৫৮ অব্দে মগাসের মৃত্যু হয়, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দের মধ্যেই মগাস ও ইপিরাসের মৃত্যুসংবাদ ভারতে প্রচারিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ অব্দ ত্রয়োদশ গিরিলিপির সময় বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে অশোকের রাজত্বকাল হইবে (খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ + ১২ = ২৬৯)। সিংহল ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, অশোক সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, খ্রীঃ পূঃ ২৬৯ + ৩ = ২৭২ অব্দ অশোকের সিংহাসন অধিরোহণের কাল। মাসিডোনিয়াধিপতি আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ হইতে গণনা করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, সাইরিণরাজ মগাসের মৃত্যু সময় (খ্রীঃ পূঃ ২৫৮) হইতে গণনা করিয়াও সেই একই সময়ে উপনীত হইতে সমর্থ হইলাম।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩২১-২৯৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, সিরিয়ারাজ সেলুকাস নিকেটার ও মাসিদোনিয়াধিপতি প্রথম আন্টিগোনাস্ ইঁহারা উভয়েই চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজা। অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লিখিত আন্টিয়কথিও, সেলুকাস্ নৃপতির পৌত্র, এবং আন্টিগোনাস গোনাটস মাসিডোনিয়ারাজ প্রথম আন্টিগোনাসের পৌত্র। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে সকল নরপতি চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক, তাঁহাদেরই পৌত্রগণ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের সমসাময়িক। গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকগণের এই সকল

ঐতিহাসিক প্রমাণ, উৎকীর্ণ গিরিলিপি, চীন পরিব্রাজকগণের ভারতভ্রমণ-কাহিনী, পুরাণ, অবদান, দীপবংশ এবং মহাবংশ প্রভৃতি প্রচীন গ্রন্থরাজি অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা নিঃসংশয় রূপে বিঘোষিত করিতেছে।

পিতামহ	তাঁহাদের রাজত্ব কাল খ্রীঃ পূঃ	পৌত্র
চন্দ্রগুপ্ত।	৩২১-২৯৭	অশোক।
সেলুকাস নিকেটার (সিরিয়ারাজ)	৩১২-২৮০	আন্টিয়কথিও।
প্রথম আন্টিগোনাস (মসিডোনিয়ারাজ)	৩২৩-৩০১	আন্টিগোনাস গোনাটাস।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী।

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাপক মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় বাহুবলে পূর্ব্বে মগধ হইতে পশ্চিমে হিন্দুকুশ, বর্ত্তমান আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং সুদূর মেক্রান পর্য্যন্ত একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কাবুল, গজনি, কান্দাহার, হিরাট এবং সমগ্র কাথিয়াবাড় প্রদেশ তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। রাজা বিন্দুসারের রাজত্ব কালে এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অশোকের সিংহাসন অধিরোহণ কালে উত্তরে কাশ্মীর ও সোয়াট উপত্যকাসহ হিমালয় প্রদেশ, পশ্চিমে ইসুফজাই, হিন্দুকুশ, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, ও দক্ষিণে তিন চারিটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত বর্ত্তমান সমগ্র বৃটিশ শাসিত ভারত সাম্রাজ্য অপেক্ষা, অশোক সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃত ছিল। কেবল অনুমান দ্বারা এই বিপুল অশোক সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। শিলালিপি, নানা প্রদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উৎকীর্ণ স্তম্ভরাজি এবং অন্যান্য প্রাচীন বিদেশীয় পর্য্যাটকগণের লিখিত ইতিহাস ও ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সেলুকাস নিকেটার মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত

সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সন্ধির বিধানানুসারে আরিয়া, আরাকোসিয়া, গেদ্‌রোসিয়া এবং পারপনিসদাই প্রদেশসমূহ মৌর্য্য সাম্রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আধুনিক আফগানিস্থান প্রদেশে অশোক নির্ম্মিত অনেকগুলি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। হুয়েনসাং * তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কপিশার নিকট একশত ফিট্‌ উচ্চ পিলুশার স্তূপ এবং জালালাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী নগরহার নামক স্থানে একটি অতি সুন্দর নানাকারুকার্য্যমণ্ডিত তিন শত ফিট্‌ উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ অশোকের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া অদ্যাপি বিঘোষিত হইতেছে। এই সুবৃহৎ স্তম্ভের নিকটে একটি ক্ষুদ্রস্তূপ বিরাজিত ছিল, ইহাও অশোক নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সোয়াট উপত্যকায় বহু সুবৃহৎ স্তূপ অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। আরাকোশিয়া প্রদেশের রাজধানী গজনীতে অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দশটী স্তূপ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবাদ আছে যে, নরপতি অশোক কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজধানী শ্রীনগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তথাকার প্রাচীন রাজধানী স্থাপন করেন, ইহা বর্ত্তমান শ্রীনগরের (ইহার অপর নাম প্রবরপুর) দুই মাইল দক্ষিণে প্রাচীন পাণ্ড্রেথান নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বর্ত্তমান ইস্‌লামাবাদ এবং মারতাণ্ডা (Martanda) নামক স্থানের সন্নিকটে লিদার (Lidar River) নদীর তীরে উক্ত

* Watters, on Yuan Chwang.

রাজধানী স্থাপিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্থান শ্রীনগর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। অশোকের পুত্র জালুক উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া কাশ্মীর ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাংএর ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং 'রাজতরঙ্গিণী'তে লিখিত আছে যে, অশোকরাজ বৌদ্ধঅর্হৎগণের জন্য পাঁচশত বিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসংঘের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বহু ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকা সম্রাট্ অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

নিগ্লীভ ও রুম্মিনদেবীর স্তম্ভলিপি পাঠে জানা যায় যে, নেপাল-তরাইপ্রদেশও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তীর্থপর্য্যটনকালে অশোক যখন নেপাল প্রদেশের বন্ধুর উপত্যকা চুরিয়াঘাটি বা গোরা-মসান অতিক্রম পূর্ব্বক নেপালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন মঞ্জুপাটন নেপালের রাজধানী * ছিল এবং কিরাতজাতি তথায় রাজত্ব করিত। প্রাচীন রাজধানীর দুই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ললিতপত্তন নামক স্থানে অশোক একটি নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। ললিতপত্তনের কেন্দ্রস্থলে অশোকস্থাপিত একটী বিচিত্র-কারুকার্য্যশোভিত মন্দির, রাজপ্রাসাদের দক্ষিণদিকে অদ্যাপি বিদ্য-মান রহিয়াছে। উক্ত নগরের চারিকোণে অশোক প্রতিষ্ঠিত দিঙ্‌নির্ণয়-কারী চারিটী অৰ্দ্ধ মণ্ডলাকার সুবৃহৎ স্তূপ এখনও অবস্থিত আছে।

* Oldfield Sketches from Nipal.

ললিতপত্তনের ক্ষুদ্র দেবালয় এবং একটী সমাধি মন্দির অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। পাটল, ভাটগাঁও এবং কীর্ত্তিপুর পরবর্ত্তী কালে এই পার্ব্বত্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। সম্রাট্ অশোকের তীর্থভ্রমণ-কালে তাঁহার কন্যা চারুমতি তৎসঙ্গে অনুগমন করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্বামী দেবপাল পশুপতিনাথের সন্নিকটে দেবপত্তন নামক এক সহর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে একটী বিহার স্থাপনপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট অংশ তথায় অতিবাহিত করেন। অধুনা এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ চারুমতিসংঘ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কাশ্মীর ও নেপাল প্রদেশ নরপতি অশোকের সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক স্থানে অশোক * নির্ম্মিত স্তূপ বিদ্যমান ছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। অনুগাঙ্গ প্রদেশ নন্দবংশের অধীন ছিল বলিয়া অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ইহতে সহজেই অনুমিত হয় যে, অনুগাঙ্গ প্রদেশেও মৌর্য্য রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বহু প্রাচীন কামরূপ বা প্রাগ্জোতিষপুর যে মৌর্য্যসাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং কামরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে কোনরূপ বৌদ্ধ প্রভাব যে, এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মহাবংশে বর্ণিত আছে যে ভারতের পূর্ব্বকূল স্থিত তাম্রলিপ্তনগর

* Beal, II. 195, Watters II, 184.

হইতে সমুদ্রাভিগামী অর্ণবপোত সকল সিংহলদেশে গমনাগমন করিত। কেহ কেহ তাম্রলিপ্তি, অনুগাঙ্গ বা বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। আবার কেহ কেহ তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মদেশের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশোক তাম্রলিপ্তি নগরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে এই স্থানে বাইশটী বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেবল সাতটী * মাত্র বিদ্যমান ছিল। ফলতঃ মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালে তাম্রলিপ্তি যে একটী প্রধানবন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রদেশ † সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তি এবং পালিতে তামলিত্তি নামে বিদিত। এক সময়ে সমগ্র প্রদেশের পরিধি প্রায় ২৫০ মাইল ছিল। ইহার রাজধানীও উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইত। রাজধানীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক ক্রোশব্যাপী। ইহার বর্ত্তমান নাম তমলুক। এক সময়ে সমুদ্র প্রাচীন তাম্রলিপ্তির পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্তি, রূপনারায়ণ এবং হুগলি নদীর সঙ্গম স্থল হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান তমলুক সহর এই স্থানে অবস্থিত বটে, কিন্তু বর্ত্তমান তমলুক ও প্রাচীন তাম্রলিপ্তি যে একই স্থান, সে বিষয় বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন তাম্রলিপ্তি সমুদ্র গর্ভে নীত হইয়াছে।

অশোক তাঁহার রাজত্বকালের নবম বৎসরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে গোদাবরী, এই বিস্তৃত কলিঙ্গপ্রদেশ তদীয়

* Watters, Yuan Chwang. † Julien's Hiouen Thsiang.

অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রদেশে অশোক কর্ত্তৃক বহু স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গিরিলিপিতে চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরল, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধিকার সংলগ্ন বলিয়া অশোক উল্লেখ করিয়াছেন। নেলোর হইতে পদ্মকোটার অন্তর্গত প্রদেশ চোলমণ্ডল বা চোলরাজ্য নামে অভিহিত হইত। উড়িয়ার বা পুরাতন ত্রিচুনপল্লী ইহার রাজধানী ছিল, এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ * অনুমান করেন যে, চোল রাজ্যের উত্তর সীমা পেন্নর নদী হইতে অশোক সাম্রাজ্যের আরম্ভ। পদ্মকোটার দক্ষিণাংশ পাণ্ড্যদেশ নামে অভিহিত হইত। ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি মাদুরা পাণ্ড্যদেশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মালাবার হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ কেরলপুরের অন্তর্গত ছিল।

চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সতিয়পুত্র ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোক সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। কিন্তু যদিও ওই সকল প্রদেশ অশোকের সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল না, তথাপি এই সকল রাজ্যে অশোক যে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ভেষজাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন অনেক স্থলেই তাহার বর্ণনা আছে। অশোকপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই সকল দেশে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিধি প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং এই প্রদেশগুলি অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করদ বা মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হইত, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

* Beal's Record of Western World.

ভারতের পশ্চিম সীমায় গুজরাটের বল্লভী নগরে এবং সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অশোক নির্ম্মিত বহুস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সমগ্র খোটান রাজ্য এবং উক্ত নামের সহর যে অশোকের রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল, তিব্বতীয় গ্রন্থাদির মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থাদির মধ্যে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২৫০ বৎসর পরে অশোক খোটান দেশ দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন। যদিও ভারতবর্ষ এবং খোটান, এই উভয় দেশবাসীদিগের মধ্যে তৎকালে যাতায়াত ছিল, সেই কারণে খোটান যে, ভারতবর্ষের অধীন ছিল ঐতিহাসিকেরা * তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। নেপাল, কাশ্মীর, সোয়াট উপত্যকা সহ সমগ্র ভারতবর্ষ, হিন্দুকুশ, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, মেক্রান, সিন্ধুপ্রদেশ, কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় প্রভৃতি দেশ সমূহ অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যথা তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোষালি এবং মগধ। অশোকের অনুশাসন † মধ্যেও এই সকল প্রদেশের উল্লেখ আছে। অশোক সিংহাসন অধিরোহণের পূর্ব্বে তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর রাজপ্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর প্রদেশ

* Vincent Smith, Asoka. S. C. Das, Rockhill.

† কলিঙ্গ অনুশাসনে 'তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনী', ধৌলির সীমান্ত অনুশাসনে 'তোষালি', ব্রহ্মগিরির ক্ষুদ্র শিলালিপিতে 'সুবর্ণগিরির' উল্লেখ আছে।

তক্ষশিলার শাসন কর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইত। মালব, গুজরাত এবং সৌরাষ্ট্র প্রদেশ উজ্জয়িনীর অধীনে ছিল। সুবর্ণগিরি দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত বুলহারের মতে এইস্থান পশ্চিমঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। প্রথম ক্ষুদ্র শিলালিপিতে 'সুবর্ণগিরি রাজপুত্র' এইরূপ সম্বোধন আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অশোক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলে তদীয় পুত্র সুবর্ণগিরিতে অবস্থান করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এই উক্তির বিশেষ প্রমাণ কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কলিঙ্গের রাজধানী * তোষালি নগর অশোক স্থাপন করিয়াছিলেন, এখানে একজন রাজ-প্রতিনিধি অবস্থান করিয়া সমস্ত কলিঙ্গপ্রদেশ শাসন করিতেন। পাটলিপুত্র মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট্ স্বয়ং অবস্থান করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যনরপতি সুদূর মিসর প্রভৃতি দেশেও রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আফগানিস্থান † প্রভৃতি ভারতবহির্ভূত প্রদেশ সকলের নিমিত্ত অন্য একজন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন, অশোক যুগের ঐতিহাসিকেরা এইরূপ অনুমান করেন।

এই পাঁচটী প্রধান প্রদেশ ব্যতীত সোমাপা, ইশিলা প্রভৃতি নগরের

* এই স্থান পুরিজেলার ধৌলি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া টলেমি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিবেচনা করেন।

† Vincent Smith.

উল্লেখ আছে। এই সকল প্রধান প্রধান নগরে এক একজন রাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। মৌর্য্যশাসন তন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, তৎকালে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল। নতুবা পাটলিপুত্র হইতে সুদুর উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলা নগরীতে রাজ-কার্য্য অবাধে নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। দেশ মধ্যে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজপথ ছিল, লোকে নৌকাযোগেও একপ্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমনাগমন করিত। গ্রীক্‌দূত মেগাস্থেনিস্ পাটলিপুত্র হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত রাজপথের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল রাজপথের প্রায় ১½ মাইল ব্যবধানে এক একটি দূরত্ব জ্ঞাপক স্তম্ভ থাকিত। পথিকগণের তৃষ্ণা নিবারণার্থে প্রত্যেক স্তম্ভ পার্শ্বে এক একটি কূপ থাকিত, বিশ্রামার্থ পথিমধ্যে আবাসগৃহ নির্ম্মিত থাকিত ও প্রত্যেক রাজপথই ফলপুষ্প সমন্বিত-তরুরাজিতে সুশোভিত ছিল।

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের লিখিত বৃত্তান্ত ও চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে মৌর্য্য রাজাদিগের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। উপক্রমণিকায় এ বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী অনেকটা একই প্রকার। প্রভেদের মধ্যে এই যে, চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালী রাজশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অশোকের রাজ্যশাসন প্রণালী ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত। একজনের উদ্দেশ্য রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, অপরের লক্ষ্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্য অশোক কি প্রকারে সংসাধিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

অশোকের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে রাজপ্রতিনিধির পর রাজুক পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাজুকগণ রাজস্ব ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। অপরাধী প্রজাকে শাস্তিপ্রদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। প্রজার সুখ দুঃখের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের কল্যাণসাধনে রাজুকগণ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি তাঁহারা প্রজামণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিতেন, নানাবিধ সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং সাধুদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে রাজুকগণ নিয়ত আগ্রহান্বিত থাকিতেন। নরপতি অশোক তাঁহার চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়াছেন যে—"যেমন সুনিপুণ ধাত্রীর প্রতি সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া মানবগণ নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করে, আমিও তেমনি প্রকৃতিবর্গের সুখসমৃদ্ধির জন্য রাজুকদিগকে নিয়োজিত করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। স্বাধীন ভাবে, নির্ব্বিঘ্নে, এবং শান্ত মনে তাঁহারা যাহাতে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত রাজ্যশাসন বিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি। বস্তুতঃ রাজুকগণ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যখন যেরূপ আদেশ প্রদান করিতেন, একমাত্র সম্রাট্ ভিন্ন অপর কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না। রাজুকগণের পর প্রাদেশিকের পদ। প্রাদেশিকগণ রাজুকদিগের আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক রাজকার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। রাজুক ও প্রাদেশিকের সাধারণ নাম মহামাত্র। রাজুক, প্রাদেশিক, যুক্ত এবং অযুক্তগণ মিলিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা

করিতেন। সকল প্রকার রাজকার্য্যই লেখকশ্রেণীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। অশোকের সময় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী যে সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, এই শাসন বিভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজুক, প্রাদেশিক, যুক্ত এবং অযুক্তগণ অনুসংযয়নে * রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সমবেত প্রজামণ্ডলীকে ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন।

অযুক্তদিগের কার্য্য অনেকটা শাসন কার্য্যের মতই ছিল। ইঁহারা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। মহামাত্রগণের উপর এক একটী প্রদেশের শাসনভার অর্পিত ছিল। ইহাঁরা দোষী ও নির্দ্দোষীর বিচার করিয়া রাজবিধানানুযায়ী দণ্ড প্রদান করিতেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ রাজুকগণকে কমিশনার, প্রাদেশিকদিগকে ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিদেশী ঐতিহাসিকগণের এই অনুবাদ সম্যক্ বিশুদ্ধ না হইলেও কার্য্য হিসাবে অনেকটা তদনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অশোক তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে ধর্ম্মমহামাত্র নামে এক নূতন রাজকর্ম্মচারীর পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যোন, গান্ধার, কাম্বোজ, রাষ্ট্রীক,পিটেনিক এবং সীমান্তপ্রদেশস্থ, অন্যান্য জাতির মধ্যে ইঁহারা ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মবিধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই ধর্ম্মবিধি অনুযায়ী উপদেশ সকল প্রতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মমহামাত্রগণ সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজবিচারালয়ে যদি কোন বৃদ্ধ বা নিরপরাধ

* প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও প্রজামণ্ডলীর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন এই পরিদর্শনের নাম অনুসংযয়ন।

ব্যক্তি, অথবা বহুপোষ্যপালক গৃহস্থ, অন্যায়রূপে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ ধর্ম্মমহামাত্রগণের কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারিতেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম্মমহামাত্রগণ অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন। ধর্ম্মমহামাত্রগণের পরে ধর্ম্মযুক্তক নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ধর্ম্মমহামাত্রদিগের কার্য্যে সকল প্রকারে সহায়তা করিতেন। স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মমহামাত্রগণের পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, ইহারা স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধানার্থে ব্যাপৃত থাকিতেন। সাম্রাজ্যস্থিত সমগ্র কৃষিযোগ্য ভূমি রাজসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজস্ব বিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মিতরূপে রাজকর আদায় করিতেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে শস্যের এক চতুর্থাংশ, আবার কাহারও মতে শস্যের ষষ্ঠ ভাগ রাজ কোষাগারে প্রদত্ত হইত। শস্য ব্যতীত প্রজাগণ অনেক সময়ে রাজার নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্য নানাবিধ করও প্রদান করিত। কিন্তু, বিদেশীয়দিগের এই অভিমত সকল বিষয়ে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। নীবারের ষষ্ঠ ভাগ রাজকর বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, মৌর্য্যরাজগণ উক্ত প্রচলিত রাজকর যে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এস্থলে শস্যের এক ষষ্ঠাংশ যে রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত, ইহাই সম্ভব। কৃষক ব্যতীত, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্ম্মকার, এবং খনিস্বামিগণ রাজকর প্রদান করিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। উল্লিখিত রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত প্রতিবেদক নামে এক উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। গ্রীক্‌দূত মেগাস্-

স্থেনিস বলেন, প্রতিবেদকগণ রাজ্যের সমুদায় তথ্য সংগ্রহপূর্ব্বক রাজসমীপে গোপনে নিবেদন করিত। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী বারবনিতাগণের সাহায্যে নগরের গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করিত। অপর শ্রেণী সেনাশিবিরে ভ্রমণ করিয়া গণিকার দ্বারা সামরিক ষড়যন্ত্রাদি ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপ গোপনে সম্রাটকে জ্ঞাপন করিত। সুনিপুণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণই প্রতিবেদক পদে নিযুক্ত হইত। এই সকল রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত নানাবিধ মন্ত্রণা-সভা-সমূহ রাজ্যশাসনে অসীম ক্ষমতা পরিচালনা করিত।

সামরিক বিভাগ ছয়টী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচ জন সচিব বা সভ্য থাকিতেন। নৌযুদ্ধ বিভাগ, রসদ বিভাগ, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী এবং হস্তিবিভাগ। সর্ব্বশুদ্ধ এই ছয়টী বিভাগে সাম্রাজ্যের সামরিক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইত। রাজধানীও এইরূপ ছয়টী 'নিকায়' সাহায্যে শাসিত হইত। বাণিজ্য ও শিল্পনিকায় রাজধানীর বাণিজ্যশিল্পাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বণিক্ ও শিল্পীদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিত। আতিথ্যনিকায় বিদেশীয়দিগকে যথোচিত সৎকার এবং সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদানে ব্যাপৃত থাকিত। বিদেশীয় আগন্তুক কেহ পীড়িত হইলে তাহার রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করা হইত। কোনও বিদেশীয়ের মৃত্যু হইলে, বিষয় সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইত। কোনও অভ্যাগত বিদেশী, সাম্রাজ্যভুক্ত কোন সুরম্য প্রদেশ বা জনপদাদি পরিভ্রমণে

অভিলাষী হইলে, তৎসঙ্গে রাজ অনুচরও প্রদত্ত হইত। জন্মমৃত্যু-নিকায় প্রজাবর্গের জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখিত। রাজস্ব হিসাবের জন্য এই 'নিকায়' সতর্কতার সহিত জন্মমৃত্যুসংখ্যা নির্দ্ধারণে নিযুক্ত থাকিত। বাণিজ্যনিকায় সমগ্র রাজ্যের বাণিজ্য ব্যাপার পরিদর্শন করিত। ইহারা পণ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিত। উপযুক্ত সময়ে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতসারে যাহাতে পণ্যাদি বিক্রয় হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিত। পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য পর্য্যন্ত এই 'নিকায়' নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। যদি কেহ একাধিক দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তবে তাঁহাকে অধিক কর প্রদান করিতে হইত। হস্তজাতশিল্পনিকায় হস্তজাত শিল্পসম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম প্রণয়ন করিত। শুল্কনিকায় সকল পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করিত। যদি কেহ উহা প্রদান না করিয়া গোপন করিবার চেষ্টা করিত, তবে তাহার প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। ষ্ট্রাবোর এই মত কিন্তু অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রতারণা-জন্য তৎকালে যথাশাস্ত্র গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু, প্রাণসংহার বিধি কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ অশোকের ন্যায় নরপতির রাজত্বকালে পণ্য শুল্কের অনাদায়ে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এই নিকায় সকলের সভ্য মণ্ডলী সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কিংবা প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এক্ষণে তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। যাহা হউক নিকায় বা মন্ত্রিসভাগুলি যে সম্ভ্রান্ত প্রকৃতিবর্গ দ্বারা গঠিত হইত, এই প্রকার অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ

হয় না। সম্রাট অশোক তাঁহার রাজত্বের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা শিলালিপিতেও বর্ণিত আছে, কিন্তু, নিকায়গুলি যে তাঁহার বেতনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দ্বারা গঠিত ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ফলকথা, এই বিষয়ে কোন পক্ষেই স্পষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ, পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে কূপ তড়াগাদি খনন, কৃষির উন্নতির জন্য জল প্রণালী দ্বারা কৃত্রিম নদী সমূহ জলপূর্ণ করিয়া রাখা, প্রভৃতি বিষয়েরও স্বতন্ত্র বিধান ছিল। রুদ্রদামনের অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, সৌরাষ্ট্রের তুশাস্প নামক পারসিক শাসনকর্ত্তা, অশোক কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রস্তুত গির্ণারের কৃত্রিম হ্রদের জল সর্ব্বদা ব্যবহার যোগ্য করিবার জন্য এক নূতন জলপ্রণালী ও সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কৃষির উন্নতি ও প্রকৃতিবর্গের সুখসম্পাদনার্থে রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে শত সহস্র ক্রোশদূরেও শাসনতন্ত্র সুপরিচালিত হইত।

অশোকের রাজত্ব কালে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ভেষজাগার নির্ম্মাণ এবং ভৈষজ্য গুল্মলতাদি সংগ্রহ বিষয়ে সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পশু চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় প্রভৃতির ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইবার বিশেষ সুযোগ ছিল, এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। অশোকের দয়ার্দ্র হৃদয়ও নিরাশ্রয় আতুরের আর্ত্তনাদে দ্রবীভূত হইয়াছিল। অধিকন্তু মূক পশুপক্ষীর রোগ যন্ত্রণাও তাঁহার অন্তরের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। তাই

তিনি রাজ্যে দাতব্য-চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম, ভেষজাগার প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মগধে সুচিকিৎসকের অভাব ছিল না। ভিষক্‌কুলতিলক জীবক মগধে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতেন। কথিত আছে, তিনি অতি বৃদ্ধকালে ভগবান গৌতমের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত, বহুসংখ্যক ছাত্র মগধে অবস্থান করিয়া চিকিৎসা করিতেন। মগধের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যে জীবক বহু সংখ্যক পরিব্রাজক চিকিৎসক গঠন করিয়াছিলেন। ইঁহারা গ্রামে, গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিতেন। নরপতি অশোক তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় এবং আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহাদের ব্যয়ভারও রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহ করিতেন।

চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র এবং সিংহল প্রভৃতি দেশ অশোকের প্রাধান্য স্বীকার করিত। গ্রীক্ নরপতি আন্টিঅকাসের রাজ্য পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে ঐ সকল রাজ্য সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। ইঁহারা সকলেই তৎকালে স্বাধীন নরপতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু, আমাদের বোধ হয়, ইঁহারা স্বাধীন হইলেও অশোকের করদ বা মিত্ররাজা ছিলেন। যদি তাঁহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া মনে করিবেন, তাহা হইলে, তাঁহারা যে তাঁহাদের রাজ্যে অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বা অশোক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে সম্মত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, এই সকল বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট্ অশোক কেবল নিজ সাম্রাজ্যেই চিকিৎসাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া

ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে সকল রাজ্য তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত, যে সকল রাজ্য মিত্র বা করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হইত, তথাকার প্রজাদিগের জন্যও তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন।

অশোকের রাজ্যশাসনপ্রণালী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শিলালিপি এবং স্তম্ভলিপি প্রভৃতি পাঠ করিলে, প্রতীয়মান হয় যে, অশোক প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতে তিনি নিয়ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। "প্রজাবর্গ আমার সন্তান, আমার নিজ পুত্রদিগের নিমিত্ত যেমন আমি ইহ ও পরকালের সুখসমৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকি, আমার প্রজাবর্গের ইহপরকালের কল্যাণও আমি তেমনই আকাঙ্ক্ষা করি"; সীমান্তবাসি জাতিদিগের সহিতও তিনি এইরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতেন। সাধু উপদেশ ও নানাবিধ সৎঅনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি প্রজা সাধারণকে উন্নত ও সৎস্বভাবান্বিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইতেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত সরল নৈতিক উপদেশও প্রদান করিতেন এবং প্রকৃতিবর্গকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার জন্য তাহার সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার নৈতিক উপদেশ সর্ব্বত্র বিঘোষিত করিয়াছিলেন। প্রজাগণ যাহাতে ধর্ম্মবিধি পালন করিয়া সুখী ও উন্নত হয়, ইহাই তাঁহার রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল।

অশোকের রাজ্যশাসনপ্রণালী হইতে রাজকার্য্যে তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রজার অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিবেদক ও প্রতিহারীবর্গকে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সকল সময়ে কি অন্তঃপুরে, কি শয়ন-কক্ষে, কি আহার কালে বা যানারোহণে তিনি প্রজার অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। প্রত্যেকেরই তাঁহার নিকট নিজ নিজ দুঃখকাহিনী নিবেদন করিবার অধিকার ছিল।

রাজ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য অশোক বিশেষ যত্নপরায়ণ ছিলেন। নালন্দা বা নরেন্দ্রবিহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই নালন্দা-বিহার অশোকের সময় হইতেই স্থাপিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। ইহা মগধের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইত। প্রাচীন রাজগৃহের সন্নিকটে নালন্দা বিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বিহারের দক্ষিণে এক আম্রকানন ছিল, সেই কাননের এক পুষ্করিণীর মধ্যে নালন্দা নামে এক নাগ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতে এই বিহার নালন্দা বিহার নামে পরিচিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ভগবান বুদ্ধদেব পূর্ব্ব কোন জন্মে বোধিসত্ত্ব রূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক বিশাল রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে, স্থানে নালন্দা বিহার স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় তিনি রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতেন। জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইত; তিনি অবিরত দান করিতেন। এই ঘটনা স্মরণার্থে এই বিহার নালন্দা বিহার নামে অভিহিত হইত। বিহার স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে এক মনোরম আম্র কানন বিদ্যমান ছিল। এক সময়ে পাঁচ শত বণিক বহুমূল্যে সেই কানন ক্রয় করিয়া বুদ্ধদেবকে প্রদান করেন। ভগবান

গৌতমবুদ্ধ তিন মাস এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর, ত্রিরত্নের প্রতি পরমভক্তিপরায়ণ শক্রাদিত্য নামে এক রাজা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দৈবযোগে উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ঐস্থানে এক বিহার স্থাপন করেন। অনেক ভবিষ্যবেত্তা এই স্থানের ভবিষ্যৎ যশঃ ও গৌরবের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শক্রাদিত্যের পরে বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্রনামক রাজগণ উত্তরোত্তর এই বিহার সংলগ্ন অন্যান্য বিহারাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎপরে মধ্য ভারতের কোন এক নৃপতি সমগ্র বিহারাদির চতুর্দ্দিকে এক উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র দ্বার ছিল। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য রাজগণও এই বিহারের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। হুয়েনসাং তাঁহার ভারত ভ্রমণ কালে পনর মাস এই নালন্দা বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতির সময় সহস্র সহস্র ভিক্ষু তথায় বাস করিতেন। ইঁহারা বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থে আগমন করিতেন। নালন্দা বিহারবাসি ভিক্ষুগণের স্বভাব অতি নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল, তাঁহারা যথাযথ সংঘের নিয়ম সকল পালন করিতেন। দিবারাত্র তথায় নানাবিষ্যার আলোচনা হইত। হুয়েনসাংয়ের জীবনী লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও পরবর্ত্তী কালের অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি ব্যতীত—এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রেরও যথেষ্ট আলোচনা হইত, এমন কি হিন্দুদিগের বেদগ্রন্থ

পর্য্যন্ত অধীত হইত। বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই এই আলোচনায় যোগ দান করিত। যাঁহারা ত্রিপিটকান্তর্গত বিষয় সকলের আলোচনা করিতে সমর্থ হইতেন না, লোকে তাঁহাদের হেয় জ্ঞান করিত। এইরূপে যাঁহারা বিচার শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেন, বহুদূর হইতে তাঁহারা দলে দলে এই বিহারে শিক্ষার্থে আগমন করিতেন। এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেন, তাঁহাদের যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত। নালন্দা বিহারের ছাত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সম্মান লাভে সমর্থ হইত। এই কারণে সকলেই নালন্দা বিহারের ছাত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে ব্যগ্র হইত। এই বিহার হইতে উত্তরকালে কত মহাকবি দার্শনিক বিদ্বান মনীষী শিক্ষিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখনই কোন ছাত্র নালন্দা বিহারের যশে আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যার্থীরূপে আগমন করিতেন, দ্বাররক্ষক তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, অনেক ছাত্রই ভগ্ন মনোরথ হইয়া এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। এই নালন্দা বিহারে প্রকৃত জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ছাত্রের অভাব ছিলনা। ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ও শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিত বর্গের প্রতিষ্ঠা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন চীন পরিব্রাজক ইসিং (Itsing) ভারতে আগমন করেন, সেই সময় তিনি দশ বৎসর

(৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৮৫খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এই স্থানে * অবস্থান করিয়াছিলেন। নালন্দা (নালন্দ্র) বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে দশটি বড় বড় সভাগৃহ ও ছাত্রদিগের বাসের নিমিত্ত তিন শত পৃথক পৃথক গৃহ বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ প্রায় দুই শত গ্রাম † এই বিহারকে দান করিয়াছিলেন, তাহার উপস্বত্ব হইতে বিহারের ব্যয়াদি সংকুলান হইত।

নালন্দা বিহার কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সঠিক নিরূপণ করা কঠিন। যদিও পালি গ্রন্থে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে, তথাপি, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান ‡ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে নালন্দা বিহারের বিশেষ ভাবে কোথাও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন এবং আর্য্যদেব § সর্ব্বপ্রথম এই বিহারের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সেই সময় সুবিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণ মহাযান ধর্ম্মের পরিপুষ্টির-

* Takakasu's I-tsing.

† Taranath's History of Buddhsim.

‡ মহাযান বৌদ্ধমত চারিভাগে বিভক্ত যথা ; (১)বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক, (৩) মাধ্যমিক (৪) যোগাচার। মাধ্যমিক বৌদ্ধমতের প্রতিষ্ঠাতার নাম নাগার্জ্জুন। ইনি একজন মহা জ্ঞানী ও তার্কিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। নাগার্জ্জুন বিদর্ভের (বর্ত্তমান বেরার) অন্তর্গত মহাকোশল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং কৃষ্ণানদী তীরে শ্রীপর্ব্বতের এক গুহায় অনেক দিন তপস্যা করিয়াছিলেন নাগার্জ্জুন মাধ্যমিককারিকা প্রভৃতি অনেক দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

§ ইনি নাগার্জ্জুনের শিষ্য ও মাধ্যমিক মতবাদের একজন অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখক। আর্য্যদেব অনেক স্থলে কাণদেব, নীলনেত্র এবং পিঙ্গলনেত্র নামেও পরিচিত। ইনি

নিমিত্ত একশত আটটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ বালাদিত্যের রাজত্বকালেই এই বিহার সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার যশঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দী পর্য্যন্ত (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময়েই সুবিখ্যাত কমলশীল এই স্থানে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যে স্থানে নালন্দা বিহার ও তাহার বিশাল পুস্তকালয় অবস্থিত ছিল, তিব্বতীয় গ্রন্থে * সেই স্থান 'ধর্ম্মগঞ্জ' নামে অভিহিত হইয়াছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে তিনটি সুবৃহৎ অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, ইহাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নরঞ্জক। ইহার মধ্যে রত্নোদধি নবমতল বিশিষ্ট অট্টালিকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা ও তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত।

বর্ত্তমান বড়গাঁওয়ের † ধ্বংসাবশেষকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নালন্দার স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। এই স্থান রাজগৃহ ও গৃহ্যকুট হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। হুয়েনসাংয়ের মতে নালন্দা বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ হইতে উনপঞ্চাশ মাইল দূরে বর্ত্তমান। ফাহিয়ানের মতে নালন্দা সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গাল্যায়নের জন্মস্থান।

ভারতের অনেক স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্রেই বিচারে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে পরাজয় করেন। আর্য্যদেব বহুদিন নালন্দায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাযান দর্শন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চীন ভাষায় কুমারজীব ইঁহার এক জীবনী লিখিয়াছিলেন।

* Pag. sam jou zang, Ed. by Rai S. C. Das. Bahadur, C. I. E.

† Cunningham. Ancient Geography. Beal's Fa. Hian.

কিন্তু হুয়েনসাং * এই মতের সমর্থন করেন না। তিব্বতীয় গ্রন্থ দুল্‌ভায় সারিপুত্রের মাতা ও মাতামহকে নালন্দাবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বড়গাঁয়ের ধ্বংসাবশেষ বহুদূর ব্যাপী। অসংখ্য ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। বহুদূর বিস্তৃত এক উচ্চভূমিখণ্ড এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সকল সেই সময়কার উচ্চচূড়বিহারাদির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকেই বিবেচনা করেন। এই ইষ্টকরাশি এক বৃহৎ পুষ্করিণীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও এই বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট ব্যাপার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বিহারাদি যে ভাস্কর কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন, তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

তক্ষশিলার শিক্ষামন্দিরও দেশবিশ্রুত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি পালিগ্রন্থে ইহার অপূর্ব্ব বর্ণনা নিবদ্ধ আছে। তক্ষশিলার শিক্ষামন্দির নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও প্রাচীন। মহর্ষি আত্রেয় এক সময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তক্ষশিলা বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদও আলোচিত হইত। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক মহর্ষি পানিণি ও মহাভাষ্যকর পতঞ্জলি তক্ষশিলা বিহারে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই দুইটী প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত ভারতের বহুস্থানে বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল বিহারে যেমন ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মালোচনা হইত, তদ্রূপ বিদ্যার্থীকে শিক্ষাপ্রদান করাও হইত। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট

* Julien Hiuen Thsiang.

প্রমাণিত হয় যে, মৌর্য্য রাজ অশোক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষাবিস্তার বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অশোকের যত্ন ও তৎপরতায় ইহার বিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছিল।

অশোকের সময় সমাজের অবস্থা কি প্রকার ছিল,—তাহার সঠিক বিবরণ কিছুই অবধারণ করা যায় না। তাঁহার শিলালিপি ও অন্যান্য অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে আমরা সামান্যমাত্র আভাস পাইয়া থাকি। তাৎকালীন সমাজে প্রায়ই কোন সামাজিক উৎসব বা পর্ব্বোপলক্ষে বহুপ্রাণী বধ হইত, অশোক ইহার প্রতিরোধ করেন। দেশ মধ্যে স্ত্রী আচারের বাহুল্য ছিল। ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সহ তখন একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথা সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। মাতাপিতৃ ভক্তি, মাতাপিতার আদেশ প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইত এবং এই সকল সদ্‌গুণ প্রচার বিষয়ে শ্রমণ এবং ও ব্রাহ্মণগণ প্রায় সমভাবেই সচেষ্ট হইতেন।

এতদ্ব্যতীত তখনকার সমাজে পৌরোহিত্য প্রথাও প্রচলিত ছিল। এই পুরোহিতগণের বিশেষ প্রভাবের নিকট একসময় সমাজের সকলেই নতশির হইতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগে এই প্রভাব ক্রমেই হ্রাস হইতে ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সূত্রধর, কর্ম্মকার, খনিস্বামী, শ্রমজীবী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক দ্বারা সমাজ তখন পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু জাতিভেদে ইহাদের অবান্তর বিভাগ ছিল কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। রাজকুলের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোন

নিষেধবিধি ছিল না। নরপতি অশোক উজ্জয়িনীতে এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সমাজে বিশেষ কোন গ্লানি হয় নাই। রাজা বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও অন্যায় বলিয়া কোথাও বর্ণিত হয় নাই। মৌর্য্য-রাজাদিগের রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতৃত্ব পদ হইতে অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তখন সমাজ ও ধর্ম্মের নেতৃত্বের ভার রাজ্যের নরপতির উপর অর্পিত ছিল। রাজার আদেশেই তখন সমগ্র সমাজ পরিচালিত হইত।

এক্ষণে-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অশোকের সময়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিরোধের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। বুদ্ধদেবের মহা-পরিনির্ব্বাণের দুইশত বৎসর পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় অষ্টাদশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। কালসহকারে এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে কখন কোন সম্প্রদায়ের লোপ হইতেছিল এবং তৎস্থানে নূতন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতেছিল। কিন্তু তখনও মহাযান * বৌদ্ধমত প্রচারিত হয় নাই।

* খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই শকজাতি ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করেন। এমন কি কাশ্মীর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ তাহারা তাহাদের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। শকনরপতি কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণ পূর্ব্বক নিজ নামে এক শকাব্দা প্রচলিত করেন। তিনি বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধমতের নাম দিয়াছিলেন মহাযান। মহাযানবাদীগণ পূর্ব্বপ্রচলিত পালিগ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ বৌদ্ধ মতকে বিদ্রূপ পূর্ব্বক হীনয়ান বলিত। কালক্রমে এই মহায়ান বৌদ্ধ-মত নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সকল তখনও পালিভাষায় রচিত হইত। সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য দেশ মধ্যে বড় একটা প্রচলিত হয় নাই। উত্তরকালে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে যে সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তখনও সেই সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্ম্মমত পালন করিতেছিল। এই সময় লোকালয় হইতে দুরে, নগরের জন কোলাহল পরিহার পূর্ব্বক এক শ্রেণীর লোক অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহারা তাপস সম্প্রদায় নামে বিদিত হইতেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষামত কেহ বা ধ্যানধারণাতে নিযুক্ত থাকিতেন, কেহ বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন এবং কেহ বা শিষ্যবর্গকে মোক্ষতত্ত্ব উপদেশ দিতেন। এই অরণ্যবাসী তাপসগণ ফলমূল আহরণ বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

অরণ্যবাসী তাপসবৃন্দ ব্যতীত পরিব্রাজক নামে এক সম্প্রদায়ের লোক * বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাদানই ইঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইত। ইঁহারা বৎসরের মধ্যে আট কিম্বা নয় মাস কাল দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, লোকদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন এবং দার্শনিক বিচারে ব্যাপৃত থাকিতেন। স্থানে স্থানে পরিব্রাজকগণের নিমিত্ত আবাসগৃহ নির্ম্মিত থাকিত, সেই স্থানে তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা বা দার্শনিক বিচারাদি করিতেন। এই সকল মনোরম আবাসগৃহে কিম্বা পথিকদিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত

হইয়াছিল এবং হীনয়ান সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে উভয় সম্প্রদায়ই বিদ্যমান ছিল।

* Dialogues of Buddha, Rhys Davids Buddhist India.

পথিপার্শ্বে আশ্রমাদিতে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এই পরিব্রাজকদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকও থাকিতেন। ইঁহারা সকলেই অবিবাহিত অবস্থায় জীবনযাপন করিতেন। এই পরিব্রাজকগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক দলের এক একজন নেতা থাকিতেন, তিনি পাণ্ডিত্যে ও চরিত্র-বলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকদিগকে 'শাক্যপুত্র শ্রমণ' বলা হইত এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজকগণ 'নির্গ্রন্থ' নামে অভিহিত হইতেন। সেইরূপ আজীবকদিগেরও এক সম্প্রদায় ছিল। এই আজীবক সম্প্রদায় অশোকের পৌত্র দশরথের সময় পর্য্যন্ত সংঘ-বদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতেন। পালি 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক পুস্তকে এই সকল সম্প্রদায়ের নাম লিপিবদ্ধ আছে। শাক্যপুত্র শ্রমণ, নির্গ্রন্থ ও আজীবক ব্যতীত, মুণ্ডশ্রাবক, জটিলক, মাগন্দিক, ত্রিদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, গৌতমক ও দেবধার্ম্মিক নামে সম্প্রদায় সকল বিদ্যমান ছিল। সকল সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকদিগের ধর্ম্মালোচনায় সকল বর্ণের লোকই যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকও ইঁহাদের নেতৃত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশোকের সময়ে বৌদ্ধ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে, অনেকগুলি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল; এই সম্প্রদায়গুলির সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। নিম্নে তাহাদের একটী তালিকা * প্রদত্ত হইল।

* History of the Mediæval School of Indian Logic by S. C Vidyabhusan.

১। আর্য্যসর্ব্বাস্তিবাদ।

১। মূল সর্ব্বাস্তিবাদ।

২। কাশ্যপীয়।

৩। মহীশাসক।

৪। ধর্ম্মগুপ্তীয়।

৫। বহুশ্রুত।

৬। তাম্রশটী।

৭। বিভজ্যবাদ।

২। আর্য্যসম্মতীয়।

৮। কুরুকুল্লক।

৯। অবন্তিক।

১০। বাৎসীপুত্রীয়।

৩। আর্য্যমহাসঙ্গিক।

১১। পূর্ব্বশৈল।

১২। অপরশৈল।

১৩। হৈমবত।

১৪। লোকোত্তরবাদ।

১৬। প্রজ্ঞপ্তি।

৪। আর্য্যস্থবির।

১৬। মহাবিহার।

১৭। জেতবনীয়।

১৮। অভয় গিরিবাসিন্।

নরপতি অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তখন জৈনধর্ম্মেরও অভ্যুদয় হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী বৈশালীর উপকণ্ঠে পাবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজীবক ও নিগ্রর্ন্থদিগের "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ" তখনও শৈলবন কান্তারে ধ্বনিত হইত। অশোকের অহিংসা প্রবৃত্তি দেখিয়া জৈনগণ অশোককে জৈন নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভাব্রা গিরিলিপি হইতে আমরা অবগত হই যে, অশোকপ্রচারিত ধর্ম্মবিধিগুলি ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রদত্ত অমৃতময় উপদেশাবলীর প্রতিধ্বনি

মাত্র। উক্ত অনুশাসনে অশোক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ এই সকল উপদেশবাক্য শ্রবণ করেন ও মনন করেন এবং প্রত্যেক উপাসক ও উপাসিকা জীবনে সেই সকলের অনুসরণ করেন। ভাব্রা অনুশাসনের উক্তি দ্বারাই জৈনদিগের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম তাৎকালীন প্রচলিত সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উন্নতশীর্ষ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম তখন সাম্রাজ্যের সাধারণ ধর্ম্ম ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, অশোক রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে ইহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ২৫৭ খৃঃ পূঃ অশোক যে শিলালিপিগুলি * উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, বৎসরাধিক কাল মাত্র তিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সংঘে অবস্থান করেন।

তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি সঙ্ঘনায়ক ও ধর্ম্মরক্ষকরূপে সঙ্ঘের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার সারনাথলিপি-পাঠ করিলে জানা যায় যে, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ না হয়, তজ্জন্য তিনি কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভাব্রা অনুশাসনে অশোক আপনাকে মগধাধিপতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাজপুতানার পর্ব্বতচূড়াস্থিত বিহার-প্রাঙ্গণে এই অনুশাসনলিপি স্থাপিত ছিল, ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অশোক যখন এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন এই বিহারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ইসিং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে

* রূপনাথ ও ব্রহ্মগিরি অনুশাসন।

ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুপরিচ্ছদধারী অশোকের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। রাজা অশোকের এই ভিক্ষুবেশ দেখিয়া সম্ভবতঃ তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত হন নাই। কারণ চীনদেশীয় লিংআং বংশের সর্ব্বপ্রথম নরপতি কোৎসুবুতির ইতিহাস ইসিং অবগত ছিলেন। এই চীন সম্রাট্ ৫০২ হইতে ৫৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুর ন্যায় একাহারী হইয়া সঙ্ঘের নিয়মগুলি পালন করিতেন। তিনি একবার ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ও পুনরায় ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশেও নরপতি-দিগের মধ্যে ভিক্ষুব্রত-গ্রহণের কথা ইতিহাসে বর্ণিত আছে। বোধাপ্রা ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া সঙ্ঘমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রথা যে, কেবল বৌদ্ধদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যেও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। গুজরাটাধিপতি জৈনরাজ কুমারপাল দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ইনিও জৈনসঙ্ঘনায়ক উপাধি ধারণ করিয়া বিভিন্ন সময়ে উদাসীনব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

অশোকের রাজ্যশাসন-প্রণালী, তাঁহার সামাজিক কার্য্যকলাপ, তাঁহার শিক্ষাবিস্তার, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার, এই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বুদ্ধদেব-প্রদর্শিত ধর্ম্মমতের প্রচার করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি ধর্ম্মমহামাত্রগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীদিগকে এই উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন, এবং শিলালিপিতে ইহাই উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও অশোক কখন অন্য ধর্ম্মকে উপেক্ষা

বা ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম অতি উদার ও নীতিপূর্ণ ছিল। তাঁহার শাসনতন্ত্র এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভিত্তির উপরে স্থাপিত ছিল। তাঁহার প্রজাবাৎসল্য, করুণাপূর্ণ হৃদয়, তাঁহার নিরপেক্ষ উদারভাব, তাঁহার অমূল্য অনুশাসনাবলী সর্ব্বকালে সর্ব্বনরপতির অনুকরণ-যোগ্য। একাধারে রাজা ও ভিক্ষু, সম্রাট্ ও সাধু, ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির সমাবেশ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক যুগে অশোকচরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মৌর্য্যনরপতি অশোক রাজকার্য্যে অত্যন্ত মনোযোগী ও তৎপর ছিলেন। একদিকে তিনি প্রতিবেদকের সংবাদ গ্রহণ, সকল সময়ে প্রজার আবেদন শ্রবণ, রাজুক, মহামাত্র, ধর্ম্মমহামাত্র প্রভৃতির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া শাসনপ্রণালীর কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ, প্রজার সুবিধার জন্য প্রশস্ত রাজপথ-নির্ম্মাণ ও জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, রাজস্বকর্ম্মচারী নিয়োগ, এবং যুদ্ধবিগ্রহের জন্য অগণিত সেনা ও রণসম্ভার সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেছেন; অন্য দিকে সেই দেবপ্রিয় নরপতি অশোক আবার উপগুপ্তের সহিত তীর্থভ্রমণ, চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশাবলী গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ করণ, সংসারত্যাগী ভিক্ষুর ন্যায় সদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কালাতিপাত, মানবজাতির কল্যাণার্থে ধর্ম্মবিধি-প্রচার, জীবহিংসা-নিবারণ-চেষ্টা ও বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতেছেন। একদিকে দোষীর দণ্ডবিধান, রাজকর্ম্মচারীদের কার্য্যসমূহের প্রতি তীব্রদৃষ্টি, অন্য দিকে আতুর ও পশুদিগের সেবার জন্য চিকিৎসাগার ও ঔষধালয় স্থাপন এবং ভৈষজ্য গুল্মলতাদি রোপণে লোক-নিয়োজন। এরূপ বাসনা-বিমুক্ত সম্রাট ভারতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ, জগতের ইতিহাসে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে একবারমাত্র সংঘটিত হইয়াছিল।

বিংশ অধ্যায়।

———০*০———

অশোকযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য।

অশোকযুগের মহত্ত্ব এবং গৌরব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সেই সময়কার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। জগতের ইতিহাসে অনেক দেশ অনেক বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অশোকযুগ স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যার জন্য যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, সেরূপ অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই হাজার বৎসরের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের উজ্জ্বল আলোক আজ জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। ফারগুসন (Ferguson) বর্জেস (Burgess) এবং হাভেল (Havel) প্রভৃতি কলাশাস্ত্রবিৎ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং যত্নে সাঞ্চি, অমরাবতী এবং বরাহতের ভাস্কর ও স্থাপত্য শিল্প অদ্য সভ্য জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। অতীত ভারতের শিল্পকলা-নিপুণ ভাস্করগণ যে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিরাজির ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও, তাহা আজ পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিস্ময়ে আবিষ্ট করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে মহান্ শিল্পের বিকাশ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে সেরূপ দুর্ল্লভ। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রবণতা চিরপ্রসিদ্ধ। এই নির্ম্মল ও পবিত্র ধর্ম্মভাব ভাস্করকীর্ত্তির মধ্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল।

সাঞ্চি ও অমরাবতীর যে কোন এক ক্ষুদ্র কারুকার্য্যও এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহাই প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ শিল্প। ইহাতে আবিলতা বা বিলাসিতার নাম মাত্র নাই। বৌদ্ধশিল্প দেবভাবে পূর্ণ, ইহার দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে। সুনিপুণ শিল্পিগণ যে, উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্তূপ, বিহার ও চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, উক্ত প্রত্যেকটির মধ্যেই যেন সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির যে দৃশ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়, তাহার অনুকরণ করা বা বাহ্য প্রকৃতির ঘটনা পরম্পরা প্রকটিত করার নাম শিল্প নহে। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন অপসারণ পূর্ব্বক অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করার যে চেষ্টা, তাহাই শিল্পের দার্শনিক ভিত্তি।

প্রত্যেক জাতির আচার ব্যবহার ও মতবাদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই পার্থক্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে বিশেষ ভাবে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প ও পাশ্চাত্য শিল্প এতদুভয়ের মধ্যে আদর্শের যে প্রভেদ, তাহা এই স্থানে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভারতশিল্পী জানে যে, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমরা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যাহা অনুভব করিয়া থাকি, সকলি অনিত্য ও ভঙ্গুর; একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য ও সত্য বস্তু। পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, উহা পার্থিব পদার্থের মধ্যেই আবদ্ধ। পক্ষান্তরে ভারতশিল্পের গতি অনন্তের দিকে। পাশ্চাত্য শিল্পের গতি কিন্তু রুদ্ধ, সে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না, পার্থিব সৌন্দর্য্য লইয়াই সে মত্ত। অন্যদিকে ভারত-শিল্প স্বর্গের দিব্য পরিমল মর্ত্তে আনয়ন করিতে ব্যস্ত। কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশিত

করাই গ্রীক্ শিল্পের চরম আদর্শ। সেই জন্যই গ্রীক্‌দিগের স্তম্ভশীর্ষে মানবসৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক সুন্দর সুঠাম মনুষ্যমূর্ত্তি সকল স্থাপিত। ভারত-শিল্প তাহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। বাহ্য পদার্থ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন করিয়া এক অশরীরীরূপ প্রকাশ করা ভারত-শিল্পের উদ্দেশ্য। যিনি শিল্পী তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। শিল্পের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তাঁহার যেমন আবশ্যক, উচ্চ ভাবও জনসাধারণের মধ্যে আনয়ন করা তেমনই প্রয়োজন। শুক্রাচার্য্য একস্থানে বলিয়াছেন যে, শিল্পী যিনি তিনি চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা দেবমূর্ত্তি ধারণা করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই ধ্যানলব্ধ মূর্ত্তি শিল্পবিদ্যার সাহায্যে প্রকাশ করিবেন। তিনি কখনই সেই জ্ঞানের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের উপর নির্ভর করিবেন না। আধ্যাত্মিক আলোকই তাঁহার একমাত্র পথপ্রদর্শক হইবে। শিল্পী যিনি তিনি সকল সময়েই দেবপ্রতিমা গড়িতে চেষ্টা করিবেন। মনুষ্যমূর্ত্তি শিল্পের উচ্চ আদর্শ নহে। সুন্দর-অবয়ব-বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি অঙ্কিত করা অপেক্ষা শারীরিক-সৌন্দর্য্য-বিহীন দেবমূর্ত্তি গঠন করা শ্রেয়ঃ। চিত্তের একাগ্রতাই হইল ভারত-শিল্পের মূল মন্ত্র। এই জন্যই এ দেশের কারুশিল্পী দেবমন্দিরে মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন নাই এবং অন্যান্য মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক ভারতশিল্পী যোগিমূর্ত্তিকে শিল্পের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ধ্যান প্রভাবেই এ দেশের শিল্পিগণ মৃত্তিকা বা প্রস্তর প্রতিমায় নিরুপম ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের শিল্পিগণ কেবল মাত্র শিল্পী নহেন, তাঁহারা সাধকও বটেন। সেই জন্যই

ভারতশিল্প ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্ত্তির পূজা করিয়াছে, কিন্তু কোথাও ধর্ম্মাশোকের মূর্ত্তি স্থাপন করে নাই।

ভারতশিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের ন্যায় বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের নাম ব্রাহ্মণ্য শিল্প, দ্বিতীয় স্তরের নাম বৌদ্ধ শিল্প এবং তৃতীয় স্তরের নাম মুসলমান বা মোগল শিল্প। ব্রাহ্মণ্য শিল্পের মধ্যে অপ্রাকৃত দেব-দেবী-মূর্ত্তি বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্য যুগে শিল্প কিছু দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, বৌদ্ধযুগে এই শিল্প মনুষ্যের অতি নিকটে আগমন করিলেন এবং নিজের দেবভাব সমাজের মধ্যে বিকাশ করিতে লাগিলেন। ভাস্কর শিল্প এক্ষণে অপ্রাকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সহরে, রাজপথে, তীর্থক্ষেত্রে এমন কি সুদূর গান্ধার প্রদেশ হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ভাস্কর-শিল্পের উজ্জ্বল মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইল। বৌদ্ধ-শিল্প ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে কখনও মানুষের উপাসনা করে নাই। বৌদ্ধ শিল্প কখনও তাহার উচ্চ লক্ষ্য হইতে চ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধ যুগে শিল্প ও ধর্ম্ম এক অভেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল; সে সম্বন্ধ এক দিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। হরগৌরী মিলনের ন্যায় ধর্ম্ম ও শিল্প এই সময় একত্রে অবস্থান করিত। এমন কি বাসনা-বিমুক্ত সংসারত্যাগী ভিক্ষুগণ এই শিল্পের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। জ্ঞানালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার মধ্যেই এই শিল্প পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রীধান্যকটক এবং নালন্দা প্রভৃতি স্থানে অঙ্ক, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত।

মহারাজ অশোক যে কেবল প্রবলপ্রতাপান্বিত আসমুদ্র হিমালয়ের করগ্রাহী সম্রাট্ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি বহু কীর্ত্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বুদ্ধদেবের লীলাস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের তীর্থস্থানগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া, তিনি অসংখ্য স্তূপ, মন্দির, মঠ, বিহার, সংঘারাম এবং প্রশস্তিস্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কীর্ত্তিরাজি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসমন্বিত। ভাস্করশিল্পের পরাকাষ্ঠা ইঁহারই সময়ে সাধিত হইয়াছিল। গান্ধারের মালভূমি, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ, কাশী, বঙ্গ, কলিঙ্গের সমতলক্ষেত্র, সিন্ধুগুর্জ্জরের সাগরোপান্ত এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার বেলাভূমিপ্রদেশে তাঁহার নির্ম্মিত ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের উচ্চ নিদর্শনপূর্ণ কীর্ত্তিরাজি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কালের ধ্বংসশক্তিকে উপহাস করিয়া দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির অবশিষ্টাংশ আজ লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মহাকীর্ত্তিমান্ সম্রাটের শিল্পাদর এবং তাৎকালীন ভারতবাসী শিল্পিগণের কলাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কথিত আছে নরপতি অশোক স্বীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র চুরাশি হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মপ্রিয়তা, শিল্পপ্রিয়তা এবং প্রজাহিতৈষণার পরিচয় যুগপৎ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগের ভাস্কর-কীর্ত্তির যথাযথ পরিচয়প্রদান করিবার পূর্ব্বে, এই ভাস্করবিদ্যা কোন্ সময়ে এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন ভারতবর্ষে পুর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তর স্থাপত্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা হইতে কেহ যেন না মনে

করেন যে,অশোকের পূর্ব্বে এদেশে প্রাসাদাদির নির্ম্মাণে আদৌ প্রস্তরের ব্যবহার ছিল না। অট্টালিকাদির ভিত্তিস্থাপনে, নগরাদির প্রাচীর ও তোরণ নির্ম্মাণে, নদীবক্ষে সেতুস্থাপনে, প্রস্তরের বহুল ব্যবহার ছিল। গৃহাদি নির্ম্মাণে প্রস্তরের ব্যবহার না থাকিলেও সুরম্য অট্টালিকারাজি, বিস্তৃত সভাগৃহ, নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত দেবমন্দিরাদি অশোকের পূর্ব্ব হইতেই দেশমধ্যে বিগুমান ছিল। কিন্তু প্রস্তরের পরিবর্ত্তে সেই সকল কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন শিল্পিগণ প্রস্তর অপেক্ষা কাষ্ঠের উপর স্থপতিবিদ্যার অধিকতর পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইত। সুতরাং সহজেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত অট্টালিকারাজি, নানাবিধ চিত্র-বৈচিত্র্যে সুশোভিত, মনোহর এবং নয়ন-প্রীতিকর হইত। কিন্তু কাষ্ঠ প্রস্তর অপেক্ষা অল্পকাল স্থায়ী। তন্নিমিত্ত কালপ্রভাবে এই সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্তই প্রাচীন স্থাপত্যের চিহ্নমাত্রও এক্ষণে পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে স্থাপত্যনৈপুণ্য পরিচায়ক কোন অট্টালিকা বা মন্দিরাদির নিদর্শন এক্ষণে কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীন শিল্পিগণ কাষ্ঠের উপর নিজ নিজ কলাবিগ্তার পরিচয় প্রদান করিতেন, ভাস্কর্য্যেও সেই প্রথার অবলম্বন করেন। বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রকার মতের অবতারণা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সাঞ্চি, বরাহট ও অমরাবতীর ভাস্কর-কীর্ত্তির মধ্যে আমরা যে শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত করিয়া থাকি, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী কখনই কোন জাতি অল্পদিনে আয়ত্ত করিতে পারে না। কারণ সে আদর্শে উপনীত হইতে হইলে বহু শতাব্দীর শিক্ষা

আবশ্যক। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যদিও অশোক-যুগের পূর্ব্বের কোন প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা কোথাও বিদ্যমান নাই, তথাপি ভাস্করবিদ্যা যে তাহার পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অশোকযুগের বৌদ্ধশিল্পের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার পূর্ব্বে, সেই সময়কার ভাস্করকীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আবশ্যক। এই ভাস্করকীর্ত্তিরাজি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভ বা লাট, স্তূপ, রেলিং, চৈত্য এবং বিহার। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভগুলির ব্যবহার করিত। বৌদ্ধ প্রভাবের সময় স্তম্ভগাত্রে অনুশাসনলিপি ক্ষোদিত হইত ও উহাদের শিরোদেশে সিংহমূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপিত থাকিত। জৈনদিগের নিকট এই স্তম্ভগুলি দীপদান রূপে ব্যবহৃত হইত কখন কখন বা তদুপরি জিন মূর্ত্তি ও স্থাপিত থাকিত। বৈষ্ণবেরা গরুড় কিম্বা হনুমান মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক মন্দিরসম্মুখে রক্ষা করিত। শৈবেরা স্তম্ভগাত্রে ত্রিশূল কিম্বা পতাকা অঙ্কিত করিত। মোট কথা এই স্তম্ভগুলির দ্বারা ধর্ম্মেরই উচ্চ লক্ষ্য সাধিত হইত। ধর্ম্মাশোকের রাজত্বের একত্রিশ বৎসরে এই স্তম্ভগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। অশোক যে নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মের উপদেশ সকল, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থে এই স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধভাস্কর্য্যের দ্বিতীয় কীর্ত্তি স্তূপ। ভগবান বুদ্ধের দেহাস্থি পবিত্র বোধে সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং সেইগুলি ভক্তির সহিত রক্ষা করিবার নিমিত্তই স্তূপগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল। কুশীনগরে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর আটটি পৃথক পৃথক স্থানে তাঁহার দেহাস্থি

সাঞ্চি স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ।—২৮৪ পৃষ্ঠা।
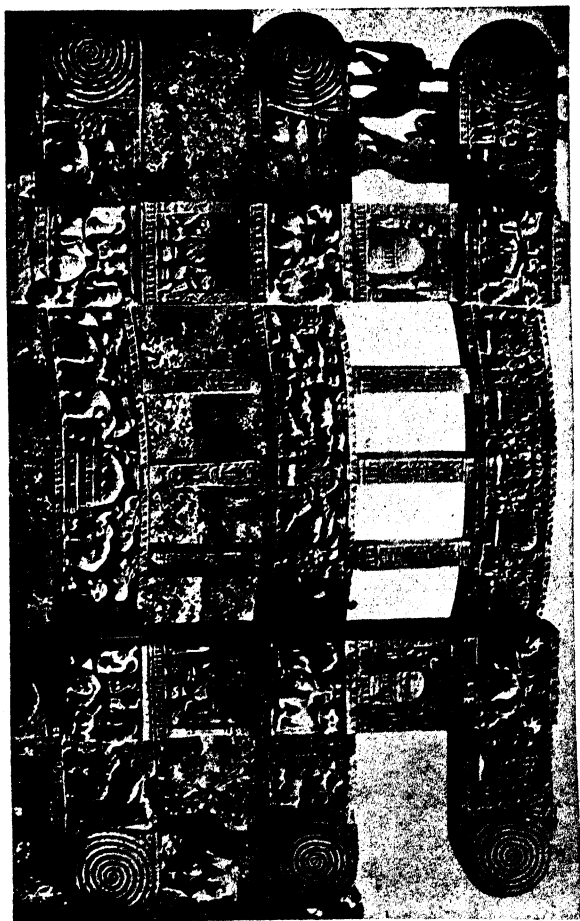
বিতরণ করা হইয়াছিল, যে সকল স্থানে উক্ত অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে সর্ব্বপ্রথম স্তূপ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সেই সকল স্তূপের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের শ্বাপচ দন্তের মধ্যে একটী দেবলোকে এবং একটী নাগলোকে নীত হইয়াছিল। তৃতীয়টী গান্ধার প্রদেশে * এবং চতুর্থটী উড়িষ্যা প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। উড়িষ্যাপ্রদেশে যে স্থানে উক্ত দন্ত স্থাপিত ছিল, সেই স্থান দন্তপুরনামে বিদিত হইত। অনেকের মতে বর্ত্তমান পুরীসহরের প্রাচীন নাম দন্তপুর, তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, যে স্থানে দন্তপুরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ স্থাপিত ছিল, কালে সেই স্থানেই জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাও প্রবাদরূপে প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র গান্ধার প্রদেশে † পুরুষপুর নামক স্থানে নীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে তথায় মহারাজ কণিষ্ক এক সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকের সময়েই স্তূপ নির্ম্মাণের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর কালে যখনই কোন মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছেন, লোকে ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার কেশ, নখ বা অস্থি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছে ও তদুপরি স্তূপাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করিয়াছে। মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার্থে মানব হৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইহা হইতেই স্তূপগুলির উৎপত্তি এবং এই প্রবৃত্তি হইতেই ইহাদের পরিপুষ্টি এবং ইহাই এই সকলের বিস্তৃতির কারণ।

* নগরহার নামক স্থানে এই দন্ত রক্ষিত ছিল। খ্রীষ্টাব্দের চারিশত শতাব্দীতে ফাহিয়ান এই দন্ত দর্শন করিয়াছিলেন।

† Beal's Travels of Fa-Hian. Cunningham, Arpaeological Survey Reports,

ভারতবর্ষে যতগুলি স্তূপ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভিল্‌সা স্তূপই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। ভুপাল প্রদেশের উত্তর প্রান্তে স্থিত ভিল্‌সা সহরের নাম হইতে স্তূপের নাম ভিল্‌সা স্তূপ * হইয়াছে। এইস্থানে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর ছয়টী বিভিন্ন স্তূপশ্রেণী বিরাজমান। এই স্তূপগুলি সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ত্রিশটী হইবে। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্তূপশ্রেণীর নাম সাঞ্চিস্তূপ। এই স্তূপ শ্রেণী সর্ব্বপ্রথম কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল † তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। মহেন্দ্র সিংহল যাত্রার পূর্ব্বে মাতৃদর্শনার্থে যখন চৈত্যগিরিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত এক বিহারে অবস্থান করেন। সেই প্রসঙ্গ মধ্যে কিন্তু কোথাও স্তূপের উল্লেখ নাই। এই স্তূপশ্রেণীর মধ্যে একটিতে মৌদ্‌গাল্যায়ন ও শারিপুত্র এবং অপর একটির মধ্যে অশোকের হিমবন্ত প্রদেশের ধর্ম্মপ্রচারক মজ্জিমার ভস্মাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শারিপুত্র ও মৌদ্‌গাল্যায়নের ভস্মাবশেষ উক্ত স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া সেই স্তূপশ্রেণী যে বুদ্ধদেবের সময়ে নির্ম্মিত এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সাঞ্চিস্তূপের গঠনপ্রণালীর বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, উহা বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত। বৌদ্ধ শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং বিভিন্ন স্তূপের পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্যটী অধিকতর সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে। শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের ভস্মাবশেষ যে পরবর্ত্তী কালে ওই স্তূপ

* Bhilsa Topes or Buddhist monument in Central India.

† Tree and Serpent worship, Cunningham.

মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। সাঞ্চি হইতে ছয় মাইল দূরে সোনারি নামক স্থানে একটী স্তূপশ্রেণী বিদ্যমান আছে। তথা হইতে তিন মাইল দূরে সদ্ধার নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ স্তূপ অবস্থিত। এই স্তূপটির ব্যাস প্রায় ১০১ ফিট। সাঞ্চি হইতে সাত মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ভোজপুর নামক স্থানে বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের উপর ৩৭ টি স্তূপ বিদ্যমান। ভোজপুরের আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে অন্ধার নামক স্থানেও তিনটী স্তূপ অবস্থিত ছিল। ভিল্‌সা স্তূপের * গঠনপ্রণালী, শিল্পকলা প্রভৃতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময় ইহার নির্ম্মাণকাল বলিয়া অনুমান করেন।

বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ নামক স্থানে অনেক স্তূপ বিদ্যমান আছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব এই স্তূপটী আবিষ্কার করেন। ইহার কোন অংশ নষ্ট হয় নাই। এই স্তূপমধ্যে অস্থি বা অন্য কোনরূপ পবিত্র বস্তু প্রোথিত নাই। সারনাথ বৌদ্ধ ইতিহাসে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে এক সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগদেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তর কালে বুদ্ধদেব এই স্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, বোধ হয় এই উভয় ঘটনা স্মরণার্থে এই স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপটী উচ্চে ১২৮ ফিট, ইহার নিম্নভাগ-বিচিত্র কারুকার্য্য-সুশোভিত এবং চারিধার অতি মনোহর সুদৃশ্য লতাপুষ্পাদি দ্বারা অঙ্কিত। মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধ মণ্ডালা-

* History of Indian and Eastern Architecture—Fergusson.

কার অলিন্দ, এ সকলি অতি সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। কনিংহাম সাহেব এই স্থানের মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে একখানি শিলা-ফলক প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে সপ্তম শতাব্দীর প্রচলিত অক্ষরে "যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা" * শ্লোকটী ক্ষোদিত! ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, সারনাথ স্তূপ উক্ত সময়ে স্থাপিত। কেহ কেহ পালরাজ বংশীয়দিগের † সময়ে উহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। উভয় মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ইহা এক প্রকার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই স্তূপ সর্ব্বপ্রথম মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, পরে উত্তরকালে বিভিন্ন বৌদ্ধরাজগণ অন্যান্য অংশ স্থাপন করেন। মৃত্তিকাগর্ভ হইতে যে সকল কীর্ত্তিরাজি উৎখাত হইয়া লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছে, সে সকলি খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের এগার শত শতাব্দীর মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। গির্ধ্যেক নামক স্থানে "জরাসন্ধকা বৈঠক" নামে এক স্তূপ বিদ্যমান আছে, অনেকে সারনাথ স্তূপ অপেক্ষা এইটি অধিক প্রাচীন ‡ বলিয়া অনুমান করেন। প্রবাদ যে, এক সময়ে

---

* "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুংস্তেষা তথাগতোআহ
তেষাং চ য নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।"

বুদ্ধ শিষ্য অশ্বজিৎ, শারিপুত্র এবং মোদ্‌গল্যায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইতেছে, সকল কার্য্য, কারণ হইতে উৎপন্ন। তাহাদের প্রকৃত কারণ কি, তথাগত তাহা বলিয়াছেন, এবং ঐ সকল কার্য্যকারণের নিরোধের যাহা উপায়, তাহাও সেই মহাশ্রমণ উপদেশ দান করিয়াছেন।

† Captain Wilford, Asiatic Researches. vol, IX,

‡ History of Indian & Eastern Architecture. Fergusson.

একটি হংস ভিক্ষুগণের উপবাস-ক্লেশ নিবারণার্থে নিজ শরীর দান করিয়াছিল, সেই ঘটনা স্মরণার্থে এই স্তূপটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজগৃহের নিকটেও "জরাসন্ধকা বৈঠক" নামে অন্য এক অতি প্রাচীন প্রস্তর স্তূপ বিদ্যমান আছে। ইহাকেও অশোকযুগের পূর্ব্ব-বর্ত্তী কালের বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।

গয়ার নিকটবর্ত্তী বোধগয়া নামক স্থানে অবস্থিত স্তূপ বা চৈত্যটিও বহু পুরাতন। যে স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভগবান্ বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এক সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। হুয়েনসাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। হুয়েনসাং বলেন যে, সর্ব্বপ্রথম মহারাজ অশোক এই স্থানে একটী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তীকালে সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হয়, এই মন্দিরটী উর্দ্ধে প্রায় ১৬০ ফিট্ এবং প্রস্থেও ৬০ ফিট্। এই মন্দির মধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রাবিশিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কোন্ সময়ে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ অবগত হওয়া যায় না। কানিংহাম সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশানরাজ হবিষ্কের সময় এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে * ইহার পুরাতন অংশের সংস্কার হয় ও সেই সঙ্গে নূতন অংশ নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী ও ভাস্কর্য্য হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মন্দিরের নির্ম্মাণকাল † বলিয়া বিবেচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে যখনই কোনরূপ সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন

* Cunningham Mahabodhi.

† Fergusson.

হইয়াছে, সেই সঙ্গে ইহার স্থাপত্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হুয়েনসাং ইহার গঠনপ্রণালীর যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে এক্ষণে মন্দিরের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ-বাসিগণের দ্বারা এই মন্দিরের সংস্কারকার্য্য একবার সাধিত হয়। সেই সময় হইতে ব্রহ্মদেশীয় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যও কতক পরিমাণে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৮০।৮১ অব্দে মন্দিরের শেষ সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সংস্কারকার্য্যে ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রাচীনত্ব অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং মন্দিরটি এক নূতন মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

নেপালের পাদভূমে * অনেক প্রাচীন স্তূপের ভগ্নাবশেষপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সে সকলি নিবিড় জঙ্গলে আবৃত। সে গুলিকে আবিষ্কার করিবার এ পর্য্যন্ত কোনই চেষ্টা হয় নাই। এই প্রদেশই বুদ্ধদেবের লীলা-নিকেতন। যদি অশোকযুগের পূর্ব্বকার কোন স্থানে কোন স্তূপ অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই সকল এই স্থানেই থাকিবে। এতদ্-ব্যতীত অমরাবতী স্তূপ, গান্ধার স্তূপ, জালালাবাদ এবং মাণিক্যালয় স্তূপও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদীর মধ্যভাগস্থ ভূখণ্ড যাহা প্রাচীন অন্ধ্রদেশ নামে পরিচিত, তথায় তিন শত স্তূপ বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধযুগের ভাস্করকীর্ত্তির আর এক নিদর্শন-প্রস্তর রেলিং। এই রেলিং সকল নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা পরিশোভিত, কোথাও বা মনুষ্য মূর্ত্তি, কোথাও বা বোধিবৃক্ষের প্রতিকৃতি, কোথাও বা কেবল

* চম্পারণ জেলায় কেশরীয় নামক স্থান।

মাত্র লতা-পুষ্প-পত্রাদি অঙ্কিত আছে। প্রাচীন ভাস্করবিদ্যার যত দিন দিন অনুশীলন হইতেছে, লোকে ততই ঐ সকল রেলিং যে বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রধান অঙ্গ, তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছে। সাঞ্চিস্তূপ * মধ্যে দুইটী রেলিং বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে একটি শিল্পকলামণ্ডিত এবং দ্বিতীয়টি কোনরূপ শিল্পপারিপাট্য-বিহীন। বুদ্ধগয়ার রেলিংও বৌদ্ধযুগের ভাস্করকীর্ত্তির পরিচায়ক। কিন্তু অমরাবতী ও বরাহট † রেলিং মধ্যেই শিল্পকলার সর্ব্বাপেক্ষা নৈপুণ্য ও পারিপাট্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মমন্দির ও পবিত্রস্থান-প্রদক্ষিণ করা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মেরই একটি প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব্বত্র প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা-নামে মন্দিরাদির চতুর্দ্দিকে পথ নির্ম্মিত হইত। এই পথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রে মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবতাদিগের লীলাসমূহ চিত্রিত বা ক্ষোদিত করিবার একটা বিশেষ রীতি ছিল। এই সকল প্রাচীর-গাত্রে ক্ষোদিত অলিন্দে নানাপ্রকার রত্নখচিত ধাতব বা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা রাখিবার ব্যবস্থা হইত। ইহা হইতে চিত্রশিল্পের এবং মূর্ত্তিশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। এই পরিক্রমার প্রথা হইতেই বৌদ্ধমন্দির মধ্যে রেলিংগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি রেলিং আবিষ্কৃত ‡ হইয়াছে, তাহার মধ্যে বুদ্ধগয়া ও বরাহটের রেলিং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধগয়ার রেলিং অশোকযুগের এবং বরাহতের রেলিং সুঙ্গ রাজাদিগের সময়ের বলিয়া

* Fergusson. † Tree and serpeet worship.

‡ Indian Antiquary, Vol, XX.

অনেকে অনুমান করেন। প্রথমটী মহারাজ অশোকের আদেশে নির্ম্মিত বলিয়া অনেকের ধারণা। বরাহট রেলিং বাৎসী-পুত্র ধনভূতি নামক কোন ব্যক্তির দ্বারা সুঙ্গবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল, এই মর্ম্মের একটি উৎকীর্ণ লিপি উক্ত রেলিং গাত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে প্রদেশে যত রেলিং আবিষ্কৃত হইয়াছে, শিল্পকলা ও কারুকার্য্যে বরাহট রেলিং সর্ব্বপ্রধান। বরাহট রেলিংয়ের দৈর্ঘ্যপ্রায় ২৭৭ ফিট্ ও পরিধি প্রায় ৮৮ ফিট্। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। প্রত্যেক দ্বারপার্শ্বে স্তম্ভগাত্রে—যক্ষ, যক্ষিণী ও নাগরাজের মূর্ত্তি, শিল্পের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য এই সকল রেলিং গাত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ের শিল্পীরা কোথাও বা বুদ্ধচরণ, কোথাও ধর্ম্মচক্র, কোথাও বা বোধিবৃক্ষের পূজা, কোথাও বা বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান ঘটনা, কোথাও বা জাতক উপাখ্যানের ঘটনাবলী অঙ্কিত করিয়া সেই সকলের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। বরাহট মূর্ত্তিশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিখুঁত ভারত-শিল্পের নিদর্শন। বরাহট স্তূপ মধ্যে যে মূর্ত্তিশিল্পের বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা বহু প্রাচীন। গান্ধার শিল্পের অভ্যুদয়ের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের মূর্ত্তিশিল্প যে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, বরাহটের ভাস্কর শিল্প তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার মধ্যে কোন বিদেশীয় প্রভাবের লেশ মাত্র নাই। অনেকেই বুদ্ধগয়া রেলিংয়ের সময় খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ এবং বরাহটের সময় খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ বলিয়া মনে করেন।

মথুরার নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে কানিংহাম সাহেব রেলিংয়ের

কতকগুলি অংশ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাদের গঠনপ্রণালী এবং রেলিং-গাত্রে ক্ষোদিত কারুকার্য্য দেখিয়া ইহা-দিগকে বরাহট রেলিংয়ের পরবর্ত্তী কালের বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। মথুরা একটি জৈন-প্রধান স্থান। উক্ত রেলিং সকল জৈন প্রভাবের নিদর্শন * বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধযুগের ভারত-শিল্পের গৌরব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সাঞ্চি স্তূপের রেলিং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। সাঞ্চি রেলের কারু-কার্য্যের সম্যক অনুধাবন করিলে, বৌদ্ধশিল্পের ক্রমো-ন্নতি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাঞ্চিস্তূপ মহারাজ অশোকের সময় নির্ম্মিত হয়। স্তূপ-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই রেলিংগুলি নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সকলগুলিই একই সময়ের নহে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই রেলিং সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল রেলিং সম্পূর্ণ হইতে প্রায় শত বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। রেলিংগুলি চারিটি তোরণ বিশিষ্ট। এই তোরণগুলির নির্ম্মাণ কাল সহজেই নির্ণীত হয়। দক্ষিণ তোরণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই তোরণগাত্রে একটি উৎকীর্ণ লিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রবংশীয় রাজা শতকর্ণীর সময়ে এই তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শতকর্ণীর রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫৫ অব্দ। অতএব উহাই উক্ত তোরণের নির্ম্মাণ কাল। ইহার পর উত্তর তোরণ ও তৎপরে পূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মিত হয়। তোরণ-চতুষ্টয়ের গঠন-প্রণালী, শিল্প-নৈপুণ্য এবং ভাস্কর্য্য

* Buhler Legend of the Jain stupa at Mathura.

অনেকটা একরূপ হইলেও, পারিপাট্যে উত্তর তোরণ বিশেষ মনোহর। এই তোরণগাত্রে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সকল ক্ষোদিত। চারিদিকে বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অঙ্কিত। অনেকগুলি জাতক উপাখ্যানের দৃশ্যাবলী অনেক স্থলে ক্ষোদিত। উত্তর তোরণে সমগ্র বেশান্তর জাতক উপাখ্যানের বর্ণিত ঘটনা সকল অঙ্কিত। বোধিবৃক্ষ, ধর্ম্মচক্র বা চৈত্যাদি পূজার প্রতিকৃতি অনেক স্থলেই উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীরগাত্রে জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, মনুষ্য, লতা, পুষ্পাদি সকল এরূপ পরিষ্কার ভাবে ও নিপুণতার সহিত ক্ষোদিত যে, উহার মধ্যে বাস্তবিকই একটা ভাবের জীবন্ত বিকাশ দেখা যায়।

মূর্ত্তিশিল্পের এরূপ মনোহারিত্ব আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত-শিল্পের লক্ষ্য উর্দ্ধদিকে, ইহার উদ্দেশ্য দেবভাব প্রকাশ করা। সাঞ্চি স্তূপ মধ্যে এই ভাবটি অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎকালীন সমাজ প্রচলিত ভাব ও চিন্তা যেন এই শিল্পের মধ্যে জমাট হইয়া রহিয়াছে। তথাগতের ধর্ম্মের প্রতি যে দেশ-প্রচলিত বিশ্বাস তাহাই অতি সুস্পষ্টভাবে ও সমুজ্জ্বলরূপে এই শিল্পের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র প্রকৃতি যেন সেই ধর্ম্মের উচ্চ মহিমায় মুগ্ধ—দেবগণ, মনুষ্যগণ, এমন কি পশুগণ পর্য্যন্তও যেন সে ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত। সাঞ্চিস্তূপের প্রস্তর-ক্ষোদিত দৃশ্যাবলী যেন এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। সাঞ্চিস্তূপ মধ্যে যদিও আমরা কুমার সিদ্ধার্থের কিম্বা বুদ্ধদেব যে সময় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়কার কোন কোন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু কোথাও বুদ্ধমূর্ত্তির সাক্ষাৎ
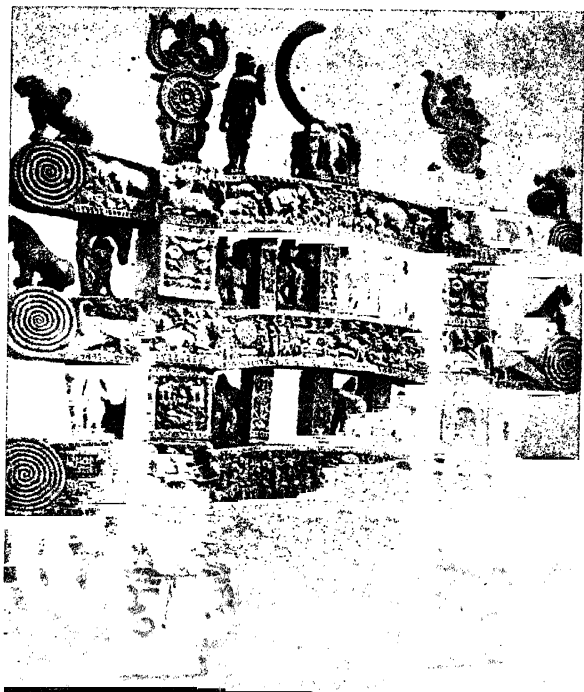
সাঞ্চিস্তূপের উত্তর তোরণ।—২৯৪ পৃষ্ঠা

পাই না। সেই ধ্যাননিরত বুদ্ধমূর্ত্তি তখনও শিল্পের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাঞ্চির ভাস্করশিল্পের মধ্যে প্রস্তর-ক্ষোদিত সিংহ, হস্তী প্রভৃতি পশুমূর্ত্তি গুলি এরূপ সজীবতা ব্যঞ্জক এবং সুনিপুণমূর্ত্তি শিল্পিগণের সুক্ষ্ম কারুকার্য্য ইহাদের মধ্যে এত সুন্দররূপ প্রকাশিত যে, পাশ্চাত্য শিল্পিগণ স্তূপের কারুকার্য্য অপেক্ষা এই জন্তুগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তিও অনেক স্থলে অঙ্কিত আছে। এই সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি ব্যতিরেকে অনেক নরনারী-মূর্ত্তিও পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল নরনারী কোথাও প্রেমালাপে নিযুক্ত, কোথাও বা সুরাপানে মত্ত। সাঞ্চি রেলিং মধ্যে অনেক নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বরাহটের স্তূপরাজি এই দোষশূন্য।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যতগুলি রেলিং আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যে ও কারুকার্য্যে অমরাবতী 'রেলিং উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কোন রেলিংয়ের ইহার সহিত তুলনা হয় না। অমরাবতী স্তূপ মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমরা বুদ্ধমূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করি। বরাহট বা সাঞ্চিস্তূপ মধ্যে বৌদ্ধশিল্পের যে বিকাশ দর্শন করিয়া থাকি, অমরাবতী স্তূপে সেই শিল্পের পূর্ণ পরিণতি পরিদৃষ্ট হয়। অমরাবতীর রেলিং আয়তনে বরাহটের দ্বিগুণ। খ্রীষ্টাব্দের দুই শত বৎসরের মধ্যেই অমরাবতী স্তূপ গঠিত হয়। এই সময়ে ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযোগী নানাবিধ প্রস্তর-রাজি প্রচুর পরিমাণে দেশমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, সেই কারণেই

গান্ধার প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ভাস্কর-বিদ্যার অনুকূল ছিল। গান্ধার প্রদেশ এক সময়ে বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারাদির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল স্তূপ ও বিহারাদির ভগ্নাবশেষ আজিও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। গান্ধার-শিল্প গ্রীক্ শিল্পের দ্বারা অনুপ্রানিত। শিল্পের উপর গ্রীক্ প্রভাব এই স্থানে সমধিক প্রবল। অমরাবতী স্তূপের নির্ম্মাণকাল বৌদ্ধশিল্পের পরিবর্ত্তন-যুগ। এই সময় মহাযান বৌদ্ধমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ মতবাদ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মমতের এই পরিবর্ত্তন-প্রভাব শিল্পের উপরও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে অমরাবতী রেলিং ভাস্করনৈপুণ্যে ভারতশিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কৃষ্ণানদী-তীরে আজ তাহা সম্পূর্ণ ভগ্ন অবস্থায় পতিত।

বৌদ্ধযুগের প্রস্তররেলিং সকল ভাস্করশিল্পিগণের সুক্ষ্ম ও মনোহর কারুকার্য্য যতই প্রকটিত করুক না কেন, চৈত্য গৃহগুলি স্থাপত্যে ও ঐতিহাসিকত্বে উচ্চতর স্থান অধিকার করে। এই চৈত্য গুলিকে গিরিগুহা-ক্ষোদিত দেবমন্দির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল চৈত্যগুলিই প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই চৈত্যগুলির মধ্যে সাধু মহা-পুরুষদিগের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন না কোন পবিত্র বস্তু প্রোথিত থাকিত। সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ প্রায় ত্রিশটী প্রস্তর-ক্ষোদিত চৈত্য * অবস্থিত আছে। চৈত্য ও পর্ব্বত-মধ্যস্থ গুম্ফা (গুহা) গুলি ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

* History of Indian and Eastern Architecture, vol I. Fergusson.

এই গুহা সকল দীর্ঘায়তন এবং ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী। সংসার-কোলাহল হইতে দূরে, নির্জ্জনে, বাসনাবিরত সাধকবৃন্দ এই সকল স্থানে অবস্থান করত ভগবৎ-আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় সহস্রাধিক ঐরূপ গুহা বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র এক চতুর্থাংশ হিন্দু ও জৈনদিগের এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত। ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশে বোম্বাই প্রদেশে অধিকাংশ গুহাগৃহগুলি অবস্থিত। বঙ্গদেশের কটক ও রাজগৃহে; রাজপুতানায়, ধামনার, কোলভি, বেসনগর এবং বাগ নামক স্থানে; মান্দ্রাজ প্রদেশে, মামল্লপুর, বেজবাদা, গুণ্টপল প্রভৃতি স্থানে, এমন কি পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান প্রদেশেও এই গুহা সকল অবস্থিত আছে। রাজগৃহগুহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; এই গুহা খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মহারাজ অশোকের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই প্রকার গুহা সকল খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মহারাজ অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে প্রাকৃতিক শোভা সম্পন্ন, নির্জ্জন প্রদেশ সকলে নির্ম্মিত হইতে থাকে। মুসলমান প্রভাবের * পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ গুহা সকল ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এদেশের প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের ধর্ম্মের ইতিহাস এই গিরিগুহাক্ষোদিত বিহারগৃহগুলির সহিত জড়িত। রাজগৃহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গুহাসকল বৌদ্ধ ও জৈনদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত।

---

* Transaction of the Royal Institute of British Architets.

পাবাপুরী নামক স্থানে মহাবীর স্বামীর সুবিখ্যাত সমাধি স্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে। জৈনগণও পাহাড় কাটিয়া অর্হৎদিগের বসবাসের নিমিত্ত 'ভিক্ষুগৃহ' সকল প্রতিষ্ঠা করিত। সোনভদ্রগুহা মধ্যে একটি ক্ষোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টাব্দের দুই শত বৎসর সময়ে মুনি বৈরদেব নামক একজন জৈন সন্ন্যাসী দ্বারা উক্ত গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গয়া সহরের আটক্রোশ উত্তরে বরাবর পাহাড়ের গুহাশ্রেণী। ইহাদের মধ্যে "বর্ণ চৌপার" নামক গুহামধ্যে একটি ক্ষোদিত লিপিতে উক্ত আছে যে, মহারাজ অশোকের অভিষেকের ঊনবিংশ বৎসরে এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপ সুদাম বা ন্যগ্রোধ গুহামধ্যস্থ লিপিতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত গুহা অশোকের অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুহাশ্রেণী মধ্যে লোমশঋষিগুহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্মুখ ভাগ দীর্ঘতোরণযুক্ত, এবং ঐ তোরণ নানাবিধ কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। বরাবর পাহাড়ের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে, নাগার্জ্জুনী পাহাড়। এই নাগার্জ্জুনী পাহাড় মধ্যে গোপিকা, বদথিকা, এবং বহিয়কা, গুহাত্রয় অবস্থিত। এই তিনটি গুহা অশোকের পৌত্র দশরথ কর্ত্তৃক আজীবকদিগের ব্যবহারার্থ উৎসর্গীকৃত হয়। রাজগৃহের ছয়ক্রোশ দক্ষিণে সিতামারহি নামক ক্ষুদ্র গুহা বিদ্যমান আছে।

পশ্চিমভারতের গিরিশ্রেণী মধ্যে ছয় সাতটি গুহা অবস্থিত। করালি, ভাজা, কোনদানে, বেদ্‌সা, পিতলখোরা এবং নাসিক। ভারতবর্ষে যতগুলি গুহা আছে, তাহার মধ্যে করালি গুহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর এবং আয়তনে দীর্ঘ। ইহার গঠন-প্রণালী, নৈপুণ্যপূর্ণ সূক্ষ্ম

করালির গুহামন্দির।—২৯৮ পৃষ্ঠা।
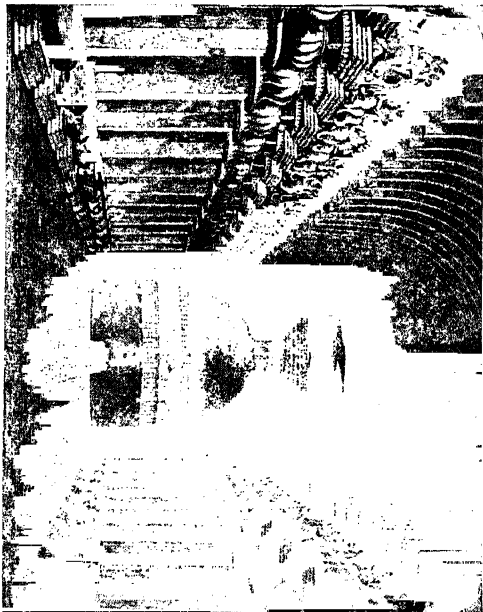
কারুকার্য্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে মূর্ত্তিশিল্পের পরাকষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। ১২০ খ্রীষ্টাব্দে এই গুহা নির্ম্মিত হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই গুহা মধ্যে সুবিস্তৃত সভাগৃহ, দুই পার্শ্বে নানাবিধ কারুকার্য্য-শোভিত স্তম্ভশ্রেণী, প্রত্যেক স্তম্ভশীর্ষে হস্তিমূর্ত্তি ও প্রত্যেক হস্তিপৃষ্ঠে দুই চারিটি মনুষ্য মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। করালি গুহামধ্যস্থ সভাগৃহের চারিধারে বুদ্ধমূর্ত্তি ও মহাযান বৌদ্ধমতোক্ত দেবদেবীর আকৃতি অঙ্কিত। প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিশিল্পের উৎকর্ষ এই স্থানে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অজন্তা, জুন্নার, ইলোরা, কন্নেরি, ধামনার প্রভৃতি স্থানের চৈত্যগুহা এবং বিহারগৃহগুলি প্রচীন ভারতের ভাস্কর-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন।

———

একবিংশতি অধ্যায়।

অশোক সম্বন্ধে অন্যান্য উপাখ্যান।

এতক্ষণ আমরা অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার পারিবারিক জীবনী বিষয়ে দুই একটী প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব। অশোকাবদানে অশোকের বহু মহিষীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষীর নাম অসন্ধিমিত্রা। মহাবংশে লিখিত আছে যে, উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থানকালে অশোক দেবী নাম্নী এক শ্রেষ্ঠীকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সপ্তম স্তম্ভলিপি পাঠে আমরা অবগত হই, যে 'দেবী' ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র। সেই উপাধি কেবল প্রধানা মহিষীর প্রতি প্রযুক্ত হইত। উক্ত অনুশাসনেই অশোক অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা দেবীপুত্রগণের পদমর্য্যাদা ও প্রধান্য স্বীকার করিয়াছেন। অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে অসন্ধিমিত্রার মৃত্যু হয়। ইহার চারি বৎসর পরে অশোক তিষ্যরক্ষিতার পাণিগ্রহণ করেন। সপ্তম স্তম্ভ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, তিবরের মাতা কারুবাকি অন্য এক মহিষী ছিলেন। যাহা হউক, অশোকের যে একাধিক মহিষী ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। অশোকের পুত্রকন্যার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। অশোকাবদানে অশোকের কুণাল নামক এক পুত্রের উল্লেখ আছে। জালুক নামেও তাঁহার এক পুত্র ছিল। তিনি এক সময়ে কাশ্মীর

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল ঈশানীদেবী। কন্যা চারুমতীর উল্লেখ অনেকস্থলেই আছে। মহাবংশে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা নামে অশোকের দুই পুত্রকন্যার বর্ণনা আছে। উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ হেতু উজ্জেনিয় নামেও অশোকের এক পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি মহেন্দ্রের কনিষ্ঠ ছিলেন। অশোকাবদানে মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

যুবক মহেন্দ্র অমিতব্যয়ী ও অত্যাচার-পরায়ণ ছিলেন। তিনি নরপতির ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত থাকিতেন। রাজমন্ত্রিগণ এক সময় রাজার নিকট তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করিল। নরপতি অশোক মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার ভার রাজার প্রতি অর্পিত। "যদি আমি তোমার কৃত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ড প্রদান করি, তাহা হইলে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইব, আবার যদি তোমার অপরাধ উপেক্ষা করি, তাহা হইলে প্রজাবর্গ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে। অতএব তুমি আমার সহোদর হইয়া আমার স্নেহ মমতা হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ কেন সংঘটন করিতেছ? যথোপযুক্ত বিচার করিয়া আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করিব।" মহেন্দ্র অশোকের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিজ অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং সেই শাস্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাতদিন মাত্র সময় প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাহাতে সম্মত হইয়া এক অন্ধকারময় কারাগৃহে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিলেন। সেই দিবস রজনীর অবসানে বহির্দ্দেশ হইতে প্রহরী চীৎকার করিয়া বলিল, একদিন গত হইল আর ছয় দিন বাকী। প্রতি রজনীর অবসান

সময়েই প্রহরী এইরূপ চীৎকার পূর্ব্বক গত ও অবশিষ্ট রজনীর সংখ্যা অপরাধীকে স্মরণ করাইয়া দিত। অনুতাপে মহেন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি দিবানিশি মৃত্যুধ্যানে নিরত থাকিতেন। সপ্তম দিবসে এইরূপে জগতের অনিত্যতা ধ্যান-প্রভাবে তিনি উক্ত কারাগৃহে অর্হৎপদ লাভ করিলেন। অশোক তাঁহার ঈদৃশ উন্নত অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,"তুমি ধর্ম্ম প্রভাবে অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছ এক্ষণে রাজ-প্রাসাদে আগমন কর।" মহেন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ পৃথিবীর ক্ষণিকসুখ আমার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আমি নির্জ্জনে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি।" অশোক ইহাতে উত্তর করিলেন, যে রাজপুত্রের বিজন প্রদেশে বাস করিবার প্রয়োজন নাই, আমি রাজ-ধানীতে তোমাকে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" অশোক দৈত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন তন্মুহূর্ত্তে এক প্রস্তর গৃহ নির্ম্মিত হইল। অনন্তর মহেন্দ্র দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া কাবেরী তটে এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পরেও তাহার ধ্বংসাবশেষ তথায় বর্ত্তমান ছিল। প্রবাদ আছে যে, মহেন্দ্র যোগবলে শূন্যদেশে বিচরণ করিতে করিতে সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া সিংহল-বাসিগণের অশেষ কল্যাণ-বিধান করেন।

ফা-হিয়ান ও হুয়েনসাং উভয়েই মহেন্দ্রকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হুয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন যে, মাদুরার পূর্ব্বদিকে একটী প্রাচীন সংঘারাম বিদ্যমান আছে। ইহা অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত। কাবেরী-সন্নিকটস্থ বিহারে মহেন্দ্র অবস্থিতি করিতেন। এই স্থান সিংহলের অতি নিকট।

সুতরাং এই দাক্ষিণাত্য হইতে মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছলেন ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা কিম্বা পুত্র, মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, কি কাবেরীর আশ্রমে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, সে সকল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সিংহলদেশীয় ঐতিহাসিকগণ মহেন্দ্রের জন্ম-বিবরণ, তাহার মাতার পরিচয়, তাহার ভগিনী সংঘমিত্রার বিবরণ প্রভৃতি যেরূপ আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কল্পনা-প্রসূত বলিয়া বোধ হয় না।

বীতশোক বা বিগতাশোকের কাহিনী। এই উপাখ্যান কেবল-মাত্র অশোকাবদানেই পরিদৃষ্ট হয়। বিগতাশোক জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে ভোগপরায়ণ বলিয়া উপহাস করিতেন। অশোক তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি তাঁহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র বলিয়া উপহাস করিতেন। অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। মন্ত্রিগণের কৌশলে বিগতাশোক একদিন রাজচিহ্ন পরিধান করিলেন। অশোক ইহা জানিতে পারিয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তাঁহার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিয়া বলিলেন, “তুমি সাতদিন রাজত্ব ভোগ কর, সাতদিন পরে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।” বিগতাশোক মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং স্থবির যশের নিকট বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শান্তিপ্রদ তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিগতাশোক ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিবার জন্য অশোকের অনুমতি চাহিলেন। অশোক দুঃখিত মনে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ভিক্ষুর কঠোর ব্রত একেবারে পালন করিতে পারিবে না বলিয়া অশোক প্রাসাদের মধ্যে বিগতাশোকের নিমিত্ত এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগতাশোক উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া কুক্কুটারামে গমন করেন। কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি বিদেহ বিহারে (বর্ত্তমান তিরহুতে) গমন করিয়া অর্হৎপদে উপনীত হয়েন। চীরকৌপীনধারী বিগতাশোক পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর অশোক তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, পরে তথা হইতে তিনি সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সম্রাট্ ঔষধ প্রেরণ করিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।

বঙ্গদেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জনৈক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছে শুনিয়া অশোক রোষে আরক্তিম হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, তাঁহার আদেশে উক্ত নগরে একদিনে অষ্টাদশ সহস্র ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়। কিছুদিন পরে পাটলিপুত্র নগরে জনৈক উদাসীন ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, অশোক স্বজন বান্ধব সহ উক্ত পরিবারকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। যে ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া শির লইয়া আসিবে সে এক দিনার পুরস্কার পাইবে, এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। এই নৃশংস ঘোষণার কয়েকদিন পরে চীর-পরিহিত মুণ্ডিতশীর্ষ বিগতাশোক এক রাখালের কুটীরে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিলেন। রাখালপত্নী তাঁহাকে দেখিয়া প্রাগুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি ভগ্নকারী উদাসীন ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া তদীয় স্বামীকে বলিল, এই উদাসীনের মস্তক রাজসভায় লইয়া যাইলে

প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাইবে। এই সুযোগ আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তখন সেই রাখাল গোপনে বিগতাশোককে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন শিরসহ রাজসভায় গমন করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিল। নরপতি নিজ ভ্রাতার মস্তক দেখিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে এই নির্ম্মম আদেশ রহিত করিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে রাজ্য মধ্যে হত্যাদণ্ড রহিত হইল।

যুবরাজ তিষ্য সম্বন্ধেও এক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, উহা কেবল মহাবংশেই দৃষ্ট হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

একদা যুবরাজ তিষ্য অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ক্রীড়াসক্ত একদল হরিণ নিরীক্ষণ করেন। যুবরাজের মনোমধ্যে এইরূপ ভাব উপস্থিত হইল যে, যদি এই মৃগকুল বনমধ্যে তৃণগুল্মাদি ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ক্রীড়া করিতে পারে, তবে সুরম্য বিহারে অবস্থান করিয়া, সুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া, কেন ভিক্ষুবর্গ আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতে পারে না? গৃহে আসিয়া যুবরাজ তদীয় অগ্রজ মহারাজ অশোকের নিকট এই মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। অশোক ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি সাতদিনের জন্য তোমাকে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রদান করিলাম। সাত দিন পরে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" এই বলিয়া অশোক তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সপ্তাহ পরে অশোক যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এত কৃশ ও মলিন দেখিতেছি কেন?" "তিষ্য বলিলেন, "মৃত্যুচিন্তায় আমার দেহের এই পরিণাম হইয়াছে।"

অশোক ধীরভাবে বলিলেন, "সাত দিন পরে তোমার মৃত্যু হইবে এই চিন্তায় তুমি আমোদ প্রমোদ করিতে পার নাই, তবে যাহারা নিয়ত সকল বস্তুর নশ্বরতা চিন্তা করিতেছে, তাহারা কিরূপে তুচ্ছ লৌকিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিবে?" যুবরাজ তিষ্য ইহা শ্রবণ করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। অনন্তর একদিন তিনি বনমধ্যে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বৃক্ষতলে জনৈক অর্হৎ আসীন আছেন। বন্যহস্তী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বৃক্ষশাখার দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া যুবরাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই অর্হতের নাম মহাধর্ম্মরক্ষিত। তিষ্য ভাবিতে লাগিলেন. কবে তিনি এই উদাসীনের ন্যায় নিভৃত বনমধ্যে বাস করিয়া শান্তিলাভ করিবেন। মহাধর্ম্মরক্ষিত যুবরাজের মনে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য এক অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলেন। যুবরাজ দেখিলেন, উদাসীন শূন্যদেশে উত্থিত হইয়া অশোকারামস্থিত সরোবরে উপবিষ্ট হইলেন। তিষ্য এই মহাপুরুষের দিব্যশক্তি দেখিয়া তন্মুহূর্ত্তে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। মহারাজ অশোকও তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যুবরাজ তিষ্য সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অশোক মহেন্দ্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সিংহলে বোধিদ্রুম প্রেরণ করিবার বার বৎসর পরে তাঁহার প্রধানা মহিষী অসন্ধিমিত্রা পরলোক গমন করেন।

কুণাল উপাখ্যান।—প্রধানা মহিষী অসন্ধিমিত্রা পরলোক গমন করিলে, বর্ষীয়ান অশোক তিষ্যরক্ষিতার পাণিগ্রহণ করেন।

তিষ্যরক্ষিতা চপলা ও অসংযত-চরিত্রা ছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে। সপত্নীপুত্র পরম রূপবান কুণালকে দেখিয়া তিষ্যরক্ষিতার চিত্ত বিকল হয়। গোপনে কুণালকে আহ্বান করিয়া একদিন তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন। ধার্ম্মিক রাজপুত্র বিমাতার অসঙ্গত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত ও ভীত হইলেন। ইহাতে তিষ্যরক্ষিতা ক্রোধ ও হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া কুণালের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিষ্যরক্ষিতা অতঃপর সম্রাটের মনস্তুষ্টি সাধনে মনোযোগিণী হইলেন। এক দিন সুযোগক্রমে তিনি কুণালকে তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা পদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন, রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন। অশোক পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস ! তুমি তক্ষশিলার শাসনভার গ্রহণ কর। আমার নামের মোহরাঙ্কিত লিপি আমার আদেশ বলিয়া জানিও।" কুণাল রাজ-আজ্ঞায় তক্ষ-শিলাভিমুখে গমন করিলেন।

কয়েক মাস অতীত হইলে তিষ্যরক্ষিতা তক্ষশিলার মন্ত্রি-গণকে সম্বোধন করিয়া রাজার স্বাক্ষর যুক্ত এক কৃত্রিমলিপি প্রেরণ করিল। লিপির মর্ম্মার্থ এই যে, "কুণালের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে এক গিরিসানুদেশে পরিত্যাগ করিবে। তথায় তাঁহাদের যেন অনাহারে মৃত্যু হয়। অশোক নিদ্রিত হইলে, তিষ্যরক্ষিতা রাজার নামের মোহরাঙ্কিত করিয়া উক্ত লিপি তক্ষশিলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার মন্ত্রিগণ এই ভীষণ লিপি পাঠ করিয়া বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহারা রাজপুত্র কুণালকে

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। পিতৃভক্ত, কুণাল রাজাজ্ঞা পালন করিতে বলিলেন। মন্ত্রিগণ নিবেদন করিলেন যে, এই আজ্ঞার মর্ম্ম তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা মহারাজের নিকট এই লিপির বিষয় জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করেন। তাহার উত্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাবদ্ধ থাকিতে পরামর্শ দিলেন। কুণাল তাঁহাদের বাক্য শ্রবণান্তে বলিলেন,—"এই লিপিতে রাজার নামের মোহরাঙ্কিত আছে। ইহা আমার পিতার আদেশ।" এই বলিয়া তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া নিজ চক্ষু উৎপাটন করিতে আদেশ করিলেন। চক্ষু উৎপাটিত হইলে পরে কুণাল তাঁহার পত্নী কাঞ্চনমালার হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজপুত্র পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। অনন্তর একদিন দারিদ্রদুঃখে রোদন করিয়া বলিলেন, "আমি রাজপুত্র ছিলাম, এক্ষণে পথের ভিখারী হইয়াছি। বোধ হয় কেহ আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া আমার এই শোচনীয় অবস্থা করিয়াছে। এই দারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমি পিতৃপদে নিবেদন করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব।" একদা সুযোগ ক্রমে কুণাল রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুমধুর বংশীধ্বনিতে বিষাদপূর্ণ গীতি গাইতে লাগিলেন। রাজা স্বীয় কক্ষে থাকিয়া সেই সুললিত আবেগময়ী বংশীরবে, শৈশবসিদ্ধ সুনিপুণ বংশীবাদক কুণালের স্মৃতিতে বিচলিত হইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে বংশীবাদককে স্বীয় কক্ষে আনয়ন জন্য প্রহরী প্রেরণ করিলেন। অন্ধকুণাল রাজ সমীপে উপনীত হইলেন। মহারাজ অশোক তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া নিদারুণ শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার

ষড়যন্ত্রে তাঁহার এই শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে?” কুণাল অতি ধীরে উত্তর করিলেন, “বোধ হয় আমি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাই আপনি আমার প্রতি এই দণ্ডের বিধান করিয়াছেন। রাজা পুত্রের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিষ্য-রক্ষিতাকেই এই সকলের মূল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অশোক তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। উক্ত ষড়যন্ত্রে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কেহ কেহ বলেন, অপরাধিগণ খোটানের মরুভূমি প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল। এক অর্হতের কৃপায় কুণাল দৃষ্টিশক্তি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিষ্যরক্ষিতা কাহিনী।

তিষ্যরক্ষিতার চক্রান্তবলে কুণাল তক্ষশিলায় প্রেরিত হইবার পরে, মহারাজ অশোক গুরুতর পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন, তজ্জন্য তিনি সেই সময় নিজের পরিবর্ত্তে তিষ্যরক্ষিতাকে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। অনন্তর যখন তিনি আরোগ্য লাভের বিষয়ে নিরাশ হইলেন, তখন কুণালকে রাজ্যভারপ্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিষ্যরক্ষিতা দেখিলেন, যদি কুণাল সিংহাসনে আরোহণ করে, তবে তাঁহার রক্ষা নাই। তখন তিনি অশোককে বলিলেন, “মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমি আপনাকে রোগ-মুক্ত করিব। কিন্তু আপনি আদেশ করুন যে, কোন চিকিৎসক রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।” রাজা তিষ্যরক্ষিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এদিকে তিষ্যরক্ষিতা আদেশ করিলেন, যে

রাজার যেরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যাধি হইয়াছে, সেইরূপ ব্যাধিবিশিষ্ট কোন লোক দেখিলে তাঁহার সমীপে লইয়া আসিবে। একজন রাখাল সেইরূপ উৎকট ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে মহিষীর নিকট লইয়া আসিল। তিষ্যরক্ষিতা তাহাকে নিভৃত স্থানে লইয়া হত্যা করিল। সেই রাখালের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া রাণী দেখিলেন, তাহার পাকস্থলী কীটে পরিপূর্ণ। সেই কীটে আদা ও মরিচ প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, কীটগুলি বিনষ্ট হইল না। কিন্তু পলাণ্ডুর রস সংযোগ মাত্র কীটগুলি নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে ব্যাধি নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া তিষ্যরক্ষিতা অশোককে পলাণ্ডু ভোজনের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। পলাণ্ডু ভোজনে অচিরে অশোক নীরোগ হইলেন। যুবতী তিষ্যরক্ষিতা রূপ-যৌবনের গর্ব্ব করিতেন। অশোকের বোধিদ্রুমে অসামান্য ভক্তি দেখিয়া তিষ্যরক্ষিতা ভাবিল তাঁহার অপেক্ষা বোধিদ্রুমেই রাজার অনুরাগ অধিক। ঈর্য্যান্বিতা তিষ্য-রক্ষিতা তখন বোধিদ্রুম নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈববলে তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে অশোক সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শেষ জীবন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকল্পে অশোক দশকোটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিবেন এরূপ বাসনা করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধকালে ৯ কোটী ৬০ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দান করিয়া অবশেষ রাজকোষ হইতে প্রত্যহ প্রচুর

সুবর্ণরৌপ্যাদি কুক্কুটারামে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ কোষাগার শূন্য হইতে চলিল দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। কুণালপুত্র সম্পাদি তখন যুবরাজ। সম্পাদিকে মন্ত্রিবর্গ সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিল, যে মহারাজ যদি মুক্তহস্তে এরূপ দান করেন, তবে অচিরে রাজকোষাগার শূন্য হইবে। তখন রাজন্যবর্গের প্রবল আক্রমণ রোধ করা বা রাজ্যরক্ষা করা সুকঠিন হইবে। যুবরাজ অমাত্যবর্গের কথা শ্রবণ করিয়া কোষাধ্যক্ষকে রাজাজ্ঞা পালন করিতে নিষেধ করিলেন। অশোক কোষাগার হইতে কিছু না পাইয়া তাঁহার স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত ধাতুপাত্র গুলি একে একে বিতরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ধাতুপাত্রগুলি নিঃশেষিত হইল, তখন রাজপুরে মৃণ্ময় পাত্রের ব্যবহার দেখিয়া তিনি প্রাণের আবেগে মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই প্রদেশের অধীশ্বর কে?" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "মহারাজ আপনি সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর। অশোক তখন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ইহা সত্য হইতে পারে না। তোমরা আমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া এইরূপ বলিতেছ, আমার সাম্রাজ্য-গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। এই আমলকীখণ্ড ব্যতীত আমার আর দান করিবার কিছুই নাই।" রাজা কুক্কুটারামের ভিক্ষুসংঘের সেবার নিমিত্ত সেই আমলকীখণ্ড প্রদান করিলেন আর বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইহাই তাঁহার ভিক্ষুসংঘে শেষ দান।

পুনরায় একদিন অশোক, মন্ত্রী রাধাগুপ্তকে জিজ্ঞসা করিলেন, এই সাম্রাজ্যের অধিপতি কে?" রাধাগুপ্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহা-রাজ, আপনি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর। অশোক তখন

নিম্নলিখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—"এই সিন্ধুবেষ্টিত-মণিমুক্তা-হীরকাদি-প্রসবিনী, যাবতীয় প্রাণী সমাকীর্ণা বসুমতী আমি সংঘকে দান করিলাম। ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব আমার অভিলষিত নহে। আমি সমগ্র বসুন্ধরার অধিপতি হইতেও ইচ্ছা করি না। কারণ জলপ্রবাহের ন্যায় যাবতীয় ঐশ্বর্য্যই চঞ্চল ও অনিত্য। যাহা সাধুগণের প্রার্থনীয় এবং নিত্য আমি সেই আত্মসংযম প্রার্থনা করি।" এই বলিয়া অশোক দানপত্র মোহরাঙ্কিত করিয়া দিলেন। অনন্তর অশোক ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পরে তৎপৌত্র সম্পাদি শূন্য সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। সম্পাদির পরে তৎপুত্র বৃহস্পতি, তৎপরে বৃষসেন, পুষ্যধর্ম্ম এবং পুষ্পমিত্র যথাক্রমে মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জৈন কাহিনী। *

রাজা বিন্দুসার দেহত্যাগ করিলে পর তৎপুত্র অশোকশ্রী মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই অশোকের কুণাল নামে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অশোকশ্রী তাঁহাকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত পূর্ব্বক উপযুক্ত শিক্ষার নিমিত্ত উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করেন। অশোক যখন শুনিলেন যে, কুণাল অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি কুণালের শিক্ষকদিগকে পত্র দ্বারা আদেশ করিলেন যে, কুণালের শিক্ষা আরম্ভ হউক, এই মর্ম্মে তিনি প্রাকৃতে লিখিলেন যে "অধীয়উ।" কুণালের এক বিমাতা সেই সময় তথায়

* হেমচন্দ্র বিরচিত ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষচরিত নামক গ্রন্থের অন্তর্গত স্থবিরাবলী চরিত বা পরিশিষ্টপর্ব্বন্।

উপস্থিত ছিলেন। কিরূপে কুণালকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য নিজ পুত্রকে প্রদান করিতে পারেন,তিনি তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে হিংসাপরবশ হইয়া রাজার এই সংকল্প ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই পত্রখানি পাঠ করিবার ছলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গোপনে “অধীয়উ” কথাটীকে “অঁধীয়উ” বাক্যে পরিণত করিলেন। অর্থাৎ ইহাকে অন্ধ করা হউক। পত্রটী দ্বিতীয় বার পাঠ না করিয়াই, রাজা তাহাতে স্বীয় নামাঙ্কিত মোহর প্রদান পূর্ব্বক উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করেন। পত্র যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, পত্রপাঠক সেই কঠোর আজ্ঞা কিছুতেই কুণালকে শুনাইতে পারিলেন না। কুণাল স্বয়ং পত্রখানি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মৌর্য্য বংশে কেহ কখন পিতৃআজ্ঞা অমান্য করেন নাই। সুতরাং তিনি কখনই পিতৃ-আজ্ঞা অমান্য করিয়া কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারেন না। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং তপ্ত শলাকা দ্বারা নিজ চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিলেন। এই সংবাদ রাজসকাশে উপনীত হইলে, রাজা গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইলেন এবং এতদিন ধরিয়া কুণালকে যে রাজ্য প্রদানের আশা করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অন্ধত্ব নিবন্ধন কুণাল রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। যাহাতে কুণাল সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে এক-খানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম প্রদান করিলেন।

কিছুকাল পরে কুণালপত্নী শরতশ্রী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। কুণাল তাহাকে মগধের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে

মনে স্থির করিলেন। অন্ধগায়ক বেশে অবশেষে তিনি পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন এবং সুমধুর সঙ্গীত প্রভাবে সকলেরই মন বশীভূত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা এই অন্ধ গায়কের সুমিষ্ট সঙ্গীতের কথা অবগত হইলেন ও রাজপ্রাসাদে গান করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কুণাল গীতস্থলে অশোককে নিবেদন করিলেন যে, বিন্দু-সারের পৌত্র অশোকশ্রীর পুত্র আজ তাঁহার রাজ্য প্রার্থনা করিতে-ছেন। রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা এতক্ষণ যবনিকার অন্তরালে উপবেশন পূর্ব্বক গান শুনিতেছিলেন, এক্ষণে যবনিকা সরাইয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কুণালের প্রার্থনা অবগত হইয়া রাজা বিষাদ প্রকাশ পূর্ব্বক জানাইলেন যে, কুণাল অন্ধত্ব হেতু রাজ্য পাইতে পারেন না। ইহাতে কুণাল উত্তর করিলেন যে, তাঁহার নবজাত শিশুর জন্য তিনি রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। অশোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে? কুণাল উত্তরে বলিলেন, সম্প্রতি। ইহা হইতে কুণাল-পুত্রের নাম হইল সম্প্রতি (সম্পাদি)। ইনি জৈন ধর্ম্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

সাঁইত্রিশ বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে নীতি ও ধর্ম্মানুসারে রাজদণ্ড পরিচালনার পর মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৩১ অব্দে দেহত্যাগ করেন। যে মৌর্য্য-কুলরবি মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় ভারত-গগনে এতদিন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছিল, এইবার সেই রবি অনন্তকালসাগরের কোন এক অন্ধতমসাবৃত প্রদেশে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্যকুলগৌরব ম্লান হইয়া পড়িল। অশোকের পর নিম্নলিখিত রাজগণ মৌর্য্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণের মতে।

	আনুমানিক রাজত্বকাল।	
দশরথ।	খ্রীঃ পূঃ	২১১
সংগত।	”	২২৪
শালিশুক।	”	২১৫
সোমশর্ম্মণ।	”	২০৬
শতধন্বা	”	১৯৯
বৃহদ্রথ	”	১৮৪

দিব্যাবদানের মতে।

সম্পাদি।
|
বৃহস্পতি।
|
বৃষসেন।
|
পুষ্পধর্ম্ম।

অশোকের রাজত্বকালে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছিল, দশরথের রাজত্বকালে তদ্রূপ জৈন ধর্ম্মের বিস্তৃতি হয়। জৈন গ্রন্থকারগণ ইঁহার ইতিহাস সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৌর্য্য রাজগণ সর্ব্বশুদ্ধ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর * মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ১৮৪ অব্দে শেষ নরপতি বৃহদ্রথ তাঁহার প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথকে বিনাশপূর্ব্বক স্বয়ং মগধ সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময় হইতে পাটলিপুত্রে শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

মৌর্য্যযুগের ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অশোকের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অশোক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণ্যশক্তির এক বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের ফলে, এই বিশাল মৌর্য্যসাম্রাজ্য অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। এই নূতন বিধি কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রীতিকর হয় নাই। কারণ তাঁহারা তখনও যজ্ঞার্থে পশুবধের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন: "এতদিন যাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, এক্ষণে তাঁহারা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।" উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অশোকের এই প্রকার উক্তি পাঠ করিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি পর্য্যবেক্ষণ করা তৎকালে ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত

* বায়ুপুরাণের মতে ১৩৩ বৎসর।

হইত। সে স্থলে ধর্ম্মমহামাত্র নামক কর্ম্মচারিদিগকে অশোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা "দণ্ডসমতা" ও "ব্যবহারসমতা" (অর্থাৎ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দোষ বিচার পূর্ব্বক সমুচিত দণ্ডপ্রদান) ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট একান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। অশোকের প্রবল প্রতাপের নিকট ব্রাহ্মণ্যশক্তি এতদিন নতশির হইয়াছিল। তাঁহার দেহ-ত্যাগের পর পুনরায় ব্রাহ্মণগণ নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নবান হয়েন। চিরদিনই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকল্পে নিযুক্ত ছিলেন, এক্ষণে নন্দবংশের রাজত্বকালে ক্ষত্রিয় কুল লোপ পাইয়াছিল। বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি বৃহদ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং মগধ সিংহাসন অধিরোহণ করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় স্থানে স্থানে প্রবল হইয়া উঠেন। যে পাটলিপুত্র হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে পশুবধ নিবা-রণের আদেশ ঘোষিত হইয়াছিল, সেই পাটলিপুত্র নগরেই পুষ্যমিত্রের সময়ে এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। পুষ্যমিত্রের * পৌত্র বসুমিত্র যজ্ঞাশ্ব রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত মতবাদের সম-র্থনে এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাও তাহারা সংশ্লিষ্ট করিতে চাহেন। এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত কিন্তু অনেকেরই নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কতদূর প্রকৃত তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। অশোকের ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। প্রত্যেক

* ইনি অনেক স্থলে পুষ্পমিত্র নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পুষ্পমিত্রের বিষয় অধিক জানিতে হইলে হর্ষচরিত ও মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক দ্রষ্টব্য। ইহারই রাজত্বকালে সুবিখ্যাত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বিদ্যমান ছিলেন।

সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ধর্ম্মমত পরিচালনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। যজ্ঞার্থে যে, তিনি পশুবধ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন, এরূপ মর্ম্মের উক্তি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের বিবেচনায় অশোকের দেহত্যাগের পর যে সকল রাষ্ট্রীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই মৌর্য্য রাজত্ব বিলোপের কারণ। অশোকের পৌত্র দশরথের অব্যবহিত পরে যে কয়জন মৌর্য্য নরপতি মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহারা নামমাত্র রাজা ছিলেন, তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা পরিচায়ক কোন নিদর্শনই আমরা প্রাপ্ত হই না। এই সময়ে কলিঙ্গ, বিদর্ভ ও অন্ধ্র দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা উদ্ঘোষণ পূর্ব্বক মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই সময়েই প্রবল প্রতাপান্বিত গ্রীক্ বীর মিনাণ্ডার * নিজ বীরত্ব প্রভাবে পঞ্চনদ অধিকার পূর্ব্বক ভারতের মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত নিজ জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন, কিন্তু অবশেষে পুষ্যমিত্রের প্রবল পরাক্রমের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই সময়ই দুর্ব্বল চিত্ত নরপতি বৃহদ্রথ মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং এরূপ সময়ে যে নিজ বিজয়গৌরবে স্ফীত পুষ্যমিত্র বৃহদ্রথকে রাজসিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র নাই।

মৌর্য্যবংশের যে কারণেই লোপ হউক না কেন, মহারাজ অশোক

* মিনাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে ষ্ট্রাবোর পুস্তকে, পতঞ্জলি ও তারানাথের বর্ণনায় ও গার্গীসংহিতায় উল্লেখ আছে।

যে ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যতদিন ভারতের ইতিহাস বিদ্যমান রহিবে, অশোকের কীর্ত্তিগাথা তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র বৌদ্ধ জগৎ চিরদিনই তাঁহার বিজয় গৌরবগাথা মেঘমন্দ্র-রবে কীর্ত্তন করিবে। সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠক বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বহুতর অমলকীর্ত্তিগাথা সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী অশোক নিজ ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, স্তূপ, বিহার ও মন্দিরাদি তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্ব বিস্ময়কর উদার চরিত্রের জাজ্বলমান নিদর্শন। কালের দুর্ভেদ্য অন্ধ-তমসাবরণে অশোক চরিত্র পরিস্ফুট ভাবে প্রত্যক্ষীকৃত না হই[illegible]ও আজিও তাঁহার সেই উজ্জ্বলমূর্ত্তি, সেই ভূতদয়ামধুর জলদ-গম্ভীর স্বর, আর সেই অদ্ভুতহৃদয়বত্তার নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শনরাজি ভারতের পুণ্যক্ষেত্র সমূহে হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। নীরব প্রস্তরময়গিরিগাত্রে আজিও তাঁহার অনুভাব জড়িত সেই আদেশবাণী যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হিমাচলের তুষার ধবলিত বিজন উপত্যকায় আজিও তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মানুরাগের বিমলকীর্ত্তিকাহিনী অক্ষয় শিলাফলকে অঙ্কিত থাকিয়া তাঁহাকে যেন সজীব করিয়া তুলিতেছে। বহু পুরাণ ও অবদানের ছত্রে ছত্রে তাঁহার পুণ্য চরিত্রগাথা এখনও ঐতিহাসিকের হৃদয়ে তাহাঁর বিস্তৃত চরিত্র জ্ঞানের জন্য তীব্র আকাঙ্খা জাগাইয়া দিতেছে।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরাদি ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি-গণ যে মহান আদর্শের অসাধারণ অবলম্বন, মৌর্য্য নরপতি অশোকও

সেই আদর্শেই গঠিত ছিলেন। তাঁহারা সত্যপালন, ও প্রজার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ভোগ, বিলাস প্রভৃতি অনায়াসে দূরে পরিহার করিয়াছিলেন, অশোকও তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাগণের দুঃখ মোচন ও মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার হিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। লোক যাহাতে উন্নত ও ধার্ম্মিক হয়, লোক যাহাতে সত্যপরায়ণ ও নিষ্পাপ হয়, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবলমাত্র শান্তিরক্ষা ও প্রজাবর্গের অভ্যুদয়রূপ রাজধর্ম্ম পালন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, প্রজাবর্গের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে তিনি যেরূপ নানাবিধ বিধিনিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভারতের প্রাচীনেতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। নিজ জীবনে তিনি যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজাও যাহাতে সেই সত্য নিজ জীবনে ধারণা করিতে সমর্থ হয় ও তদনুসারে উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অশোকের ন্যায় জনহিতকর নরপতির চরিত্র কেবল এই ভারতে কেন, উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও অন্তরে সর্ব্বত্যাগী, যিনি বিলাস ভোগে পালিত হইয়াও মূক পশু পক্ষীর প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল, পরের দুঃখ নিবারণ করাই যাহার জীবনের অসাধারণ ব্রত তিনি মনুষ্যকুলে দেবতা। নরপতি অশোক বাস্তবিকই মনুষ্যকুলে সেই দেবতা ছিলেন, তাঁহার নাম স্মরণে আমরা ধন্য হই, তাঁহার স্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপ ভারতের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যতে আশার সমুজ্জ্বল প্রদীপ।

অশোকের শিলা-লিপি।

চতুর্দ্দশ অনুশাসনাবলী।

গির্ণার পর্ব্বতে।

প্রথম অনুশাসন।

এই ধর্ম্মলিপি দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী উৎকীর্ণ করাইলেন। এই স্থানে কোনও পশুকে বলি দিয়া তাহার দেহ লইয়া হোম করিবে না; অথবা কোনরূপ সমাজ করিবে না। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমাজে অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ একটী সমাজ* আছে যাহাকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা উপকারক মনে করেন। পূর্ব্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রন্ধনশালায় তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ বহু শত সহস্র প্রাণী হত্যা করা হইত। তবে সম্প্রতি এই ধর্ম্মলিপি লিখনের সময়ে তিনটী মাত্র প্রাণীকে ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিহত করা হয়:—দুইটী ময়ূর

* সাধারণতঃ সমাজ অর্থে ধুমধামের সহিত একত্রে প্রমোদ। পূর্ব্বে এরূপ সমাজে সুরাপান ও মাংস আহার চলিত। অশোক ইহা বন্ধ করিয়াছিলেন। এই স্থলে সমাজ অর্থে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোৎসব বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় অনুশাসন।

ও একটী মৃগ। সে মৃগও নিত্য নিহত হয় না। পরে আর এ তিনটী প্রাণীও হত্যা করা হইবে না।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজারা নিজ রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চোড়, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেতলপুত্র—এমন কি তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণের রাজ্যে এবং অন্তিয়োকস্ নামক যবনরাজের ও অন্তিয়োকসের সামন্তনৃপতিগণের রাজ্যে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দুই প্রকার চিকিৎসালয় করিয়াছেন—মনুষ্য-চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয়। যে যে স্থানে মনুষ্য ও পশুগণের উপকারক ঔষধ এবং ফল মূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল সংগৃহীত ও রোপিত হইয়াছে। পথে পথে মনুষ্য ও পশুদিগের উপভোগের জন্য কূপ খাত হইয়াছে ও বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

তৃতীয় অনুশাসন।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন: রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে আমি এই আদেশ করিয়াছি—যুত, রাজুক ও প্রাদেশিকগণ রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের নিমিত্ত এবং অন্যান্য কর্ম্মের জন্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে ভ্রমণ করিবে। (তাহারা প্রচার করিবে যে) মাতাপিতৃশুশ্রূষা, (মাতা পিতার আদেশ পালন) মিত্র, পরিচিত ও জ্ঞাতিদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান ও জীবগণের অহিংসা অতি পবিত্র কার্য্য। অল্পব্যয়তা এবং অল্পসঞ্চয় প্রশংসনীয়। পরিষদ (বৌদ্ধ সংঘ) এইরূপ যুতগণকে নিযুক্ত করুন যাঁহারা ভাণ্ডার দেখিবেন ও তাহার হিসাব রাখিবেন।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন ঃ—লোকে নিজ সৎকার্য্যই দেখিয়া থাকে এবং মনে মনে চিন্তা করে যে এই সৎকার্য্য আমি করিলাম—কিন্তু আদৌ কুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে এই কুকার্য্য আমি করিলাম, অথবা এই পাপ আমি করিলাম। এরূপ পর্য্যবেক্ষণ বাস্তবিকই কঠিন। এরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত যে "এই সকলই পাতকের কারণ ঃ—যথা ক্রোধান্বিতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অভিমান ঈর্ষা'। এই সকল কারণে আমার বারংবার অধঃপতন ঘটিতেছে। বিশেষভাবে দেখা উচিত ইহা হইতে আমার ঐহিক সুখ হইবে কিনা ও ইহা হইতে আমার পারত্রিক মঙ্গল হইবে কিনা।

চতুর্থ স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন যে আমার অভিষেকের ষড়্বিংশবর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লেখাইলাম।

আমার রাজুকগণ বহুশত সহস্র মনুষ্যের জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদিগকে পুরস্কার বা দণ্ড দান উভয় বিষয়ে আমি স্বাধীন করিয়াছি কেন? তাহারা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক। সেজন্য। তাহারা পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেরই হিত ও সুখ বিষয়ে উপদেশ দান করুক ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুক। তাহারা সুখ ও দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করুক এবং ধর্ম্মযুতগণের সহিত প্রজাগণকে উৎসাহিত করুক—যাহাতে পুরজন ও জনপদবাসিগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিতে সচেষ্ট হয়।

রাজুকগণ আমার আদেশ পালনের নিমিত্ত সাগ্রহ। আমার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও আমার ইচ্ছা ও আদেশ পালন করিতেছে। তাহারা রাজুকগণকে আমার সেবায় কোনও কোনও সময়ে প্রোৎসাহিত করিবে। আরও যেরূপ নিপুণ ধাত্রীর নিকট শিশুকে রাখিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—যে—"ধাত্রী আমার শিশুর যত্ন লইবে"—সেইরূপ আমি জনপদের মঙ্গল ও সুখ বিধানের জন্য রাজুকগণকে নিযুক্ত করিয়াছি। যেন তাহারা নির্ভয় নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইয়া তাহাদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউক। এই হেতু আমি রাজুকগণকে পুরস্কার ও দণ্ডবিধান বিষয়ে স্বাধীন করিয়াছি। আরও এই রূপ সকলে যেন ইচ্ছা করে যে, ব্যবহারে ও দণ্ড দানে যেন পক্ষপাত না হয়—সে জন্য অতঃপর নিয়ম হইল—"মৃত্যুদণ্ডে আদিষ্ট কারাবদ্ধ লোকদিগকে আমি তিন দিবসের বিশ্রাম দিলাম।"

যাহাতে তাহাদের জ্ঞাতিগণ তাহাদের জীবন লাভের জন্য ধ্যানে (পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তায়) নিযুক্ত হইবে অথবা তাহাদিগকে সেইরূপ ধ্যানে নিযুক্ত করিবে। অথবা দান করিবে—বা পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উপবাস করিবে। আমার ইচ্ছা যে এইরূপ কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণও পারত্রিক মঙ্গলের আরাধনা করিবে এবং জনমধ্যে বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মাচরণ, সংযম ও দান বৃদ্ধি লাভ করিবে।

পঞ্চম স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন :—আমার অভিষেকের ষড়বিংশ বর্ষে এই সকল জন্তুদিগকে অবধ্য করিলাম। যথা, শুক, শারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, রাজহংস, নান্দীমুখ, গিলাট, জোতুকা, অম্বাকপীলিকা, কূর্ম্ম, অনস্থিকমৎস, বেদব্যাক, গঙ্গাপুপুটক, শঙ্কর-

মৎস্য, কফটশল্যক, কচ্ছপ, শজারু, পন্নসস, বড়সিংহগ্রীম, ষণ্ড, বানর, পলগু, গণ্ডার, ঘুঘু, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও সর্ব্ববিধ চতুষ্পদ প্রাণী যাহারা কোনও কার্য্যে লাগে না। অজকা (ছাগী) এড়কা (ভেড়ী) শূকরী বা গাভী যদি গর্ভিনী বা দুগ্ধবতী থাকে তবে অবধ্যা। ছয় মাসের অনধিক বৎসও অবধ্য। কুক্কুটকেও কেহ বধ্রি করিবে না।

তুষানলে কোনও জীবন্ত প্রাণী দগ্ধ হইতে পারিবে না। কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে বা প্রাণিবধ করিবার উদ্দেশে কেহ বনভূমি দগ্ধ করিতে পারিবে না। চাতুর্মাসিকের (আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত) প্রত্যেক পূর্ণিমায়, পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, এবং প্রতিপদে, বৎসরের উপোসথ দিবস সকলে মৎস্য বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। উক্ত দিবস সকলে নাগবনে ও কৈবর্ত্তভোগে যে সকল প্রাণী আছে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, বা পূর্ণিমা, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে এবং উপোসথ দিবস সকলে কেহ বৃষ, মেষ, ছাগল ও শূকর প্রভৃতিকে কোন প্রকার শারীরিক পীড়ন করিতে পারিবে না। পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিবসে, প্রত্যেক চাতুর্মাসিক পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য দিবস সকলে অশ্ব বা কোন বৃষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না। আমার অভিষেকের এই ষড়্‌বিংশতি বর্ষের মধ্যে পঞ্চবিংশতিবার বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি।

ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন।—অভিষেকের দ্বাদশবর্ষ

হইতেই আমি প্রজাগণের হিত ও সুখের জন্য ধর্ম্মলিপি লিখাইতেছি। তাহারা যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব আচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে উন্নতিলাভ করে তাহাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপে আমি প্রজাগণের হিত ও সুখ দেখিয়া থাকি। আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে, এবং দূরবর্ত্তীদিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করি এবং সেইরূপ কার্য্যেও করিয়া থাকি। এইরূপ সর্ব্বজীবের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই আমি বিবিধ প্রকারে পূজা দ্বারা সম্মান করি, তথাপি আমার মতে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই শ্রেয়ঃ। অভিষেকের ষড়্বিংশতি বর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম।

সপ্তম স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—পূর্ব্বতন রাজগণ এইরূপ চিন্তা করিতেন যে—"কিরূপে প্রজাগণ ধর্ম্মে বৃদ্ধি লাভ করিবে—ধর্ম্মে তাহারা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই।" এ বিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন যে "আমার এইরূপ (চিন্তা) হউক।"

পূর্ব্বতন নৃপতিগণ এরূপ মনে করিতেন—"কিরূপে প্রজাগণ আশানুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি লাভ করিবে, তাহারা উপযুক্তরূপ ধর্ম্মোন্নতি লাভ করে নাই—কিরূপে ইহাদের ধর্ম্মোন্নতি লাভ হইবে।" এবিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কহিতেছেন "আমার এরূপ (ভাবনা) হউক।" আমি ধর্ম্মপ্রচার করিতেছি এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি এতদ্দ্বারা লোকে পুণ্যকর্ম্ম করিবে ও উন্নতি লাভ করিবে। আরো তাহাদের বিশেষরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন—এই উদ্দেশে আমি

ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি—এবং ধর্ম্মোপদেশ দিবার আদেশ দিয়াছি; সেইমত আমার কর্ম্মচারিগণ অনেক লোকের জন্য ব্যাপৃত আছে। তাহারা আমার উপদেশের মর্ম্ম প্রকাশ করিবে ও লোক মধ্যে তাহার প্রচার করিবে। রাজুকগণও অনেক শত সহস্র প্রাণীদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছে; তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছি যে ধর্ম্মযুতদিগকে এইরূপ উপদেশ দিবে।"

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছি, ধর্ম্মমহামাত্রগণ নিযুক্ত করিয়াছি এবং ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ দিয়াছি। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি। উহারা মনুষ্য ও পশুগণকে ছায়া দান করুক। আম্রকানন প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি। মনুষ্য ও পশুগণের উপকারের জন্য অনেক আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি। কিন্তু এই প্রতিভোগ অতি অকিঞ্চিৎকর। পুর্ব্ববর্ত্তীরাজগণের দ্বারা ও আমাদ্বারা (প্রজাগণের জন্য) এইরূপ বহুবিধ সুখের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাহাতে তাহারা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেইজন্য আমি এরূপ করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—তজ্জন্য ধর্ম্মমহামাত্রগণ বহুবিধ কার্য্যে এবং বিবিধ অনুগ্রহ প্রকাশে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা কি গৃহস্থ কি উদাসীন সকলের জন্য এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য ব্যাপৃত আছেন। আরও তাঁহারা সংঘের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা এই-রূপ ব্যাপৃত থাকুন। ব্রাহ্মণ ও আজীবক ভিক্ষুদিগের জন্যও আমি এইরূপ করিয়াছি। ইঁহারা তাহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত থাকুন। নিগ্রর্ন্থদিগের জন্যও এইরূপ করিয়াছি, ইঁহারা তাহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত থাকুন। বিভিন্ন

ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্যও এরূপ করিয়াছি, ইহাঁরা তাহাদের জন্যও ব্যাপৃত থাকুন। এই সকল মহামাত্রগণ ঐ সকলের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ জন্য ব্যাপৃত আছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্যই ব্যাপৃত আছেন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—ইহারা এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীরা আমার ও দেবীগণের দান প্রভৃতি লইয়া ব্যাপৃত আছেন। আরও এখানে ও অন্যত্র রাজাবরোধে তাহারা দান প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন। আমার পুত্রদিগের জন্যও তদ্রূপ করিয়াছি। এবং অন্যান্য দেবী-কুমারগণের দানাদি বিষয়ে তাহারা ব্যাপৃত থাকুন, ধর্ম্মদানের জন্য এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যও। এই ধর্ম্মপ্রদান ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা এবং দয়াদান সকলই শোকের কারণ হয়। সাধারণ সাধুগণের মধ্যেই উহারা বর্দ্ধিত হয়।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—আমি যে সকল নিয়ম করিয়াছি তাহা লোকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেইমত লোকে কার্য্য করিতেছে—তদ্দ্বারা মাতাপিতৃশুশ্রূষা, গুরুসেবা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগের প্রতি সম্মান, দরিদ্র ও হতভাগ্য এবং এমনকি দাস ও ভৃত্য-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন ঃ—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ধর্ম্মনিয়মপালন ও নিদিধ্যাসন এই দুই উপায়ে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মনিয়ম অকিঞ্চিৎকর। নিদিধ্যাসনই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি যে ধর্ম্মনিয়ম করিয়াছি তাহাই যথার্থ। তাহার মধ্যে এই এই জন্তুগণ অবধ্য হইয়াছে—এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ধর্ম্মনিয়ম আমি করিয়াছি।

প্রাণীদিগের প্রতি হিংসা ও আলম্ভন (বধ) হইতে বিরতির দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। সেজন্য এই উদ্দেশে এই ধর্ম্মনিয়ম করা হইল—

যে "আমার পৌত্র প্রপৌত্রদিগের সময়বর্ত্তী ও যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, ইহা প্রচলিত থাকুক। সকলে এই মত কার্য্য করুক।"

এই মতে কার্য্য করিলে ইহপরলোকে কুশল হইবে। আমার অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম। দেবপ্রিয় এই বলিতেছেন যে, যে স্থানে এই ধর্ম্মলিপি আছে—শিলাস্তম্ভেই হউক, শিলাফলকেই হউক সেই সেই স্থানে দেখা উচিত যেন ইহা চিরস্থায়ী হয়।

নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের বিংশবর্ষে স্বয়ং আসিয়া এই স্থানের পূজা করিয়াছেন। যেহেতু এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রস্তর রেলিং স্থাপিত হইল এবং শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত হইল, যেহেতু ভগবান এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য লুম্বিনীগ্রাম নিষ্কর ও অর্থভাগী করা হইল (অর্থাৎ পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম সকলের রাজস্বের ভাগও প্রাপ্ত হইবে)।

রুম্মিন দেবী স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের চতুর্দ্দশবর্ষে কনকমুনি বুদ্ধের স্তম্ভ দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করাইলেন। অভিষেকের বিংশবর্ষে স্বয়ং আসিয়া তাহার পূজা করিলেন এবং শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত করাইলেন।

সারনাথ স্তম্ভলিপি।*

সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ করিবে।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বাদশ ভাগ।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীসংঘের সমীপে যাঁহারা বিনয় বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।

দেবপ্রিয় এইরূপ বলেন—"ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থে উৎকীর্ণ থাকিল।

এইলিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালনকার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটি মহামাত্র নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত) হইল।

সাধারণের নিকট বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহার ও রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন।

এইরূপ কোট বিশ্বপেরা (রাজকর্ম্মচারিগণ) বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।

কৌশাম্বী অনুশাসন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী কৌশাম্বীর উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগকে এবম্প্রকার আদেশ করিতেছেন।—সংঘের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে না, ভিক্ষুই হউন বা ভিক্ষুণীই হউন, যে কেহ সংঘের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবে, তিনি শ্বেত বস্ত্র * পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন এবং যথায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ বাস করেন, তথা হইতে দূরে বাস করিবেন।

* অর্থাৎ ভিক্ষুগণের গৈরিকবাস পরিধানের অধিকার হইতে চ্যুত হইবেন।

দেবী অনুশাসন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর আদেশে সর্ব্বত্রই উচ্চরাজকর্ম্মচারি এবম্প্রকার আদিষ্ট হইবেন।—দ্বিতীয় দেবী * (মহিষী) যাহা কিছু দান করিয়াছেন, আম্রকাননই হউক, প্রমোদ-উদ্যানই হউক, দানশালা হউক বা এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু হউক না কেন, সে সকলই দ্বিতীয় দেবীর (মহিষী) কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ সকলই দ্বিতীয় দেবী তিবলমাতা কারুবাকি কর্ত্তৃক (পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত) অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অন্যান্য অনুশাসন।

বরাবর পাহাড়ের গুহা উৎসর্গ।

১। সুদাম বা "বটবৃক্ষ গুহা'।

নরপতির অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে "বটবৃক্ষ গুহা আজীবকদিগকে দান করা হইয়াছিল।

২। বিশ্বঝোপ্রী বা খলটিকগুহা।

নরপতির অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে খলটিকগুহা আজীবক দিগকে দান করা হইয়াছিল।

৩। কর্ণচৌপার বা সুপিয়াগুহা।

নরপতির অভিষেকের উনবিংশ বৎসরে যত দিন চন্দ্র, সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে ততদিনের জন্য এই গুহা দান করা হইল।

* প্রাধানা ও বিবাহিতা মহিষিগণই কেবলমাত্র দেবী নামে আখ্যাত হইতেন এবং তাঁহাদের পুত্রগণ কুমার নামে অভিহিত হইতেন। অশোকের এই প্রকার চারিটি মহিষী ছিলেন। অনুশাসনে কেবলমাত্র তিবল (তিবর) মাতা কারুবাকির নাম উল্লিখিত আছে।

৩২১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৪৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, কলিকাতা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্য-যন্ত্রে, সেথ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।

পরিশিষ্ট।

মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি।

মহাবংশ মতে।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মৌর্য্যবংশ স্থাপিত হয়। অশোক সেই মৌর্য্যকুলসম্ভূত ছিলেন। এই মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদকাহিনী প্রচলিত আছে। পুরাণ ও সংস্কৃত নাটকাদিতে মৌর্য্যবংশ নীচকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মুরানাম্নী জনৈক শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ মৌর্য্য নামে খ্যাতিলাভ করে। ইহাই পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। "মুদ্রারাক্ষসে" চন্দ্রগুপ্ত নীচকুলোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত এবং সর্ব্বত্র বৃষল নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ "মহাবংশ" রচয়িতা স্থবির মহানাম তাঁহার ৩২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী টীকায় মৌর্য্যবংশের যে ঐতিহাসিক প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষেপে তাহাই উদ্ধৃত হইল। এই টীকা সিংহলের উত্তর বিহারে সংরক্ষিত ছিল। ইহা হইতে মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

একদা বৈশালির লিচ্ছবি বংশসম্ভূত জনৈক নরপতি কোন রূপ-লাবণ্যবতী বারবিলাসিনীর রূপে বিমুগ্ধ হন। এক সপ্তাহ মধ্যেই

রাজসহবাসে সেই 'নগরশোভিনীর' গর্ভ সঞ্চার হয়। দশমাস দশদিন পরে সে একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করে। লজ্জাভয়ে সেই নগরশোভিনী উক্ত মাংসপিণ্ড একটি পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া অতি প্রত্যূষে কোন এক ক্রীতদাসী দ্বারা পথিপার্শ্বস্থ আবর্জ্জনা রাশিমধ্যে উহা নিক্ষেপ করে। প্রাতঃকালে পথিকগণ দেখিতে পাইল, সেই আবর্জ্জনা মধ্যে এক নাগরাজ ফণা বিস্তার করিয়া উক্ত পেটিকা রক্ষণ করিতেছে। পথিকগণ নাগরাজকে দর্শন করিয়া কুতূহলাক্রান্ত হইয়া 'সু' 'সু' শব্দ দ্বারা সেই স্থানে উহার অবস্থিতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ইহাতে নাগরাজ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল। তখন পথিকগণ পেটিকার মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিল তন্মধ্যে এক সদ্যোজাত সুলক্ষণযুক্ত শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। স্নেহার্দ্র হইয়া জনৈক রাজকর্ম্মচারী সেই শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে বালকের নামপ্রদত্ত হইল 'সুসুনাগ'। সুসুনাগ বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞানে ও নানাবিধ সদ্‌গুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতৃহত্যাপরাধে যখন প্রজাবর্গ মগধরাজ নাগদাসককে সিংহাসন চ্যুত করে, সেই সময় সুসুনাগ তাঁহাদের দ্বারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুসুনাগের পুত্র কালাশোক; কালাশোকের দশ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাতৃকুল অতি হীনবংশজাত বলিয়া তিনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন নাই। অপর নয় পুত্র "নবনন্দ" নামে মহাবংশে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

এই নয় নন্দের রাজত্বকালে কোন এক দস্যু নগর, গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া প্রজা সাধারণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল, সেই দস্যুদলপতির অধীনে এক প্রবল দস্যুদল গঠিত হইয়াছিল।

তাহারা যখনই কোন গ্রাম বা নগর লুণ্ঠন করিত, তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্তৃক লুণ্ঠিতদ্রব্য অরণ্যমধ্যে লইয়া যাইত। একদা তাহারা এইরূপ কোন সমৃদ্ধিশালী নগর লুণ্ঠন কালে কোন এক সাহসী বলিষ্ঠ যুবক দ্বারা অরণ্যমধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করাইয়া লইল। সেই অবধি সেই যুবক তাহাদের দলভুক্ত হয়। কালক্রমে এইরূপ এক নগর লুণ্ঠনকালে সেই স্থানের নগরবাসীর আক্রমণে দস্যুপতি প্রাণত্যাগ করে। অতঃপর সেই দস্যুদল উক্ত বালকের নির্ভীকতা ও বীরত্ব দেখিয়া তাহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া মনোনীত করে। এই যুবকই কালাশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতঃপর তিনি আপনাকে নন্দনামে অভিহিত করিলেন। দলভূক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের সাহায্যে সেই নন্দ একটি সৈন্যদল সংগঠন করেন, এবং সেই সময় হইতে তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন ও ক্রমে এক একটি দেশ জয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পাটলিপুত্র আক্রমণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল রাজত্বের পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণ পর্য্যায়ক্রমে বাইশ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম ধনানন্দ। ইতি অতিশয় কৃপণ ছিলেন। পাটলিপুত্রের সিংহাসন আরোহণ করিবার পর ইনি নদীমধ্যে এক গহ্বর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে আশি কোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত করিয়া রাখিলেন এবং বৃক্ষ, প্রস্তর, চর্ম্ম প্রভৃতির উপর কর স্থাপন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অতিশয় অর্থপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তিনি ধনানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ক্রমে ধনানন্দ শাস্ত্রে দানশীলতার মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার

প্রকৃতিগত কৃপণ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনরত্ন বিতরণ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং প্রাসাদ মধ্যে এক সুবৃহৎ দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে শতকোটী স্বর্ণমুদ্রা ও সর্ব্ব নিম্নকে লক্ষমুদ্রা দান করিবেন বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমাগত হইতে লাগিলেন। সেই সময় তক্ষশিলাবাসী চাণক্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী এবং কূটরাজনীতিবিশারদ ছিলেন। প্রবাদ আছে চাণক্য মাতার সন্তোষ বিধানার্থে নিজ রাজলক্ষণযুক্ত দন্ত উৎপাটন করেন। তজ্জন্য তিনি খণ্ডদন্ত নামে অভিহিত হইতেন। চাণক্য শুনিতে পাইলেন নরপতি ধনানন্দ রাজ-প্রাসাদে সুবৃহৎ সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাঁহাকে শতকোটী মুদ্রা এবং অপর ব্রাহ্মণদিগকেও যথেষ্ট দান করিবেন। চাণক্য অর্থের প্রত্যাশায় রাজপ্রাসাদস্থ সভাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময় নরপতি রাজবেশে সজ্জিত ও রক্ষিবর্গ দ্বারা পরিবৃত হইয়া দানমণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমেই কদাকার ও খর্ব্ব বপু চাণক্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আসনে আসীন দেখিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া চাণক্যকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞা সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিপালিত হইল। চাণক্য ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন, নিজ যজ্ঞোপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, ভিক্ষাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সঙ্গে এই দানকার্য্য নিষ্ফল হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

রাজা এই ঘটনা শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণকে ধৃত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। চাণক্য প্রাণভয়ে দিগম্বর আজীবকবেশে প্রাসাদান্তর্গত সন্ধরন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক লুক্কাইত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ অনুচরেরা তাঁহার সন্ধান পাইল না।

নিশীথকালে রাজকুমার পর্ব্বতের সহিত চাণক্যের পরিচয় হইল। তাঁহাকে রাজ্যলোভে প্রলুব্ধ করিয়া চাণক্য, তাঁহার প্রমুখাৎ গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইয়া রাজপুরী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। রাজপুত্র পর্ব্বতও তাঁহার অনুগামী হইল। প্রতিহিংসা পরায়ন কুটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ আশি কোটী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং নন্দরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এমন এক ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

নরপতি বিরূঢ়ক যখন শাক্যজাতির উচ্ছেদ মানসে কপিলবাস্তু নগর আক্রমণ করেন তখন কতিপয় শাক্যসামন্ত হিমালয়ের কোন বিজন প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারা এক সুন্দর নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দূর হইতে শাক্য জাতির এই নবনির্ম্মিত রাজ্য বিচিত্র ময়ূরসদৃশমনোভিরাম ছিল বলিয়া সকলে ইহাকে ময়ূরনগর নামে অভিহিত করে। ময়ূর নগরবাসী শাক্যজাতি মোরিয় বা মৌর্য্য নামে সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিন্তু কালক্রমে মৌর্য্যজাতির ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। কোন এক প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ময়ূর নগরের সমৃদ্ধির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগণিত সেনাসহ উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিল এবং সেই

যুদ্ধে বহুসংখ্যক মৌর্য্যগণ নিহত হইলেন। এই সময় মৌর্য্যরাজমহিষী গর্ভবতী ছিলেন; গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৌশলক্রমে তাঁহারা ময়ূরনগর হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পুষ্পপুরে আগমন করিলেন ও তথায় অবস্থান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে রাজমহিষী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন; পাছে মৌর্য্যরাজবংশধর জীবিত আছে জানিয়া বিপক্ষদল পুত্রের প্রাণসংহার করে, এই আশঙ্কায় মহিষী পুত্রকে একটী পাত্রে রক্ষাপূর্ব্বক জনৈক রাখালের গোশালার দ্বারে গোপনে রাখিয়া দিলেন। শিশুর রোদন শ্রবণ করিয়া রাখাল উক্তস্থানে আগমন পূর্ব্বক তাহার সুন্দর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া স্নেহরসে আপ্লুত হইল। সে শিশুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল এবং যথা সময়ে বালকের নাম রাখিল চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত একটু বয়োপ্রাপ্ত হইলে রাখাল বালকদিগের সহিত প্রান্তরে ক্রীড়া করিত।

একদিন চন্দ্রগুপ্ত এইরূপ রাখাল বালকদিগকে লইয়া রাজ অভিনয় করিতেছিল। কেহ যুবরাজ, কেহ মন্ত্রী, কেহ প্রহরী সাজিয়াছে, কেহ বা বিচার গৃহে বিচারক রূপে দোষীকে শাস্তি প্রদান করিতেছে। চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজরূপে বিরাজ করিতেছে। ঘটনাক্রমে চাণক্য সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। এই অভিনয় দেখিয়া চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি রাখালকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে চাহিয়া লইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহিত গমন করিল।

চাণক্য দেখিলেন, চন্দ্রগুপ্তের আকৃতিতে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ

বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজপুত্র পর্ব্বতের স্বভাবে রাজোচিত ভাব লক্ষিত হইত না। চাণক্য, এই উভয় বালকের মধ্যে কে অধিকতর বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী তাহার পরীক্ষা লইতে অগ্রসর হইলেন। একদিন পথি-মধ্যে এক বৃক্ষতলে চাণক্য, পর্ব্বত ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে চাণক্য সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া রাজপুত্র পর্ব্বতকে জাগরিত করিলেন। কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, পর্ব্বতকে গোপনে বলিলেন, "এই তরবারি গ্রহণ কর এবং চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে পট্ট সূত্রে গাঁথিয়া যে স্বর্ণোপবীত ধারণ করাইয়াছি, তাহা ছিন্ন বা কর্ত্তন না করিয়া, কিম্বা উন্মোচন না করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।" পর্ব্বত বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিল। চাণক্য ইহাতে বিরক্ত হইলেন। পরদিন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ঐরূপ আদেশ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আর কোন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তরবারি দ্বারা পর্ব্বতের শির দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বর্ণোপবীত আনয়ন করিল। চাণক্য প্রফুল্ল বদনে চন্দ্রগুপ্তের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চাণক্যের অর্থ ও বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্ত এক সুবৃহৎ সেনাদল গঠিত করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি এক একটি করিয়া রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন ও অনেক স্থলেই পরাজিত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা ছদ্মবেশে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া আক্রমণের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কূটবুদ্ধি রাজনীতি বিশারদ চাণক্যের সাহায্যে প্রতিভাশালী মৌর্য্যবীর চন্দ্রগুপ্ত এইবার সীমান্ত প্রদেশ হইতে এক একটী করিয়া দেশ জয় করিতে করিতে অব-শেষে পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। মগধরাজ ধনানন্দ চন্দ্রগুপ্তের

প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রমে চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি মাতুল কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধানা মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিষপ্রয়োগে কেহ নরপতির প্রাণ বিনষ্ট করিতে না পারে, এই মানসে চাণক্য স্বহস্তে রাজার আহারের সহিত অল্প পরিমাণে বিষমিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে বিষপানে অভ্যস্ত করিতে লাগিলেন এবং সেই বিষাক্ত খাদ্য অপর কেহ আহার না করে, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং আহারের সময় রাজসমীপে উপস্থিত থাকিতেন। একদা দৈবক্রমে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় চাণক্য রাজার আহারের সময় কয়েক মুহূর্ত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। গর্ভবতী রাজমহিষী সেই দিন সেই রাজভোগের কিয়দংশ ভোজন করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে চাণক্য তথায় উপস্থিত হইয়া মহিষীকে উহা গলাধঃকরণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাজমহিষী ইতঃপূর্ব্বেই উহা আহার করিয়া ফেলিয়াছেন। আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রাজভক্ত ব্রাহ্মণ তরবারি দ্বারা মহিষীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন, পরে তাঁহার গর্ভ হইতে সন্তান বহিষ্কৃত করিয়া উহা এক ছাগীর গর্ভে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজান্তঃপুরবাসিনী এক ক্রীত দাসীর হস্তে চাণক্য রাজপুত্রকে অর্পণ করিলেন। ছাগরক্তবিন্দু শিশুর গাত্রে সংলগ্ন ছিল বলিয়া তাহার নাম প্রদত্ত হইল বিন্দুসার।

জৈন গ্রন্থ মতে ।

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থ মধ্যেও স্থানে স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা উদ্ধৃত করিলাম। চণক নামক গ্রামে চাণক্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম চণন ও মাতা চণেশ্বরি। চাণক্য বাল্যকালে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং বহুশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিঃস্ব ছিলেন, সেই নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন, তথায় নরপতি কর্ত্তৃক দানের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন ও স্বয়ং নৃপতির নিমিত্ত যে, আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন। পুত্র সমভিব্যাহারে নরপতি নন্দ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের বসিবার আসনে চাণক্যকে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। সভাস্থলে উপস্থিত পরিচারিকাগণ চাণক্যের নিমিত্ত অন্য একখানি আসন আনয়ন করিল, কিন্তু চাণক্য তাহাতে উপবেশন না করিয়া, এক খানিতে তাঁহার জলপাত্র, এক খানিতে যষ্টি, এক খানিতে মাল্য ও অপর এক খানিতে যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিলেন। এইরূপ ধৃষ্টতা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, উপস্থিত পরিচারিকাগণ অপমান পূর্ব্বক চাণক্যকে সভাগৃহ হইতে অপসারিত করে। চাণক্য দারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারে হউক নন্দবংশ ধ্বংস করিবেন।

চাণক্য বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে

রাজা হইবেন ও অন্য একজন নাম মাত্র রাজা, তাঁহারই আদেশ বহন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। এক্ষণে সেইরূপ ব্যক্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি রাজার ময়ূরপোষকদিগের দেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সেই দেশের যিনি নেতা তাঁহার গর্ভবতী কন্যা 'চন্দ্র'পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। চাণক্য তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু সেই কন্যার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, সেই পুত্র তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। সেই যুবতীর মাতা পিতা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর চাণক্য তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনার্থে একখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার উপরে ছিদ্র ছিল। সেই কুটীর মধ্যে চাণক্য এক পাত্র দুগ্ধ রক্ষা পূর্ব্বক উক্ত যুবতীকে পান করিতে অনুমতি করিলেন, সেই সময় সেই ছিদ্র মধ্য দিয়া চন্দ্রকিরণ উক্ত পাত্রস্থ দুগ্ধে প্রতিফলিত হইতেছিল। সেই যুবতী যখন দুগ্ধ পান করিতেছিলেন, সেই অবসরে কুটীরের ছাদে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি অল্পে অল্পে সেই ছিদ্র পথ আচ্ছাদন করিতেছিল, এইরূপে চন্দ্র যখন অদৃশ্য হইল, যুবতীর মনে ধারণা হইল যে, তিনি চন্দ্রকে পান করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার পুত্রের নাম হইল চন্দ্রগুপ্ত।

চাণক্য একদিন দেখিলেন যে, প্রান্তরমধ্যে কতকগুলি রাখাল-বালক ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জনের কার্য্যকলাপ ও তেজস্বিতা দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, পরিচয়ে জানিলেন, সেই বালকের নাম চন্দ্রগুপ্ত। তাহাকে রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া, তিনি সেই বালককে লইয়া আসিলেন। চাণক্য নিজ

সংগৃহীত অর্থদ্বারা একটি সেনাদল গঠন পূর্ব্বক পাটলিপুত্র আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নরপতি নন্দের প্রভূত সৈন্যবৃন্দকর্ত্তৃক তাঁহারা সহজেই পরাজিত হইলেন ও দূরে প্রস্থান করিলেন। এই সময় তাঁহারা হিমবৎকুট প্রদেশের অধিপতি পর্ব্বতকের সহিত সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক, সীমান্ত প্রদেশ হইতে এক একটী দেশ জয় করিতে করিতে, ক্রমে পাটলিপুত্র পুনরাক্রমণ করিলেন, এইবার চন্দ্রগুপ্তের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, নরপতি নন্দ পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং রাজ-ধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। নন্দের এক কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। রাজপ্রাসাদ মধ্যে যত ধনরত্ন ছিল, চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন। রাজপুরে পরম রূপবতী একটী কন্যা ছিল, নন্দরাজ বাল্যাবধি তাহাকে বিষপানে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই জন্য সেই কন্যা বিষকন্যা নামে অভিহিত হইত। পর্ব্বতক তাহার রূপের মোহে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহক্ষেত্রে, পবিত্র অগ্নিসমক্ষে যেমন তিনি সেই কন্যার হস্ত নিজ হস্তে ধারণ করিবেন, অমনি তাহার শরীর নিঃসৃত ঘর্ম্ম পর্ব্বতকের শরীরে প্রবেশ করে এবং সেই বিষপ্রভাবে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই সময় হইতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, নন্দ ও পর্ব্বতক এই উভয় নরপতির রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এই ঘটনা জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণলাভের একশত পঞ্চাশ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল।

পুরাণের উল্লেখ।

মহানন্দের ঔরসে এক শুদ্রীর গর্ভে মহাপদ্মের জন্ম হয়। ইনি প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় নরপতিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করেন। এই নন্দমহাপদ্ম ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন এবং দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজত্ব করেন। মহাপদ্মের আট পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম সুমাল্য। তাঁহারা একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ এই নবনন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া মৌর্য্যবংশজাত চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে স্থাপন করেন। (ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশস্কন্ধ)।

শিশুনাগ বংশের শেষ নরপতি মহানন্দি। মহানন্দির পুত্র মহাপদ্ম দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রনরপতিকুলের সমূলে উচ্ছেদসাধন করেন। ইনি শুদ্রীর গর্ভজাত। ইঁহার সুমাল্য প্রমুখ আটপুত্র যথাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নন্দবংশ উচ্ছেদ করিয়া মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে সাম্রাজ্য প্রদান করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)।

পুরাণের ভাষ্যকার মৌর্য্য নামের উৎপত্তি এইরূপে করিয়াছে— নন্দমহাপদ্মের এক মহিষীর নাম মুরা। মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যনামে অভিহিত হইতেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও সান্দ্রাকোটাসের অভিন্নতা।

জেমস্ প্রিন্সেপ্ যেমন অশোক ও প্রিয়দর্শীর অভিন্নতা প্রমাণ পূর্ব্বক ভারত ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সার

উইলিয়ম জোন্সও (Sir William Jones) তদ্রূপ চন্দ্রগুপ্ত ও সান্দ্রাকোটাসের অভিন্নতা প্রমাণ পূর্ব্বক ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসে নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম সার উইলিয়ম জোন্স, এসিয়াটিক রিসার্চ্চ (Asiatic Research) নামক পুস্তকে এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা করেন এবং নিজ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার পরে কর্ণেল উইলফোর্ডও (Colonel Wilford) এই বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত সান্দ্রাকোটাস্ যে একই ব্যক্তি তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এথিনিয়স্ (Athenaeus) এবং শ্লেঘেল (Schlegel) চন্দ্রগুপ্তকে সান্দ্রাকোপ্টাস নামে অভিহিত করিয়াছেন, প্লুটার্ক (Plutarch) চন্দ্রগুপ্তকে আন্দ্রাকোটাস্ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ডিওডোরাস (Diodorus Siculus) তাঁহাকে জান্দ্রামাস (Xandrames) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে এই জান্দ্রামাস মাসিডোনিয়াধিপতি আলেকজাণ্ডারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অনেক স্থলেই নীচকুলোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ডাওডোরাস সিকিউলস্ (Diodorus Siculus) কুইনটস্ কারটিয়স্ (Quintus Curtius) and প্লুটার্ক তাঁহাদের বর্ণনার মধ্যে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ চন্দ্রগুপ্তকে চন্দ্রমাস (Chandrames) নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ডাওডোরাস সিকিউলস্ (Diodorus Siculus) এবং কুইন্টস্ কারটিয়স্ (Quintus Curtius)এই জান্দ্রামাস বা চন্দ্রমাসকে আলেকজাণ্ডরের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহারা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সেই চন্দ্রমাস তাৎকালীন মগধের রাণীর গর্ভে ও এক ক্ষৌরকারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। অনেকের বিবেচনায় এই বর্ণনার দ্বারা মহানন্দির পুত্র মগধরাজ নন্দমহাপদ্মকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদের মতে এবম্প্রকার উক্তি মহারাজ নন্দের উপরই প্রযুজ্য। যদিও গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের উক্ত বর্ণনা মহারাজ নন্দকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সময় যে চন্দ্রগুপ্ত নিজ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, প্লুটার্ক ও জষ্টিন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ—নিজ নিজ গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত সান্ড্রাকোপটাস্ যে সেলুকাস্ নিকেটরের সময় মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ষ্ট্রাবো (Strabo) এবং আরিয়ান (Arrian) মেগাস্থিনিসের উক্তি হইতে অতি পরিষ্কার ভাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে এই সান্ড্রাকোপটাস্‌কে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রদেশ তাহারা (Gandaridæ, Gandaridi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারই গঙ্গাতীরবর্ত্তী পালিবোথ্রা নগরকে সান্ড্রাকোপ্‌টাসের রাজধানী বলিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ও আরিয়ান উভয়েই গঙ্গা ও (Erranoboas) হিরণ্যবাহ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রা অবস্থিত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা হইতে সান্ড্রাকোটাস্ ও চন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহাদের নাম, রাজধানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে এই চন্দ্রগুপ্ত, আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক হইলেও, তাঁহার অব্যবহিত পরেই মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

ধম্মপদ।

ধম্মপদ নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

ধম্মপদের ন্যায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ জগতে বিরল। হিন্দুদিগের গীতা যেমন, খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল যেমন, ধম্মপদ তেমনই বৌদ্ধদিগের প্রিয়গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক লোকেরই পাঠ করা উচিত।

ভারতবাসীর নিকট একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ এতদিন লুক্কায়িত ছিল।—ধম্ম যে ভারতের গুপ্তরত্ন তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সঞ্জীবনী।

এই পুস্তকের এক একটী শ্লোক এক একটী অমূল্য রত্ন। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর এই শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত। বসুমতী।

ধম্মপদ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। বঙ্গবাসী।

ধম্মপদ—গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী স্মরণীয় ঘটনা। ইহার প্রত্যেক পদই বিবেক বৈরাগ্য মূলক ধর্ম্মজ্ঞানের সোপান বলিয়া ধম্ম-পদ নাম লাভ করে। বান্ধব।

এই পুস্তক খানিকে আমাদের জীবন যাত্রার নিত্যসহচরে পরিণত করিতে পারিলে আমরা গ্রন্থকারের মহানামের যোগ্য হইব। ভারতী।

ধম্মপদ অমূল্য রত্নের আকর। এই গ্রন্থের এক একটী শ্লোক নৈতিকরাজ্যের এক এক খানি কহিনুর। হিন্দু পত্রিকা।

টুক্‌টুকে রামায়ণ।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

"টুক্‌টুকে রামায়ণ" জিনিসটা কি?—জিনিসটা আর কিছুই নয়—সরল কথায়, সহজ ছড়ায়, সুন্দর ছবিতে, মনোরম আকারে রামায়ণের সমস্তটুকু। শিশুদের কণ্ঠের ভূষণ প্রাণের সামগ্রী। একবার পড়িলেই আবার পড়িতে হইবে, কিন্তু বইখানি এমনই মজার যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় দেখিবে, ছড়া আধাআধি তাহাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। মূল্য ॥০ আনা।

পশু-পক্ষী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

পৃথিবীর যাবতীয় পশু ও পক্ষীর অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণনা যেমন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি উপকথার ন্যায় সরল ও মধুর। পশু-পক্ষীর শ্রেণিবিভাগ, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ, কোন্ শ্রেণীর কি বিশেষত্ব—সংক্ষেপে পশু-পক্ষী সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও চিত্তাকর্ষক, সে সকল কথাই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার কোন খানাতেই প্রাণিবিজ্ঞানের এত অধিক বিষয়—এত অধিক কথা নাই। এবং এতগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রও আর কোন পুস্তকে দেখিতে পাইবেন না। কি প্রথম শিক্ষার্থী, কি পরিণত বয়স্ক সকলের পক্ষেই ইহা পরম উপাদেয় বস্তু হইয়াছে।

মূল্য উৎকৃষ্ট সংস্করণ—১॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান,—সিটী বুক সোসাইটী, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।